উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,২২৭.০৮ (+১০৮৯.১৮)

নিফটি : ২২,৫৩৫.৮৫ (+৩৭৪.২৫)

রাজ্যপাল রবিকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

শীর্ষ আদালতে মুখ পুড়ল তামিলনাড়ুর বিতর্কিত রাজ্যপাল আরএন রবির। বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখা যে পুরোপুরি বেআইনি কাজ, তা সোজাসাপটা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

বেতন নিয়ে চিন্তা

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর ভরসায় কাজে যোগ দিলেও তাঁদের বেতন-ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ এখন নবান্নের অর্থ দপ্তরে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২২°	৩২°	২২°	৩১°	২২°	৩২°	২১°

ট্রাম্পের ভিসা নীতিতে বিপাকে ভারতীয় পড়ুয়ারা » ৭

শিলিগুড়ি ২৬ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 9 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 319

ইউনূসকে তুলোধোনা

দেশে ফেরার বার্তা হাসিনার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৮ এপ্রিল : 'আসতেছি আমি...।'

স্পষ্ট, প্রত্যয়ী উচ্চারণ শেখ হাসিনার। গত আট মাসের মধ্যে এই প্রথম হয়তো এত দৃঢ়তা শোনা গেল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর গলায়। সেইসঙ্গে মুহাম্মদ ইউনূসকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তীব্র কটাক্ষ। 'মানবতাবিরোধী' তো বটেই, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে 'সুদখোর' তকমা দিলেন তিনি। উপলক্ষ্য ছিল আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের একাংশ ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ভার্চুয়াল আলোচনা।

সোমবার রাতে এক ঘণ্টারও বেশি আলোচনায় হাসিনাকে অনেক দৃঢ়চেতা মনে হয়েছে। অত্যাচারিত আওয়ামি লিগ কর্মী-সমর্থকদের আশ্বাস দিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেই দিন আসবে, যখন আওয়ামি লিগের সদস্যদের ওপর যারা আক্রমণ করেছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। যারা এইসব জঘন্য কাজ করেছে, তাদের বিচার বাংলাদেশে হতেই হবে। আমরা সেটা করবই। শহিদ পরিবারগুলিকে বলব ধৈর্য ধরুন।'

> আল্লাহ আমাকে বিশেষ কারণের জন্য জীবিত রেখেছেন। চিন্তা করবেন না। আসতেছি আমি।
>
> -শেখ হাসিনা

এরপরেই দেশে ফেরার প্রত্যয় ঝরে পড়ে মুজিব-কন্যার মুখে। তাঁর কথায়, 'আল্লাহ আমাকে বিশেষ কারণের জন্য জীবিত রেখেছেন। চিন্তা করবেন না। আসতেছি আমি।' বাংলাদেশে এখন আওয়ামি লিগ সমর্থকদের ওপর একের পর এক হামলার খবর আসছে। কয়েকশো লিগ কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট ও আগুন লাগানোর খবর মিলেছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামি লিগের শাখা সংগঠন ছাত্র লিগকে।

নিষিদ্ধ করা না হলেও রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে দেওয়া হচ্ছে না আওয়ামি লিগকে।

এরপর দশের পাতায়

স্বস্তি ও অস্বস্তি

প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলে প্রবল চাপ। এরই মাঝে অন্য একটি মামলায় সিবিআই তদন্ত খারিজ সুপ্রিম কোর্টে। সবমিলিয়ে রাজ্য সরকার খানিক স্বস্তি পেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও স্কুলে গরহাজির অধিকাংশ চাকরিহারা।

অতিরিক্ত পদে সিবিআই তদন্ত খারিজ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : অতিরিক্ত পদ (সুপারনিউমেরারি পোস্ট) তৈরিতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপে আর বাধা রইল না। ওই পদক্ষেপ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত বছর ওই নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। এমনকি ওই তদন্তে রাজ্য মন্ত্রীসভার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তখন।

প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশের চারদিনের মাথায় সুপ্রিম কোর্টেরই এই রায় নিঃসন্দেহে শুধু রাজ্য সরকার নয়, গোটা রাজ্য মন্ত্রীসভার জন্য স্বস্তির বড় খবর। ওই মামলায় প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ মনে করছে, রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্তে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ মেনে এবং রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল রাজ্য মন্ত্রীসভা।

শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের আওতায় ৬,৮৬১টি ওই সুপারনিউমেরারি পোস্ট ২০২২-এর ৫ মে তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মর্মে প্রকাশিত শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি ওই বছরেই আটকে দেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই দুর্নীতি মামলায় এসএসসি'র মাধ্যমে বেশ কয়েকজন অযোগ্যের নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর ওই অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

রাজ্যের সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে এসএসসির চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। অভিযোগ ওঠে, অযোগ্যদের ঘুরপথে চাকরিতে বহাল রাখতে সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করা হয়েছে। ওই ঘটনায় রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রথম সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ই। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করলেও লাভ কিছু হয়নি। বরং বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয় অতিরিক্ত পদ তৈরি ঠিক হয়নি। *এরপর দশের পাতায়*

সুপ্রিম-মত

রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্তে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই

প্রয়োজনীয় পরামর্শ মেনে এবং রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল রাজ্য মন্ত্রীসভা

স্কুলে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে এলেন না চাকরিহারারা

আঁধার পাঠশালা

সাগর বাগচী ও মহম্মদ আশরাফুল হক

শিলিগুড়ি ও চাকুলিয়া, ৮ এপ্রিল : স্কুলে গেলেও তো সেই একই আলোচনা, আর একই প্রশ্ন। তা হল, আদৌ চাকরি বাঁচানো যাবে তো? আর চাকরি না থাকলে কী হবে? সেই একই কথা যে মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়ানো বই কমাবে না। তাই যেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসের পরও তাঁর কথায় চাকরিহারা শিক্ষকরা ভরসা করতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার স্কুলে দেখা গেল না সিংহভাগ চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীকে। শুধু তাই নয়, বুধবার দুপুরে প্রতিটি জেলায় চাকরিহারারা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ঘেরাওয়েরও ডাক দিয়েছেন।

সোমবার কলকাতায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা ডেকে মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের স্কুলে গিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ওই আবেদন কার্যত উপেক্ষা করে চাকরিহারাদের বেশিরভাগ এদিন স্কুলে যাননি। হাতেগোনা দুই একজন স্কুলে গিয়েছিলেন। সেই সংখ্যাটি যে একেবারেই নগণ্য তা দাবি করেছেন চাকরিহারারা। শিলিগুড়ির গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, নিলনলিনী বিদ্যামন্দির, নেতাজি হাইস্কুল, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে এইসব স্কুলে একই চিত্র। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক তথা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের কোর কমিটির সদস্য সেলিম জাফর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাজের সঙ্গে কথার কোনও মিল দেখতে পাচ্ছি না। উত্তর দিনাজপুরে চাকরিহারাদের বেতন বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য স্কুলগুলি থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস কাগজপত্র চেয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি পেয়েছি। যোগ্যতা প্রমাণ দেওয়ার পর আমাদের রাজ্যের তরফে যোগ্য বলা হচ্ছে না।' সেলিমের সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আশ্বাস্ত হতে না পেরে আমরা জেলায় জেলায় আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছি। বুধবার সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেব।' পাথরঘাটা হাইস্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক রঞ্জিত বিশ্বাসের কথায়, 'যা মানসিক পরিস্থিতি তাতে ৯৯ শতাংশ চাকরিহারা এদিন স্কুলে যাননি।'

চাকরিহারাদের না ফেরা আর পার্শ্বশিক্ষকদের স্কুল বয়কটের জেরে এদিন চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখরে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ চরম বেকায়দায় পড়েছে।

এরপর দশের পাতায়

তৃণমূলের সংসদীয় দলে 'গৃহযুদ্ধ'

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গে যখন দলীয় বিধায়কদের শৃঙ্খলার পাঠ দিতে তৎপর তৃণমূল, তখন দলের সাংসদদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা প্রকাশ্যে চলে এল। ঘটনাটিকে তৃণমূলের সংসদীয় দলে গৃহযুদ্ধই বলা যায়। তৃণমূলের যে সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক'দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, দলের লোকসভার এক মহিলা সাংসদকে হেনস্তা করেছেন তৃণমূলের একজন প্রবীণ সাংসদ।

সেই ঘটনার জেরে সংসদীয় দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঝড় বয়ে যায়। ওই গ্রুপ থেকে সেই

ওই মহিলা সাংসদ শুধু মোদি ও আদানির বিরুদ্ধে বলেন। একবারও রাজনাথ সিং, অমিত শা বা পীযূষ গোয়েলের বিরুদ্ধে বলেন না। সন্দেহ তো হবেই। ইংরেজিতে ফটর ফটর করলেই কেউ সম্মানহানির লাইসেন্স পায় না।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিলা সাংসদ বেরিয়ে গিয়ে তৃণমূল নেত্রীকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান বলে চর্চা চলছিল সংবাদমাধ্যমে। মঙ্গলবার শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় স্পষ্ট হল তাঁকেই নিশানা করেছেন ওই মহিলা সাংসদ। কল্যাণ আবার লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক। তিনি অবশ্য মহিলা সাংসদের নাম উচ্চারণ করেননি।

তবে মহিলা সাংসদের অভিযোগ পেয়ে কল্যাণকে ফোন করে ঘটনাটি মমতা জানতে চেয়েছেন। কল্যাণ প্রতি কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই মহিলা সাংসদটি কে হতে পারে। যিনি মোদি, আদানি ছাড়া আর কারও কথা বলেন না, *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

ভুয়ো 'হিন্দুরাষ্ট্র' এবং এক জালিয়াতের কাহিনী

আশিস ঘোষ

ধর্মাধর্ম নিয়ে এখনকার চুলোচুলিকে একপাশে সরিয়ে এবার বরং এক হিন্দুরাষ্ট্রের কথা বলি। সেই 'হিন্দুরাষ্ট্র' একেবারেই মনগড়া। এক মহা জালিয়াতের কাণ্ড। তবু সেই রাষ্ট্র একেবারে হইচই বাধিয়ে দিয়েছে দুনিয়াজুড়ে। সেই রাষ্ট্রের নাম ইউনাইটেড স্টেটস অফ কৈলাস। সেই রাষ্ট্রের নিজস্ব পাসপোর্ট আছে। রাষ্ট্রসংঘে তারা প্রতিনিধি পাঠায়। বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয় তাদের। এই দেশ 'সার্বভৌম।'

এই হিন্দুরাষ্ট্রের মাথার নাম স্বামী নিত্যানন্দ। তার নামডাক ২০১৯ সাল থেকে। আদত নাম অরুণাচলম রাজাশেখরণ। গোড়ায় আশ্রম খুলে বসেছিল বেঙ্গালুরুর কাছে বিদাড়িতে। সেখানে চালাতে শুরু করে ধ্যানপীঠম দাতব্য ট্রাস্ট। তারপর হিন্দু ধর্মের একজন শীর্ষ গুরু হিসেবে তার কারবার ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। নানারকম তাকলাগানো দাবি করত তার ভক্তকুল। নিত্যানন্দ নাকি অন্ধত্ব সারাতে পারে। বিরিঞ্চিবাবার মতো সূর্যের ওঠার সময় বদলে দিতে পারে। আরও কত কী। তারপর বহু বাবার যা হয় তাই হল। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের মতো নানা কিসিমের অভিযোগ মাথায় নিয়ে সোজা দেশত্যাগ। তারপর নিত্যানন্দ কোথায় গেল তার হদিস মিলছিল না। স্থানীয় একটি চ্যানেলে এক তামিল অভিনেত্রীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ অবস্থায় নিত্যানন্দের ছবি দেখানোর পর হুলুস্থুল বেধে যায়।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পথ দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত জনতা

প্রাণ বাঁচাতে স্কুলে আশ্রয় পুলিশকর্মীর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : জটিয়াকালী মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুতে মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ তুলে এক কনস্টেবলের পিছুধাওয়া করে। প্রাণ বাঁচাতে ওই পুলিশকর্মী পাশে থাকা স্কুলে ঢুকে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'ট্যাংকারের চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারা পুলিশের সঙ্গে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি করেছে তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ চম্পাসারি মোড় সংলগ্ন প্রধাননগর এলাকার দুই বাসিন্দা একটি স্কুটিতে করে জটিয়াকালীর কাছে একটি নার্সিংহোমে যাচ্ছিলেন। জটিয়াকালী মোড়ের কাছে ফুলবাড়ি হাইস্কুলের সামনে আচমকা স্কুটিটি

জটিয়াকালীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ উত্তেজিত জনতার।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। স্কুটির পেছনে বসে থাকা মহিলা রাস্তার বাঁ দিকে ছিটকে পড়লেও স্কুটির চালক করুণা শর্মা (৩৩) রাস্তার মাঝখানে পড়ে যান। একটি অসম নম্বরের গ্যাস ট্যাংকার তাঁকে পিষে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মহিলার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেতেই আশপাশের এলাকা থেকে বাসিন্দারা ছুটে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। সেই সময় জটিয়াকালী মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের একজন কনস্টেবল ও একজন সিভিক ভলান্টিয়ার দায়িত্বে ছিলেন। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি উত্তেজিত জনতার কয়েকজন ওই কনস্টেবলের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, হঠাৎ কয়েকজন তাঁর ওপর চড়াও হন। শুরু হয় পুলিশকর্মীকে মারধর। এমন পরিস্থিতিতে ওই কনস্টেবল প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে ফুলবাড়ি হাইস্কুলের ভিতর ঢুকে পড়েন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গেট বন্ধ করে দিয়ে ওই পুলিশকর্মীকে আশ্রয় দেন। এদিকে, পুলিশকর্মীর ওপর চড়াও হওয়ার

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

যোগ্যদের তালিকার খোঁজে অভিজিৎ

» *পাঁচের পাতায়*

লড়াই ব্যর্থ নাইটদের

» *এগারোর পাতায়*

অপত্যস্নেহ

সন্তানকে আগলে পথ চলা। বক্সার জঙ্গলে মঙ্গলবার। আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হামিদুলের কাঠগড়ায় পুলিশ

{ চোপড়া ও ইসলামপুরজুড়ে বালি মাফিয়াদের কোটি কোটি টাকার সাম্রাজ্য। নজরানা, বখরা, মাসিক বন্দোবস্ত- সব ঘিরে যেন রিল দুনিয়ার থ্রিলার সিরিজ। মৃতপ্রায় মহানন্দার একের পর এক খাদান ঘুরে লিখছেন অরুণ ঝা। **আজ শেষ কিস্তি** }

অরুণ ঝা

চোপড়া, ৮ এপ্রিল : বালির মতোই উড়ছে টাকা। অবৈধ খাদানে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার নজিরও রয়েছে। মহানন্দা ও ডকের চরজুড়ে খোলা হাওয়ায় অবৈধ বালির কারবারের কথা জানে না এমন কেউ নেই। কিন্তু এর দায় কার? এই প্রশ্নটা উঠতেই শুরু হয়েছে দায় ঠেলাঠেলি।

চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বালির অবৈধ কারবারের জন্য শাসকদল নয়, পুলিশের একাংশকে সরাসরি দায়ী করছেন। চোপড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারাও 'পুলিশ ভালো বলতে পারবে' বলে মন্তব্য করেছেন। তবে তাঁরা অবৈধ খাদানের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। ইসলামপুর ব্লকের তৃণমূল নেতারা আবার বালি চুরি রুখতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ চাইছেন। সবমিলিয়ে স্পষ্ট, সবাই সব জানলেও সমন্বয়ের চূড়ান্ত অভাব থাকায় এই কারবার বন্ধের কেউ সাহস দেখায় না। আর এর পেছনে উদ্দেশ্য কী, সেটাও দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

ইসলামপুর মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুশান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন বিষয়টি সম্বন্ধে

মহানন্দার বুকে বালির পাহাড়।

ওয়াকিবহাল। ফলে এই নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস আবার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, 'অতি সম্প্রতি বালির অবৈধ কারবার নিয়ে প্রচুর মামলা হয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকলে মামলা হচ্ছে কীভাবে?'

বিধায়কের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রমাণ সহ অভিযোগ পেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, একধাপ এগিয়ে পুলিশ সুপার বলছেন, 'শুধু পুলিশ কেন, এই কারবারে যুক্ত যাদের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট অভিযোগ পাব, কড়া আইনি পদক্ষেপ করব।'

এরপর দশের পাতায়

’২৬-এর লক্ষ্যে কংগ্রেসের নয়া সেল

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৮ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যজুড়ে মনিটরিং সেল গঠন করবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। ভোটের আগে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করতেই মূলত এই সিদ্ধান্ত। জেলা স্তর তো বটেই, তৃণমূল স্তরে দলের পরিস্থিতি কেমন, তা জানার পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে সেল কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে। বুথ, অঞ্চল ও ব্লক নেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিয়ে গঠিত মনিটরিং সেল। সাংগঠনিক হালহকিকত জানতে অঞ্চল এবং ব্লকে সারপ্রাইজ ভিজিট করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

৪ এপ্রিল দিল্লির ইন্দিরা ভবনে দলের আট রাজ্যের জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিল কংগ্রেস হাইকমান্ড। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ। ওই বৈঠকটিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কংগ্রেস সূত্রে খবর।

আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, ‘রাজ্যে সংগঠন মজবুত করতে এই উদ্যোগ। হাইকমান্ডের নির্দেশমতো জেলা স্তরে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।’ দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকারের বক্তব্য, ‘শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আমরাও কাজ শুরু করে দিয়েছি।’

শক্তি বাড়াতে

- শীর্ষ নেতৃত্ব নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবে
- অঞ্চল, ব্লকে সারপ্রাইজ ভিজিট করার সিদ্ধান্ত
- ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ব্লক, অঞ্চল, বুথ কমিটি পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরির লক্ষ্য

’২৬-এর ভোটে কী ফের কংগ্রেস ও সিপিএম জোট গড়বে? এই প্রশ্ন এখন বাংলার রাজনীতিতে। তবে জোট প্রসঙ্গে এখনই রা কাড়ছে না কংগ্রেস নেতৃত্ব। বরং ভালো ফলের লক্ষ্যে আগামী এক বছরের মধ্যে দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইছেন রাহুল, খাড়গেরা। তাই ইন্দিরা ভবনের বৈঠকে জোট প্রসঙ্গে কোনও আলোচনাই করেননি তাঁরা। দলীয় সূত্রে খবর, এখন থেকে প্রত্যেক মাসে অন্তত একটি করে বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ব্লক, অঞ্চল, বুথ কমিটি পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি করে ফেলতে হবে। কমিটিগুলি গঠনের পর বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই তালিকা রাজ্য ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতাদের যোগাযোগে যে খামতির অভিযোগ ছিল তা সুরাজার চেষ্টায় এই সিদ্ধান্ত।

উত্তরে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাড়ে ৯ কোটি

জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বর্ষা শুরুর আগে উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অনুমোদন দিল সেচ দপ্তরের ডিরেক্টরেট লেভেল টেকনিকাল কমিটি। উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ৯টি প্রকল্পে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে। শীঘ্রই সেচ দপ্তর ওই প্রকল্পগুলির প্রশাসনিক অনুমোদন দিলেই টেন্ডার ডেকে কাজ শুরু হবে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, ‘অনেক প্রকল্প রাজ্যে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। টেকনিকাল কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। এবার রাজ্যের প্রশাসনিক অনুমোদন মিললেই কাজের তৎপরতা শুরু করা যাবে।’

শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়াতে মহানন্দা মেইন ক্যানালের সংস্কারে ২ কোটি টাকা খরচ হবে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় ডাউক অ্যাকোয়াডাক্টের উপর সেতু নির্মাণে দেড় কোটি টাকা খরচ করা হবে। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বিনয়নগরে বালাসন নদীর ডানদিকের বাঁধের সংস্কারে ৬১ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। খড়িবাড়ির অ্যাম্বেলাইন এলাকায় দুধলং নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে ৩৪ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামের কাটাবাড়ি এলাকায় রায়ডাক ২ নম্বর নদীবাঁধের বাঁদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্য ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বোরাগাড়ি এলাকায় গদাধর নদীর ডানদিকের বাঁধে বন্যা নিয়ন্ত্রণে খরচ ধরা হয়েছে ৪২ লক্ষ টাকা। কোচবিহারের শালটিয়া নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা খরচ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়িতে বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের চন্দাই বর্ডার আউটপোস্টকে তিস্তার গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

রাজগঞ্জের মজুয়া এলাকায় মহানন্দা নদীর ডানদিকের বাঁধের ৩০০ মিটার অংশের সংস্কারে খরচ ধরা হয়েছে ৬৭ লক্ষ টাকা।

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 5 Nos. 100MT Godown, Construction of 2 Nos. of SHG work shed, Supply and Installation of 2 Nos. of Oil Mill & Construction of 1 No. of Seed Processing Unit under RKVY 2025-2026. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

Tender Notice

NIeT No. 74 of 2024-25 (1st Call) dt- 07/03/2025

Quotation of 3(Three) no. of Schemes is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 16/04/2025. Details of NIeT may be seen in the Website and one corrigendum has been made www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

KENDRIYA VIDYALAYA BSF RANINAGAR
P.O.: Patkata, Distt.: Jalpaiguri, WB, PIN- 735133

Walk-In-Interview

This Vidyalaya required part time Computer Instructor purely on contractual basis for the session 2025-26. Walk-in-interview will be conducted on 16.04.2025 at premises of KV BSF Raninagar. Interested and eligible candidates may attend the interview on 16.04.2025 at 08.30 am. For detailed information please visit the school website https://bsfraninagar.kvs.ac.in/

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar
Date : 08.04.2025

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar is inviting offline applications for admission in Class-XII (Science), only for service category I & II. Interested students required to submit their completed registration forms in the school along with the necessary documents for verification from **09.04.2025 to 11.04.2025 between 8.30 am to 12.30 pm.**

For eligibility criteria & other information, please visit the website:
https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in/

Principal

বৈদ্যুতিক স্কুটারের উদ্বোধন

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : অত্যাধুনিক দুই চাকার যান উদ্বোধন করল আল্ট্রাভায়োলেট অটোমোটিভ। মঙ্গলবার কলকাতায় এক প্রদর্শনীতে বৈদ্যুতিক স্কুটার টেসার‍্যাক্ট ও শকওয়েভ মোটর সাইকেলের উদ্বোধন হয়। এফ ৭৭ মাচ ও এফ ৭৭ সুপারস্ট্রিট হল এই দুটি নতুন সম্ভারের সেরা মডেল। এদিন কলকাতায় অত্যাধুনিক এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন কোম্পানির কর্মকর্তারা। সিইও নারায়ণ সুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, ‘এই অত্যাধুনিক মোটরযান উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে একটা নতুন যুগের সূচনা হল।’ ওই নতুন যানে ঘণ্টায় ১৫৫ কিমি সর্বোচ্চ গতিবেগের পাশাপাশি ৮ বছরের ওয়ারান্টি প্রভৃতি বিশেষত্ব থাকছে। টেসার‍্যাক্ট ও শকওয়েভের দাম নির্ধারিত হয়েছে যথাক্রমে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ও এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা।

উঠল ধর্না

আলিপুরদুয়ার, ৮ এপ্রিল : চাকরিতে যোগদানের অনুমতি চেয়ে এপ্রিলের ২ তারিখ থেকে কলেজ স্কোয়ারে ধর্নামঞ্চে শামিল হন আইসিডিএস সুপারভাইজাররা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও চাকরিপ্রার্থীরা ওই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার সেই ধর্নার অবসান হল। কোচবিহারের বাসিন্দা রিতিশা সরকার জানান, ২০১৯ সালে এই সুপারভাইজার পদে নিয়োগের পরীক্ষা হয় তিন ধাপে। প্রায় তিন হাজার জন চাকরিতে যোগ দিলেও এখনও এক হাজার একশো জন নিয়োগপত্র পাননি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মান সম্মান, ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.১৫ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৭.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.১৫ ভিলেন, ১.০০ জামাই নম্বর ওয়ান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৩০ বাঙালীবাবু ইংলিশ মেম, সন্ধে ৭.২৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ মজনু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ জীবনযুদ্ধ, দুপুর ২.৩০ শপথ নিলাম, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১০.০০ অভাগিনী, ১.০০ দেখ কেমন লাগে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সদানন্দের মেলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানিক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধন্যি মেয়ে

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.১৫ হিম্মতওর, বিকেল ৩.১০ রাবণাসুরা, ৫.৪০ আচার্য, রাত ১১.১৮ দ্য রিয়েল টাইগার

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ২.০০ রহনা হ্যায় তেরে দিলমে, বিকেল ৫.৩৩ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.০৭ অসলি ঝুট

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.০০ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.১০ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩১ উড়তা পঞ্জাব, রাত ৯.০০ অ্যাটাক, ১০.৫৯ জওয়ানি জানেমন

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.৫০ গোল্ডেন আই, দুপুর ২.০০ এক্স টু, বিকেল ৪.০৫ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, রাত ৮.৪৫ রকি টু, ১০.৪০ জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল

ধন্যি মেয়ে বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

অ্যাটাক রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল রাত ১০.৪০ মুভিজ নাউ

দ্য গ্রিন প্ল্যানেট বিকেল ৩.২৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

Jaigaon Development Authority
(A statutory Organisation of Govt. of West Bengal under UD&MA Deptt.)

Abridged Tender Notice

In Ref. to the E.O.I. No.02/XVIII/GS/JDA/Tender/2025-26 of JDA, e-tenders (online) are invited from the eligible, resourceful & bonafide bidders in connection with revenue generated schemes of JDA. That last date of submission of bids is 17-04-2025 at 11.30 A.M. For further details, please contact JDA office, Jaigaon during office hrs and visit www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
ADM, Alipurduar &
Executive Officer, JDA

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Bituminous Road and Concrete Road Restoration under AMRUT 2.O NIT No. TUFANGANJ/01/2025-26 ID : 2025_MAD_834147_1, 2025_MAD_834147_2, 2025_MAD_834147_3 & 2025_MAD_834147_4, Memo No - 282, Dt. 04.04.2025. Start date of dropping tender - 06.00 P.M. on 08.04.2025 to last date of dropping tender 06.00 P.M. on 02.05.2025. Tender opening date at 01.00 P.M. on 06.05.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbetenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Tufanganj Municipality
P.O. - Tufanganj, Dist - Cooch Behar

গাড়ি ভাড়া করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সিওএন/জে-আই/ইম্ফল/২০২৪-২৫/০৫; তারিখ : ২৭-০৩-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : ডিওয়াইসিই-সি-আইএমপি-এইচ্ডি-২৪-২৫-০৫; কাজের নাম : নর্দ-ইম্ফল নতুন বিজি রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত, ২ বছরের জন্য নর্দ ইয়ার্ড, টানেল, ছোট সেতু ইত্যাদি পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রমের জন্য ডিপ সিই/কন-IV/ইম্ফল, এএক্সইএন/এএক্সইএন, এসএসই/জেই/ওয়ার্কস, সিকিউরিটির চলাচলের জন্য ৭ (সাত) টি ৩ডব্লিউডি হালকা মোটর গাড়ি (যেমন আরপিও/বোলেরো/টাটা সুমো বা অনুরূপ) এবং এসএসই/জেই/ওয়ার্কস -এর জন্য ১ (এক)টি মাল্টি-ইউটিলিটি গাড়ি ভাড়া এবং পরিচালনা। টেন্ডার মূল্য: ২,০৩,৮৮,৯৫২.৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৫২,০০০/- টাকা; টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিই/কন-৪/ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্রিজ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৩/২০২৫/এমএলজি, তারিখ: ০৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং: ডিসিবিএল০৮-২০২৫এমএলজি। কাজের নাম: এসএসই/ব্রিজ/নিউ জলপাইগুড়ির ২৫টি লোডিং দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি - [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং পরিচালন কাজ

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/জে-I/ইম্ফল/২০২৪-২০২৫/০১ তারিখঃ ০৩-০৪-২০২৫ [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিওয়াই. সিই/সিওএন-৪/ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালদা ডিভিসনে এটিভিএম ফেসিলিটেটর নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং.: সিওএম/এটিভিএম-ফেসিলিটেটর-২০২৫/এমএলডিটি
তারিখঃ ০৪.০৪.২০২৫

এটি কোনও রেলওয়ে চাকরী নয়, এটি একটি এজেন্টের মতো কাজ।
স্মার্ট-কার্ডের রিচার্জ মূল্যের ওপর বোনাস দেওয়া হবে।

এটিভিএম মেশিন থেকে অসংরক্ষিত পেপার টিকিট ইস্যু করতে, ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত এটিভিএম ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করার জন্য **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং সাধারণ জনতার** থেকে রেলওয়ে প্রশাসন নির্ধারিত বয়ানে আবেদন আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং. এবং স্টেশনের নাম যেখানে এটিভিএম স্থাপিত আছে ও এটিভিএম ফেসিলিটেটর প্রয়োজন তার বিবরণ নিম্নরূপঃ (১) মালদা টাউন (২) খালতিপুর (৩) নিউ ফরাক্কা (৪) ধুলিয়ান গঙ্গা (৫) নিমতিতা (৬) জঙ্গীপুর রোড (৭) বারহারওয়া (৮) তিনপাহাড় (৯) সাহিবগঞ্জ (১০) মির্জা চেওকি (১১) পীরপৈঁতী (১২) শিবনারায়ণপুর (১৩) কহলগাঁও (১৪) ঘোঘা (১৫) ভাগলপুর (১৬) সুলতানগঞ্জ (১৭) বারিয়ারপুর (১৮) মুঙ্গের (১৯) জামালপুর (২০) অভয়পুর (২১) কাজরা। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং/অথবা তাঁদের স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং ১৮ বছরের বেশী বয়সী সাধারণ জনতা যাঁরা উপরোক্ত স্থানে এটিভিএম ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী তাঁরা **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে নিয়োগের জন্য সাধারণ শর্তাবলী, আবেদন ফর্ম, যোগ্যতামান, সময়সীমা, নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রণালী ইত্যাদি ডাউনলোড করতে পারেন এবং তা **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২-এর অফিসে** জমা করতে পারেন। কোনও কারণ না দেখিয়ে স্থগিত/সংশোধন অথবা যে কোনও একটি বা সকল আবেদন বাতিল অথবা যে কোনও আবেদন গ্রহণ করার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar

Advertisement for Offline Registration for Admission in Balvatika-III and Class - I Date : 07.04.2025

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar is inviting offline applications for admission in Balvatika-III (only for OBC-NCL) and Class-I (only for ST) for the academic year 2025-26 to fulfill the shortfall of reserved quota seats. Interested candidates are required to submit their completed registration forms in the school along with the necessary documents for verification from 08.04.2025 to 11.04.2025 between 8.30 A.M. to 12.30 P.M. For more information, please visit the website https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in/

-Principal

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

নং. এইচ/২৪৭/২/এইচভিএস তারিখঃ ০৪-০৪-২০২৫

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল-এর জন্য **অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস)** নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক ডাক্তার যারা নিচে উল্লেখিত যোগ্যতা/যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে পারবেন তারা উপরোক্ত নিযুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এই নিযুক্তি এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক, যা বছর ভিত্তিক নতুন চুক্তি হিসাবে পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে অথবা স্কিমের শেষ পর্যন্ত, যেটা আগে হয়।

১। **এইচভিএস-এর বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হবে : (i) স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ (ii) চিকিৎসক এবং (iii) ডেন্টাল সার্জন**
২। **নিযুক্ত করা এইচভিএস-এর সংখ্যাঃ** ০৩ (তিন)।
৩। **আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখঃ** ২৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টা।
৪। (ক) **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ (i)** বিশেষজ্ঞঃ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পি.জি. ডিগ্রি লাভের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। **(ii)** পি.জি. ডিপ্লোমা লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।
৫। **বয়সের প্রোফাইলঃ** প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। **বয়সের উচ্চ সীমাঃ** অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধ সীমা হলো ৬৫ বছর।
৬। **কাজের মেয়াদঃ** (i) এইচভিএস-এর নিযুক্তির সময়সীমা এক বছর অথবা প্রকল্প থাকা পর্যন্ত, যেটা আগে হয়। (ii) এক বছরের মেয়াদ অতিক্রম করার পর, প্রয়োজনীয়তা, কার্যক্ষমতা এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বছর ভিত্তিতে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
৭। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্মানী প্রদান করা হবেঃ **কাজের সময়ঃ** সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা। বিশেষজ্ঞ : ৭৮,০০০ টাকা প্রতি মাস।

উপরে উল্লেখিত পদের জন্য বিশদ বিবরণ সহ আবেদনটি উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গেট গুমটির নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ০১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বিজি-II সেকশনে বৈদ্যুতিকৃত সেকশনে ইন্টারলকড গেট-এর জন্য গেট গুমটির নির্মাণ। (গেট নং. এনএন/১৫২, এনএন/১৫৮, এনএন/১৭৫, এনএন/১৯৭ ও এনএন/২০৬) অনুমোদিত প্রকল্প আইডি ০৮.০৪.২৯.২৪.৩.৫৩.০০৩-এর বিপরীতে। টেন্ডার মূল্য: ৮২,৭৬,৩৩১.৬০ টাকা; বায়নারধনঃ ১,৬৫,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইয়ার্ডের নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ০৩-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন-এ - ইয়ার্ড উন্নয়নের সাথে সংযোগী ইয়ার্ডের নির্মাণ - আলিপুরদুয়ার জংশন ইয়ার্ড। টেন্ডার মূল্য: ৩,৬১,৮০,২৪৮.৫৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৩০,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে রেল নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ০৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই/পি.ওয়ে/ফকিরগ্রাম জংশনের অধীনে গৌরীপুর-আলমগঞ্জ (এসএল) ৬০ কেজি টিআরআর (পি)। টেন্ডার রাশিঃ ৬২,২৯,২৪৩.৩০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,২৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে- ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ট্রেক্টি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

কোচবিহার জেলায় মাথাভাঙ্গা ও ঘোকসাডাঙ্গার মাঝে এক প্লটে ৪০ (চল্লিশ) বিঘা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ - ৭০২৯০৯৬২৩৯। (C/116019)

অ্যাফিডেভিট

আমি Magdali Here পিতা Ishak Here বিবাহসূত্রে আমার পদবি Bhagat হওয়ায় গত ইং 19/10/24 তারিখে জলপাইগুড়ি Judicial Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Magdali Bhagat থেকে Magdali Here বলে পরিচিত হইলাম। উত্তর ডাঙ্গাপাড়া, সজনাপাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (A/B)

•

DL-এ আমার নাম ভুল থাকায় 02/04/25 Notary Public Siliguri কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sekhar Das এবং Shekhar Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (DL No - WB65 2017 0068970). (C/115782)

Affidavit

আমি Abhijit Roy ডাঙাপাড়া, জলপাইগুড়ি গত 11.03.25 জলপাইগুড়ি E.M.কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Abhijit Roy ও Avijit Roy এবং আমার স্ত্রী Malati Roy ও Swapna Roy একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। (C/114796)

কর্মখালি

Wanted A.T in Maternity Leave Geography (GRAD) Preferably Trained for S.C upto 8-8-25. Apply within 10 days to the President of Barosoulmari T.P. High School, P.O. - Subachanirpath, Dt - Coochbehar, Pin - 736135. (D/S)

•

কোচবিহারে প্রতিষ্ঠিত নার্সিংহোমের জন্য RMO (MBBS) প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9434028924 (11 A.M.-10 P.M.) Email : pfvp. cob @gmail. com. (C/114674)

•

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : মিউজিকা’, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116019)

•

কঠোর পরিশ্রমী পুরুষ / মহিলা সরকারি অফিসে সেলসের কাজে নিয়োগ। স্টাইপেন্ডও আছে, M : 8597059434, 7318939445. (C/116018)

টিউশন

Physics tuition for class 11, 12 and math, science tuition for class 9 and 10. All board. Contact : 7319434238. (C/115780)

হারানো প্রাপ্তি

আমি Aryan Routia পিতা : Rahul Routia। আমার ST সার্টিফিকেট (No-WB2001ST202108733) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন- 8509275377. (C/115520)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে দায়িত্ব বাড়বে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **বৃষ :** জনসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ পাবেন। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। **মিথুন :** ব্যবসার বাড়তি আয় হওয়ায় স্বস্তি। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। **কর্কট :** অফিসে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **সিংহ :** আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় লোকসান হতে পারে। বাড়িতে পুজোর ব্যবস্থা গ্রহণ। **কন্যা :** নিজের ভুলে বড় রকমের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। মেয়ের পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় আনন্দ। **তুলা :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলাপ আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। **ধনু :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কোমর ও পিঠের ব্যথা ভোগাবে। **মকর :** অফিসে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **কুম্ভ :** ভ্রমণে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত। প্রেমের সংঘাত কাটবে। **মীন :** নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ১৯ চৈত্র, ৯ এপ্রিল, ২০২৫, ২৬ চ’ত, সংবৎ ১২ চৈত্র, সুদি, ১০ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৫২। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ১১।৪৯। মঘানক্ষত্র দিবা ১১।৩৯। গণ্ডযোগ রাত্রি ৭।৫৬। ববকরণ দিবা ১১।৩৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৪৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১১।৩৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১১। ৪৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১১। ৪৯ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।৩৩ গতে ১০।৬ মধ্যে ও ১১।৩৯ গতে ১। ১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৩ গতে ৪।০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৩ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে, রাত্রি ৮।১৩ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১। ৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১। ৩৯ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১।১৩ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলের জন্য হাহাকার হাতিঘিসায়

নকশালবাড়ি, ৮ এপ্রিল : হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদারগুড়ি, হুচাইমল্লিকজোতে পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়েছে। কুয়ো, মার্ক-টু টিউবওয়েল থেকে জল মিলছে না। পিএইচই-র পাম্পহাউস নির্মাণও থমকে। যার জেরে পানীয় জলের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে গ্রামগুলিতে। স্থানীয়রা বলছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন, নানা মহলে অভিযোগ জানিয়েও দীর্ঘদিনের এই সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। মঙ্গলবার এলাকায় সিপিএমের তরফে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে দলের নেতাদের কাছে বাসিন্দারা তাঁদের অসুবিধার কথা জানান। সিপিএম নেতৃত্ব এজন্য কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্যের শাসকদলকে। পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাদল ওরাওঁ অবশ্য সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পিএইচই দপ্তর থেকে রিজার্ভার তৈরির জন্য বিকল্প জায়গা দেখা হয়েছে। দ্রুত সেখানে কাজ শুরু হবে।' মঙ্গলবার সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির তরফে জমিদারগুড়িতে মিছিল করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বাসন্তী দেবনাথ এদিন বাম নেতাদের কাছে সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'এই এলাকায় পিএইচই দপ্তর থেকে একটি পাম্পহাউস নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু জমি বিবাদের জেরে সেই কাজ আটকে রয়েছে। এদিকে, কুয়ো, মার্ক-টু টিউবওয়েলের জল শুকিয়ে গিয়েছে। চারদিকে জলের হাহাকার।'

আরেক বাসিন্দা অঞ্জলি গোয়ালার কথায়, 'পাশেই চেঙ্গা নদী। দিনরাত বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। যার ফলে জলের স্তর অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে।' সিপিএম নেতা তুফান মল্লিক বলেছেন, 'এলাকায় জলের সমস্যা মারাত্মক আকার নিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রশাসনের কেউ খোঁজ নিচ্ছেন না।' যদিও নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা পিএইচই দপ্তর এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে ধারাবাহিক মিটিং করছি। কোথায় কোথায় জলের সমস্যা রয়েছে দ্রুত তা খতিয়ে দেখে সমাধান করা হবে।'

তরুণের অন্তর্ধানে রহস্য

খড়িবাড়ি, ৮ এপ্রিল : রহস্যজনক তরুণকে ঘরে আটকে রাখা হল বটে, কিন্তু তাঁর নাগাল পেল না পুলিশ! ওই বাড়িতে পুলিশ পা রাখার আগেই পগারপার ওই তরুণ। তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দিনভর চর্চা চলল নেপাল সীমান্ত লাগোয়া খড়িবাড়ি রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোঙরপুর গ্রামে। প্রায় হাতের নাগালে 'বাংলাদেশি'কে পেয়েও ধরতে না পারায় আফসোস যাচ্ছে না পুলিশেরও। বাড়ির মালিক রঞ্জিত বর্মন ও শিলিগুড়ির চম্পাসারির মাধব বর্মনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই তরুণের নাগাল পেতে চাইছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

কিন্তু কী এমন ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্য এত চর্চা এবং আফসোস? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোঙরপুর গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন দুই তরুণ। শনিবার সন্ধ্যায় বহিরাগত দুজনকে ঘুরতে দেখে সন্দেহ জাগে স্থানীয় শ্যামল সিংহের। জিজ্ঞাসাবাদে একজন নিজেকে চম্পাসারির বটতলা এলাকার বাসিন্দা বলে দাবি করেন। জানান, তাঁর নাম মাধব বর্মন। তাঁরা বেড়াতে এসেছেন মামা প্রদীপ বর্মনের বাড়িতে। কিন্তু মাধবের সঙ্গে থাকা এক তরুণের পরিচয় তেমন স্পষ্ট না হওয়ায় শ্যামল সরাসরি ফোন করেন এলাকার বাসিন্দা প্রদীপকে। শ্যামল এদিন বলেন, 'প্রদীপকে ফোন করে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে প্রথমে সে অস্বীকার করে এবং ফোন কেটে দেয়। এরপর তাকে ৩-৪ বার ফোন করা হয়। তার বাড়িতে এসে তরুণদের পরিচয় জানতে চাইলে প্রদীপ এক তরুণের পরিচয় জানাতে পারেনি।' খবরটি চাউর হতেই মঙ্গলবার সকালে অনেকে ভিড় জমান প্রদীপের বাড়িতে। ওই সময় দুই তরুণ প্রদীপের বাড়িতেই ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে (যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ওই ভিডিওতে মাধব নিজের পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি সঙ্গে থাকা তরুণ বাংলাদেশি বলে স্বীকার করেন।

এদিকে, বিপদ টের পেয়ে প্রদীপের পরিবারের সদস্যরা বাড়ির একটি ঘরে 'পরিচয়হীন' তরুণকে আটকে রাখেন। প্রদীপের বাবা রঞ্জিত বর্মন বলেন, 'নাতি মাধবের সঙ্গে একটি ছেলে বেড়াতে এসেছে। সে বাংলাদেশি কি না, জানা নেই।' রঞ্জিতদের বাড়িতে আসেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ধনু সিংহ। তিনি বলেন, 'রঞ্জিত বর্মনের বাড়িতে এক অপরিচিত তরুণ এসেছে। তাকে এলাকাবাসী বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করছেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে।' যেহেতু ওই তরুণকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল, তাই পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু দরজা খুলতেই পুলিশ দেখে 'পাখি ফুড়ুত'।

সূর্য তখন মধ্য গগনে। রোদ থেকে বাঁচতে ভরসা ছাতা। মঙ্গলবার হাসমি চকে। ছবি : সূত্রধর

উদ্বৃত্ত বিক্রি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে

সৌর আলোয় জোর পুরনিগমের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বিদ্যুৎ বিলের ঝক্কি কমাতে সৌরবিদ্যুৎচালিত আলোতে জোর দিচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ইতিমধ্যেই শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় সোলার প্যানেল বসিয়ে সেখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু হয়েছে। আবার দু'-একটি জায়গায় উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে বিক্রিও করা হচ্ছে। আগামীতে আরও ১২টি জায়গায় সোলার প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে পুরনিগম। পাশাপাশি দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফেও সৌরবিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার জন্য শহরের বেশ কিছু জায়গার তথ্য নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল বলেছেন, 'সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো আরও বাড়িয়ে আমরা বিলের বোঝা কমাতে চাইছি। পাশাপাশি শহরে 'স্মার্ট ইলেক্ট্রিক' ব্যবস্থাও চালুর চেষ্টা চলছে। এর বাস্তবায়ন হলে একদিকে যেমন খরচ কমবে, পাশাপাশি সৌন্দর্যও বাড়বে।'

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, 'সৌরবিদ্যুৎ গ্রিডে নিয়ে আমাদের উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এটা অনেক জায়গাতেই শুরু হয়েছে।'

পুরনিগমের বিভিন্ন অফিস, শহরজুড়ে পথবাতি জ্বালিয়ে প্রতি মাসে রাজ্যকে ২০-২৫ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হয়। এই বিদ্যুৎ বিল কমাতে সৌরবিদ্যুতের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরনিগমের অ্যানেক্স ভবন, রবীন্দ্র মঞ্চ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। আরও ১২টি জায়গায় নতুন করে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন

> সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো আরও বাড়িয়ে আমরা বিলের বোঝা কমাতে চাইছি। পাশাপাশি শহরে 'স্মার্ট ইলেক্ট্রিক' ব্যবস্থাও চালুর চেষ্টা চলছে। এর বাস্তবায়ন হলে একদিকে যেমন খরচ কমবে, পাশাপাশি সৌন্দর্যও বাড়বে।
>
> **কমল আগরওয়াল**
> *মেয়র পারিষদ, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ, পুরনিগম*

করে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। এই খাতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পুরনিগম খরচ করবে। এর মধ্যে সূর্য সেন পার্ক, কিরণচন্দ্র ভবন, বিবেকানন্দ সুপার মার্কেট, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাতৃসদন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪ নম্বর বরো অফিস রয়েছে। এর মধ্যে ৪ নম্বর বরো অফিসে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল বসানোর কাজ ৮০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। সোলার প্যানেলে ১০-২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ বলেন, 'এখন আর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেটা সংরক্ষণের প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে না। কেননা এর জন্য আবার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি প্রয়োজন হয়। তাই আমরা উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির গ্রিডে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা আবার সেখান থেকে বিদ্যুৎ কিনছি। আগামীতে এই প্রযুক্তি শহরের অন্যত্রও চালু হবে।' পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের বাস্তুকাররা জানিয়েছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি বিশেষ ধরনের মেশিন বসিয়ে ইনপুট-আউটপুট মিটার রিডিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আউটপুট অপশনে দিয়ে ইনপুট অপশন থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎ গ্রিডে যাচ্ছে, আবার বণ্টন কোম্পানি থেকে বিদ্যুৎ কিনে নেওয়া হচ্ছে। ইনপুট এবং আউটপুট মিটার রিডিং দেখার পর বাড়তি বিদ্যুৎ ব্যবহার হলে শুধু তার বিলই দিতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত মাসে দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলা শাসকের (সাধারণ) দপ্তর থেকে পুরনিগমের বিভিন্ন পার্ক এবং নদীঘাটে সৌরবিদ্যুৎ আলোকস্তম্ভ বসানো সম্ভব তার তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই মতো ৩৭টি জায়গা চিহ্নিত করে ৯৮টি হাইমাস্ট আলোকস্তম্ভ বসানোর প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ হলে শহরের অনেকটা এলাকা সৌরবিদ্যুতে আলোকিত হবে বলে মেয়র পারিষদ আশা প্রকাশ করেছেন।

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজের দুর্নীতি আবার চর্চায়।

দুর্নীতির তদন্তে আধিকারিককে তলব

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ এপ্রিল : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন এমএসভিপি রাজীব প্রসাদের আমলে দুর্নীতির তদন্তে এবার বর্তমান অ্যাকাউন্টস অফিসারকে তলব করল স্টেট ভিজিলেন্স কমিশন। হাসপাতালের লন্ড্রি খরচ, পিপিপি মডেলের এমআরআই, এক্স-রে, সিটি স্ক্যানের বিল সহ নানা খাতে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার অসংগতি রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতেই তদন্ত করছে স্টেট ভিজিলেন্স কমিশনের নর্থবেঙ্গল জোন। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন ধরেই তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা মাঝেমধ্যেই তথ্য চেয়ে পাঠান। সেগুলি দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। ওঁরা এখানকার অ্যাকাউন্টস অফিসারকেও তদন্তে সহযোগিতার জন্য ডেকেছেন।'

২০২৩ সালের মে মাসে এমজেএন মেডিকেলে দুর্নীতির ঘটনা প্রথম প্রকাশ্যে আসে। মেডিকেলের প্রাক্তন অ্যাকাউন্টস অফিসার নুরউদ্দিন মল্লিক ওই বছরের ৬ মে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ পাঠান। অভিযোগে তিনি জানিয়েছিলেন, হাসপাতালে রোগীর খাবার, বেডশিট ও অন্যান্য সামগ্রী ধোয়ার লন্ড্রি খরচ, পিপিপি মডেলে এমআরআই, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিসের খরচ, সরকারি গাড়ির তেল খরচ সহ আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে আর্থিক তছরুপ হয়েছে। অভিযোগের তির ছিল তৎকালীন এমএসভিপি রাজীব প্রসাদের দিকে।

সেই ঘটনার তদন্তের জন্য পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ভবন থেকে তিনজন আধিকারিক হাসপাতালে এসে পাঁচদিন ধরে তদন্ত করে যান। সেই তদন্তে হাসপাতালের নানা আর্থিক অসংগতি ধরা পড়েছিল। সবচেয়ে বেশি গরমিল দেখা গিয়েছিল রোগীদের খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে। দুর্নীতির অভিযোগ ও তদন্তের বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের প্রশাসনিক মহল কার্যত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ এমএসভিপির পক্ষে থাকে, আরেকটি অংশ তাঁর বিপক্ষে চলে যায়। তাঁদের দ্বন্দ্বের জেরে কর্মীদের বেতন সহ নানা প্রশাসনিক কাজকর্মে বাধা পড়তে থাকে। গত বছর ডাঃ রাজীব প্রসাদ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি হয়ে যান।

বর্তমানে স্টেট ভিজিলেন্স কমিশনের নর্থবেঙ্গল জোন অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করছে। অ্যাকাউন্টস অফিসার দীপককুমার সরকারকে ১১ অথবা ১৬ এপ্রিল তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন এমএসভিপি।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে শিলিগুড়ির সুদীপ

আমন্ত্রিত হিসেবে ঠাঁই

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : রবিবার মাদুরাইয়ে শেষ হয়েছে সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেস। দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক সহ ৮৫ জনকে নিয়ে সেখানে গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ঠাঁই পেয়েছেন শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা তথা দলের তরুণ নেতা সুদীপ দত্ত। শহরের দুই নেতার একসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকা কার্যত নজিরবিহীন, বলছে রাজনৈতিক মহল।

বরাবরই প্রচারবিমুখ সুদীপ। বয়স এখনও চল্লিশের কোঠা পার করেনি। বর্তমানে রয়েছেন লখনউয়ে। মঙ্গলবার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'দল ও সংগঠনের কাজে এদিন সকালেই দিল্লি থেকে লখনউয়ে এসেছি। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করব।'

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে গুরুদায়িত্ব সামলেছেন সুদীপ। মার্চে তিরুবনন্তপুরমে ইলেক্ট্রিসিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সুদীপ। এছাড়া তিনি সিটুর অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলিতেও নিজের ছাপ রেখেছেন। 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস'-এর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ইনচার্জের দায়িত্ব রয়েছে সুদীপের কাঁধে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে সেই সংগঠনের কাজে ফ্রান্স সহ একাধিক দেশে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এর পাশাপাশি 'ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ কেমিক্যাল, এনার্জি, মেটাল, অয়েল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে আরও একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক পদেও রয়েছেন সিপিএমের এই তরুণ মুখ।

সুদীপ দত্ত

২০০৬ সালে সুদীপকে সদস্যপদ দিয়েছিল সিপিএম। ২০০৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন। এরপর শুরু করেন গবেষণা। যদিও দলের স্বার্থে তা মাঝপথে রেখে ২০১২ সালে শহরে ফেরেন সুদীপ। সিটুর হয়ে দার্জিলিং জেলায় চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কাজ শুরু করেন। শ্রমিক সংগঠনের হয়ে গাজিয়াবাদেও কাজ করেছেন তিনি।

শেষ দু'বারের কমিটিতে সুদীপ সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। এবার একেবারে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই পেলেন এই তরুণ নেতা। এবিষয়ে দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, 'সিপিএমে সবসময়ই কাজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে সদস্যদের কমিটিতে নেওয়া হয়। সেটাই হয়েছে।'

জমি বিবাদের জেরে বাড়িতে আগুন

ফাঁসিদেওয়া, ৮ এপ্রিল : জমি বিবাদের জেরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার চটহাটের হাগরাগছে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়িটির রান্নাঘর ভস্মীভূত হয়েছে। পুলিশ একজনকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উভয়পক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করবে বলে জানিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাগরাগছে ৮ কাঠা জমি নিয়ে মহম্মদ আলমগির ও মহম্মদ নাজিরের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা চলছে। উভয়পক্ষই এনিয়ে পুলিশ এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছে। তবে কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি।

অভিযোগ, এদিন বিতর্কিত জমিতে নাজিরের পক্ষের লোকেরা বেড়া দিচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা আলমগিরের রান্নাঘর এবং আরেকটি ঘরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলত শুরু করে। কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

আলমগিরের বক্তব্য, 'এদিন নাজির দলবল নিয়ে বেড়া দিতে আসে। আমাদের রান্নাঘর সহ দুটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জাল নথি তৈরি করে জমি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে নাজির।' এবিষয়ে মহম্মদ নাজিরের পক্ষের মহম্মদ সুখচান্দ যদিও বলছেন, 'আলমগিররা নিজেরাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। আমরা উলটে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। আমার মা বেহুলা বিবির নামে জমির পাট্টা আছে।'

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT on behalf of EOM, GPW, WBFDCL and DFO P & G (N) Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
01/DFO/PGN/WBFDCL/ 25-26 (1ST CALL)	Landscaping & Beautification along with five years maintenance work of Circuit Bench of Calcutta High Court at Paharpur, Jalpaiguri	09.04.2025	30.04.2025

Details of NIT can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfdc.com

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএআরসিই-২০২৫০৪। নিলাম শুরু হবে : ২১.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্রম নং ও লট নিম্নরূপ :** ১. ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর), ২. ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১, (পার্সেল - এসএলআর), ৩. ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১, (পার্সেল - এসএলআর), ৪. ১২৩৩৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১, (পার্সেল - এসএলআর), ৫. ১৪০০৩-এসএলআর-এফ১-এমএলডিটি-এনডিএলএস-২২-২, (পার্সেল - এসএলআর)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-09/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বারহারওয়া (বিএইচডব্লু), জামালপুর (জেএমপি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), বারিয়ারপুর (বিইউপি) রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ওষুধের দোকানের চুক্তিবদ্ধ বণ্টনের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং মেডিকেল-স্টোর-২, নিলাম শুরুর তারিখ : ২১.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। মালদা ডিভিসনে ওষুধের দোকানের জন্য ই-নিলাম: এসইকিউ নং. এএ/১, লট নং/বিভাগ :** এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমইডিএসটিএন-২১-২৫-১ এবং **স্টেশন :** বারহারওয়া। **এসইকিউ নং. এএ/২, লট নং/বিভাগ :** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি- এমইডিএসটিএন-১৯-২৫-১ এবং **স্টেশন :** জামালপুর। **এসইকিউ নং. এএ/৩, লট নং/বিভাগ :** এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি- এমইডিএসটিএন-২০-২৫-১ এবং **স্টেশন :** সুলতানগঞ্জ। **এসইকিউ নং. এএ/৪, লট নং/বিভাগ :** এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমইডিএসটিএন-২২-২৫-১ এবং **স্টেশন :** বারিয়ারপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-12/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন
ইকনমিক অফেন্সেস ব্রাঞ্চ
৩য় এমএসও বিল্ডিং, একতলা, ডিএফ-ব্লক
এফ-উইং, সল্টলেক সিটি, কলকাতা -৭০০০৬৪
ফোন : ২৩৩৪ ২১৫৩, ফ্যাক্স : ২৩৩৪ ১৬৮৮ (ডিরেক্ট)
ই-মেল : hobeokol@cbi.gov.in

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আলিপুরদুয়ার মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেড দ্বারা প্রতারিত বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে আমানতের অর্থ আত্মসাতের তদন্ত চলছে। যাঁরা টাকা ফেরত পাননি, অনুগ্রহ করে নিচে উল্লিখিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রী মনোজ কুমার, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ, সিবিআই, ইওবি, কলকাতা, মোবাইল নং ৮৬৯৭৯৭৬০৪০, টেলিফোন নং : ০৩৩ ২৩২১৩০৯০ / ২৩৩৪২১৫৩

ঠিকানা : এস পি অফিস, সিবিআই, ইওবি, কলকাতা, একতলা, ডিএফ - ব্লক, এফ-উইং, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- 700064।

যেসব ব্যক্তি সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং যাদের ঋণের অর্থ এখনও বাকি রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের অবস্থা বিশদসহ সিবিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

भारत सरकार
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय,
शिलीगुड़ी अयुक्तालय, जी एस टी भवन,
हरेन मुखर्जी रोड, हकीमपाड़ा, शिलीगुड़ी,
पिन – 734001

NATION TAX MARKET

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CX,
SILIGURI COMMISSIONERATE,
G.S.T. BUILDING, HAREN MUKHERJEE ROAD, HAKIMPARA, SILIGURI,
PIN- 734 001

Phone:- 0353-2523129 Email ID:-lawsiliguri@gmail.com

Notice for Application For Appointment/Re-appointment of Special Public Prosecutors (SPPs)

Applications are invited as per instruction issued by CBEC (Legal Cell) vide F.No. 278A/54/2015-Legal dated 29.02.2016 from the practicing Advocates in criminal cases for pleading on behalf of CBIC cases before the subordinate Courts/Session Courts in the state of West Bengal and Sikkim under the jurisdiction of Siliguri CGST & C.Ex. Commissionerate for appointment/re-appointment as Special Public Prosecutor (SSP).

2. The Advocates applying for Special Public Prosecutor should have minimum of 10 years of practicing experience and preference will be given to the candidates having fluency in English language and acquaintance to all tax laws. The advocates should defend the department in the subordinate Courts/Session Courts in the state of West Bengal and Sikkim.

3. Eligible Candidates may submit their application along with his/her Bio-data as per Proforma-A (attached herewith), willingness certificate, copies of Enrollment certificate, Undertaking of competency, integrity & neutrality and copies of other relevant documents to the O/o Undersigned at siliguri@nic.in within 3 weeks of the date of issuance of this Notice.

Absence of any of the enclosures as mentioned above and/or incomplete or wrongly filled-in application would be liable to cancellation of the candidature and no further grievance/correspondence would be entertained in this regard.

The envelope containing the application may be superscribed as "Application for Appointment/Re-appointment of Special Public Prosecutor in the Subordinate Courts/Session Courts in the States of West Bengal & Sikkim."

Sd/-
Commissioner
CGST & CX, Siliguri Commissionerate

Performa - A

Particulars to be furnished by an advocate applying for appointment as Special Public Prosecutor for Subordinate Courts/Courts of Session ....

1. Name of the Person :
2. PAN - Permanent Account Number :
3. Father's Name :
4. Date of Birth :
5. Phone no./ Mobile no. :
6. Address for correspondence :
7. Permanent Address :
8. *Education Qualification :
9. *Date of enrolment in District/ Session Court :
10. District/ Session Court to which enrolled :
11. *Date of empanelment as member of Bar Council of District & Session Court :
12. If partner in a firm, name/ names of the firm and details of other partners :
13. *Number of cases relating to Central Indirect Taxes & NDPS cases dealt with during the last 3 years as an Advocate :
14. Number of cases published in Journals/Newspapers etc.
15. Income from professional practice (copy of the latest IT return to be attached) :

****

Verification

I,..............................D/o,S/o..................
.... do hereby declare that whatever has been stated in the above application is true to the best of my knowledge and belief.

Dated :
Place : Signature

*Applicant to submit documentary proof with respect to aforesaid items/information.

F.No. 278A/54/2015-Legal
PROFORMA-I

PERFORMANCE APPRAISAL OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTOR (SPP)
FOR THE PERIOD ______________
(To be sent at the time of renewal of term of engagement)

PART-I

1. Name of the zone	
2. Name of the Special Public Prosecutor	
3. Date of Birth	
4. Date of Engagement	
5. Date of expiry of existing Tenure (Board's reference No. by which last renewal was sanctioned should be specified)	

PART-II

PERFORMANCE REPORT

1.	No. of cases handled by the SPP	
2.	Cases decided in favour of the Department	
3.	Cases decided against the Department	
4.	Any other information	

PART-III

1.	Does the SPP take interest in his work and generally alert in the Department's interest in various litigation entrusted to him	
2.	Specific comments should be given about the promptness in :	
2.1	Informing the Department from time to time regarding hearing of cases, supply of copies of Judgment etc.	
2.2	Taking steps for vacation of stay	
3.	Whether the Chief Commissioner is satisfied with the performance of the SPP? if no, the instances may be indicated.	
4.	Whether continuance is recommended?	

CHIEF COMMISSIONER OF CUS./CE/ST.

F.No. 278A/54/2015-Legal
PROFORMA-II

ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTOR (SPP)
FOR THE YEAR ______

PART-I

1. Name of the zone	
2. Name of the Special Public Prosecutor	
3. Date of Birth	
4. Date of First Engagement	

PART-II

PERFORMANCE REPORT

Cases handled during the period under review

1.	No. of cases handled by the SPP (list of cases to be enclosed)	
2.	Cases decided in favour of the Department	
3.	Cases decided against the Department	
4.	Any other information	

PART-III

Comments of the Commissioner on the performance of the SPP

COMMISSIONER OF CUS.CE.S.T.

Review of the performance by the Chief Commissioner

Whether the performance is found satisfactory	YES/NO

CHIEF COMMISSIONER OF CUS./CE/ST

NOTE :
Part-I and Part II are to be filled by the SPP. Part-II should be verified by the respective Commissioner before offering their comments on the performance.

তিন মাসেও চালু হয়নি শ্মশান

নকশালবাড়ি, ৮ এপ্রিল : নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা তিনটি গ্রামে তিনটি শ্মশানঘাট তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সেগুলি চালু হয়নি। আলোর ব্যবস্থা না থাকাতেই শ্মশানঘাটগুলি চালু করা যায়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও নকশালবাড়ির বিডিওর আশ্বাস, শীঘ্রই শ্মশানঘাটগুলি চালু হয়ে যাবে।

নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লালিজোত, বড় মণিরাম ও কেটগাবুরজোত গ্রামে এই শ্মশানঘাটগুলি তৈরি হয়ে পড়ে আছে। মেচি নদীর ধারে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে এগুলি তৈরি করা হয়। এজন্য প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার তিন মাস পরেও শ্মশানঘাটগুলি চালু হয়নি।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষের কথায়, 'শ্মশানঘাটে আলোর ব্যবস্থা নেই। এই সব এলাকায় মাঝেমধ্যেই হাতি চলে আসে। ফলে রাতের দিকে দাহ করতে এলে আলো না থাকায় বাসিন্দাদের সমস্যা হতে পারে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হবে। তারপরেই তিনটে শ্মশানঘাটের উদ্বোধন করা হবে।' দ্রুত সোলার লাইট বসানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, 'কোন দপ্তর থেকে এগুলি হয়েছে, কেন উদ্বোধন হচ্ছে না, সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ফের বৈঠকের ডাক

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ফের বৈঠক ডাকা হল। আগামী ১২ এপ্রিল শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, শ্রম দপ্তরের সচিব সহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে ২০১৫ সালে রাজ্য সরকার ওই কমিটি তৈরি করেছিল। কমিটিতে রাজ্যের প্রতিনিধি, মালিক এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। গত ১০ বছরে বেশ কয়েকবার এই কমিটি বৈঠকে বসেছে। কিন্তু ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়নি। এই বৈঠকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয় কি না এখন সেটাই দেখার।

তীক্ষ্ণ নজর।। শীতলকুচিতে ছবিটি তুলেছেন জিশান মাহমুদ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সেচ বিভাগে সিপিএম-তৃণমূলের 'সিন্ডিকেট'

কাটমানি ছাড়া কাজ হয় না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : সেচ ও জলপথ দপ্তরের শিলিগুড়ি সেচ ডিভিশনে এখন 'ঘুঘুর বাসা'। অভিযোগ, এখানে আধিকারিকদের একাংশ কিছু ঠিকাদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিটি কাজের বিলিবণ্টন করছেন। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই মোটা 'কাটমানি' নিচ্ছেন দপ্তরের জনাকয়েক আধিকারিক। তৃণমূল ও সিপিএমের মিলিত ঠিকাদারি সিন্ডিকেট এই অফিসে জাঁকিয়ে বসাতেই এমনটা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। কাটমানির অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি সেচ দপ্তরের শিলিগুড়ির ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়ম গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, 'সব কাজই স্বচ্ছতার সঙ্গে অনলাইনে টেন্ডার করে করা হয়।' সিন্ডিকেটের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী শিবিরে থাকা সিপিএমও।

শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নবীন সেন রোডে সেচ ও জলপথ বিভাগের শিলিগুড়ি সেচ ডিভিশনের অফিস। এই অফিসের কাজকর্ম নিয়ে এর আগেও প্রচুর অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ঠিকাদারদের মধ্যে মারপিটের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু এই দপ্তরের কাজ নিয়ে 'লাগামহীন দুর্নীতিতে' রাশ টানা যায়নি। দপ্তরের শিলিগুড়ি ডিভিশনের মাধ্যমে বছরে অন্তত ৭০-৮০ কোটি টাকার কাজ হয়। এর মধ্যে মহানন্দা, পঞ্চনই, সিংহীঝোরা সহ অন্য কয়েকটি নদীর বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজই বেশি হয়। প্রতিটি কাজের টেন্ডারই সরকারি নিয়ম মেনে অনলাইনে অর্থাৎ ই-টেন্ডার করা হয়। অভিযোগ, ই-টেন্ডার আসলে চোখে ধুলো দেওয়া। প্রতিটি কাজের নাড়িনক্ষত্র দপ্তরের আধিকারিকরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। টেন্ডার অনলাইনে আপলোড হওয়ার পর সিন্ডিকেটের বাইরের কেউ সেই টেন্ডারে অংশ নিয়ে সবচেয়ে কম দর দিলেও তাঁর টেন্ডার বিভিন্ন অজুহাতে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। পুরো টেন্ডারের নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আধিকারিকদের

> **ঘুঘুর বাসা**
>
> সেচ বিভাগে কোন টেবিলে কত শতাংশ কাটমানি যাবে, তা ঠিক করা থাকে
>
> মূল এস্টিমেট করে বিল পাশ করাতে শতকরা ৩৩ পয়সা করে দিতে হয়
>
> ১০-২০ লক্ষ টাকার কাজ হলে বিভিন্ন স্তরে আধিকারিকদের একসঙ্গে ২০-৩০ হাজার টাকা আগেই দিয়ে দিতে হয়

একাংশ এবং শিলিগুড়ির প্রভাবশালী সিপিএম ও তৃণমূলের দুই নেতা নিয়ন্ত্রণ করছেন। কোন কাজের বরাত কোন এজেন্সি পাবে, সেই এজেন্সি কোথা থেকে কত শ্রমিক নেবে, বালি ও পাথর কোথা থেকে সরবরাহ হবে, পুরোটাই এই সিন্ডিকেট ঠিক করে দেয়। কাজ হাতে এলেই সাহেবদের কাটমানির একটা বড় অংশ দিয়ে দিতে হয়।

অভিযোগ উঠছে, কাটমানি কোন টেবিলে কত শতাংশ যাবে, সেটাও নিশ্চিত রয়েছে। কোটি টাকার ওপরে কাজ হলে কোথাও দপ্তরের কর্তা থেকে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত ২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ কাটমানি দিতে হয়। যেখানে মূল এস্টিমেট তৈরি করে বিল পাশ হবে, সেখানেও শতকরা ৩৩ পয়সা করে দিতে হয়। আবার দপ্তরের উত্তরবঙ্গের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার কাছে টেন্ডার অর্থের শতকরা ৫০ পয়সা হিসাবে পৌঁছে দিতে হয়। ১০-২০ লক্ষ টাকার কাজ হলে দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে আধিকারিকদের এক সঙ্গে ২০-৩০ হাজার টাকা আগেই দিয়ে দিতে হয়। এমন নানা অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ, দপ্তরে মাঝেমধ্যেই আধিকারিক বদল হন। কিন্তু এই 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা সিপিএম ও তৃণমূলের মিলিত একটি ঠিকাদার সিন্ডিকেটই পুরো অফিসকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শিলিগুড়ির বহু ঠিকাদার এই সিন্ডিকেটের দাপটের কাছে নতিস্বীকার না করায় বছরের পর বছর কাজ পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ। তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করে ইরিগেশন কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক প্রবীণ সিপিএম নেতা পরিতোষ ভৌমিকের বক্তব্য, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। সব কাজ ই-টেন্ডারে করা হয়। এখানে কাটমানি বা দুর্নীতির কোনও সুযোগ নেই। নিয়ম মেনে সবাই কাজ পান।' আর তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'এমন কোনও সিন্ডিকেটে দলের কেউ যুক্ত বলে জানা নেই। তবু খোঁজ নেব।'

জরাজীর্ণ সেতুতে বিপদের শঙ্কা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৮ এপ্রিল : দাবি মেনে ১৯৯০ সালে তৈরি হয়েছিল সেতু। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে এখন সেতুর জরাজীর্ণ অবস্থা। ঝুঁকি নিয়েই চলছে যাতায়াত। বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে।

কথা হচ্ছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের গুয়াবাড়ি এলাকায় থাকা খালের ওপর নির্মিত সেতু নিয়ে। ডামরিগুড়ির রাস্তাটি এই সেতু হয়ে হেটমুড়ি-সিংহীঝোরা এবং জালাস নিজামতারার সঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার যোগাযোগ স্থাপন করেছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ সেতু মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই। সকলেই সেতুটি নতুন করে নির্মাণের দাবি তুলেছেন। যদিও সেতুটির এই অবস্থার কথা জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা দাস মিস্ত্রি। তাঁর কথা, 'গ্রামবাসী এই নিয়ে আমাদের লিখিতভাবে কোনও অভিযোগ জানাননি।' তারপর তিনি আশ্বাস দেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

গুয়াবাড়িতে খালের ওপর থাকা সেতুর অবস্থা বেহাল।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সেতুটি তৈরি করেছিল। অথচ সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'কোন সেতুর কথা হচ্ছে বুঝতে পারছি না।' এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফেও তাঁকে সেতু নিয়ে কিছু জানানো হয়নি, দাবি করেন সভাধিপতি। তবে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রধান, সভাধিপতি প্রতিশ্রুতি দিলেও ঠিক কবে কীভাবে সেতুটি মেরামত হতে পারে, তার দিশা দেখাতে পারেননি কেউ। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। গুয়াবাড়ির রতন দেবনাথের কথায়, 'সেতুর অবস্থা একেবারেই বেহাল। কোনওরকমে টিকে রয়েছে। যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। দুর্ঘটনায় কারও প্রাণ গেলে তার দায় কে নেবে!'

সেতুর রেলিং ভেঙে গিয়েছে। সিমেন্ট খসে পড়েছে। বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। এমতাবস্থায় যে কোনও দিন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর বিশ্বাসের বক্তব্য, 'নতুন করে সেতুটি তৈরি না করলে ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।' তাই সকলেই চাইছেন নতুন করে তৈরি হোক সেতু। প্রশাসন কি এই দাবি মানবে? তা সময়ই বলবে।

সেচের জল না পাওয়ায় চাষবাস লাটে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ এপ্রিল : ক্যানালের জরাজীর্ণ অবস্থা। বছরখানেক আগে চুরি হয়ে যায় ক্যানালে বসানো দুটি লোহার গেট। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন হাতিঘিসার কয়েকশো কৃষক। জলের অভাবে এলাকায় চাষাবাদ প্রায় বন্ধের মুখে। একাধিকবার বিডিও অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্যানাল সংস্কারের আর্জি জানানো সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

এ প্রসঙ্গে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেছেন, 'ক্যানাল মেরামতের বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে।' কিন্তু তারপরেও দপ্তর বিষয়টিতে কোনও গা করেনি। তাই বিডিও পুনরায় বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু ক্যানাল সংস্কারের ব্যাপারে কারও কোনও হেলদোল নেই কেন? এর কারণ, ক্যানালটি কারা তৈরি করেছিল, সেটাই বলতে পারছে না ব্লক প্রশাসন। সেচ দপ্তরের শিলিগুড়ি মহকুমা আধিকারিক যুবরাজ সিং যেমন বলেই দিলেন, 'ক্যানালটি আমাদের দপ্তর থেকে তৈরি করা হয়নি। কারা করেছে, সেটা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারব না।'

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাসিংজোতে বামনঝরা নদীতে ১৯৯৫ সালে তৈরি করা হয়েছিল এই ক্যানাল। তৈরি করা হয়েছিল ৫০ মিটার দীর্ঘ দুটি নালা। কিন্তু কয়েকবছর ধরে ক্যানালের সঙ্গে যুক্ত নালা দুটির জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে রয়েছে। ক্যানালটি মহাসিংজোত হয়ে ভেল্টাজোত, চিহারুজোত এবং ফকিরাজোত পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে ক্যানালের এই শোচনীয় অবস্থার জেরে চার এলাকার কয়েকশো চাষি ক্ষতির সম্মুখীন। এক-দুই নয়, প্রায় ৫০ একর কৃষিজমিতে সেচের জল নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

ক্যানালের পাশেই বাড়ি কৃষক হিরালাল সিংহের। তাঁর কথা, 'ক্যানালের এই অবস্থার জন্যই আমাদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। নালার ভাঙা অংশে বাঁশ, পাথরের বাঁধ দিয়ে কয়েকজন চাষি সেচের জল নিচ্ছেন বটে। কিন্তু এভাবে তো দীর্ঘদিন চলতে পারে না।' তাঁর অভিযোগ, ক্যানালটি মেরামতের জন্য ব্লক প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এমতাবস্থায় নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। সেচের জল না পাওয়ায় কয়েকজন চাষি বাধ্য হয়ে কৃষিজমি প্রোমোটারকে বিক্রি করেছেন। বহু চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন।

মহাসিংজোতে বামনঝরা নদীতে থাকা ক্যানালের জরাজীর্ণ অবস্থা।

বিষয়টিতে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম। দলের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক বলেন, 'প্রশাসন চাইছে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যাক। তাহলে সব জমি প্রোমোটারদের হাতে চলে যাবে।' যদিও সিপিএমের অভিযোগ নস্যাৎ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের ক্যাথরিন তামাং বলেছেন, 'ক্যানাল নিয়ে আমি এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ পাইনি।' এমতাবস্থায় চাষিদের সমস্যা সমাধানে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি? এই প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গেল।

সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। তৃণমূল স্তরে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ আরও সহজ হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে উলটো। চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখলেই স্বাস্থ্যের দুরবস্থার ছবিটা স্পষ্ট হয়। আলোকপাত করলেন মহম্মদ আশরাফুল হক।

রেফার-প্রথায় নাজেহাল

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

চাকুলিয়া, ৮ এপ্রিল : কান্নাভেজা চোখ। অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রহিমা খাতুন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর মেয়েকে ভর্তি করা হয়নি চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অন্যত্র রেফার করার ফলে দিশেহারা অবস্থা রহিমার। তাঁর কাছে সেই সামর্থ্য নেই যে মেয়েকে শহরের কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। শেষমেশ কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যান।

রহিমার মতোই অজন্তা সিংহ মেয়ে মালতী সিংহকে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকেও অন্যত্র রেফার করে দেওয়া হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র রহিমা, অজন্তার নয়, আরও অনেকের। প্রতিদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অসংখ্য রোগীকে অন্যত্র রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এখানে এই রেফার-প্রথা চলে আসছে। কেন? কারণ একটাই, পরিকাঠামোগত সমস্যা। আর এর জন্য ভুগতে হচ্ছে আমজনতাকে।

চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দিলরুবা খাতুনও নাকি বিষয়টি প্রথমে জানতেন না। জানার পর বলেন, 'জটিল সমস্যা ছাড়া সাধারণ রোগীদের কেন রেফার করা হচ্ছে, বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।' শুধুমাত্র রেফার-প্রথা নয়, এখানে ভর্তি রোগীদের ডায়েট চার্ট নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। রাশেদা খাতুন তিনদিন ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি। তিনি বলছিলেন, 'শুনেছি আগে দুপুরের খাবারে মাছ, মাংস দেওয়া হত। এখন সেসব কিছুই দেওয়া হয় না। সবজি দিচ্ছে, কিন্তু ঠিক করে সেদ্ধই হয়নি। মুখে তোলা যায় না। রাশেদার মতোই একইরকম অভিযোগ করেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি বহু রোগী।

দীর্ঘদিন ধরে চলা অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে চাকুলিয়ায়। কিন্তু এসব কি চোখে পড়ছে না স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের? তাঁরা যেভাবে দায়সারা জবাব দিচ্ছে, তাতে একথাই বলতে হয়, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। কী বলেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ? 'সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।' ব্যাস, এটুকুই। এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাননি। অথচ সমস্যাগুলি কিন্তু হালের নয়। ২০০৮ সালে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত হয়। তারপর ১৭টা বছর অতিক্রান্ত। অথচ এখনও চিকিৎসকের ঘাটতি মেটেনি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ তো দূরের কথা, যেখানে ১৫ জন ডাক্তার প্রয়োজন, সেখানে মাত্র পাঁচজনকে দিয়েই চলছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। মাঝেমধ্যেই এক-দুজনের ছুটি থাকে। ফলে তখন পরিষেবার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকে।

অসুস্থ হলেই তপন দাস এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। শোনাচ্ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা। 'গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর ভেবেছিলাম হয়তো পরিষেবা কিছুটা উন্নতি হবে। উন্নতি তো দূর অস্ত, পরিষেবার মান দিন-দিন খারাপ হচ্ছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'একজন গরিব মানুষকে ইসলামপুর হাসপাতালে রেফার করা হলে খাওয়াদাওয়া, যাতায়াত, রাতে থাকার জন্য ন্যূনতম খরচ কীভাবে জোগাড় করবেন তিনি?'

> **খাবারের মান তলানিতে**
>
> চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে রেফার-প্রথা
>
> সঠিক পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় অন্যত্র রেফার করা হচ্ছে রোগীদের
>
> স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন ১৫ জন চিকিৎসক প্রয়োজন, কিন্তু রয়েছেন মাত্র পাঁচজন
>
> ২০০৮ সাল থেকে কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি এখানে
>
> রোগীদের খাবারের মান নিয়েও উঠছে প্রশ্ন, দেওয়া হয় না মাছ-মাংস
>
> বিএমওএইচ সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন

সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার হাল যদি এই হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন? অথচ কিছু পরিবর্তন করলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরানো সম্ভব। এই যেমন রাশেদা বলছিলেন, 'খাবারের মান ভালো করা যায়। চিকিৎসক নিয়োগ হলে ভালো হয়।' এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি উন্নয়নে নজর দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা আছে কি? প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই গেল।

দলুয়ায় নীলগাই

চোপড়া, ৮ এপ্রিল : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোপড়ার দলুয়া সরস্বতী এলাকায় একটি নীলগাইয়ের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে সীমান্তের চা বলয়ে নীলগাইটি প্রথমে শ্রমিকদের নজরে পড়ে। স্থানীয়রা আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বাংলাদেশের দিকে পালানোর চেষ্টা করলেও করতোয়া নদীর জন্য যেতে পারেনি বলে স্থানীয়রা অনুমান করছেন। নীলগাইটি এলাকার কোনও চা বাগানে বা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন। এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন উপপ্রধান মোকসেদুল রহমান বলেন, বন দপ্তরের চোপড়া ফরেস্ট রেঞ্জে খবর দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীরা এসেও নীলগাইটির খোঁজ পাননি।

দলুয়া সরস্বতী এলাকায় দেখা গেল নীলগাইটিকে। মঙ্গলবার।

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ৮ এপ্রিল : নানা সমস্যায় জর্জরিত মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। মঙ্গলবার রাস্তা, নিকাশিনালা সংস্কারের দাবিতে বিজেপির তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পাথরঘাটা মণ্ডল সভাপতি রাজেশ বর্মন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের জলপ্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত করা, রাস্তা, নিকাশিনালা সংস্কার, পথবাতির ব্যবস্থা করা, ভূমিহীনদের পাট্টা সহ একাধিক দাবি জানিয়ে প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' প্রধান বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

জঙ্গলে আগুন

লাটাগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বনকর্মীদের তৎপরতায় বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে রেহাই পেল লাটাগুরির জঙ্গল। মঙ্গলবার বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের সেন্ট্রাল বিটে ঝরাপাতায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই খবর পৌঁছে যায় বন দপ্তরের কাছে। বনকর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় তা বেশিদূর ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

ভাই ফোন না দেওয়ায় 'আত্মঘাতী' দিদি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৮ এপ্রিল : মোবাইল ফোন নিয়ে ভাইবোনের মধ্যে বিবাদ। দিদি অনেকবার মোবাইল চাইলেও ভাই দিতে রাজি হয়নি। তারপরই উদ্ধার হল কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। মঙ্গলবার কিশোরীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হয়। মৃত কিশোরী এবছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

সোমবার বিকেলে কিশোরীর পরিবারের সকলে পাশের একটি বাড়িতে পুজোয় গিয়েছিলেন। বাড়িতে সেসময় ছিল কিশোরী এবং তার ভাই। বাবার মোবাইলটি বাড়িতে রাখা ছিল। কিশোরীর ভাই সেটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। কিশোরী একাধিকবার ভাইয়ের কাছে মোবাইলটি চায়। কিন্তু সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া ভাই সেটি দিতে চায়নি। ফোন নিয়ে দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয় এবং ঝগড়া বেধে যায়।

এরপরই ওই কিশোরী শোয়ার ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর কিশোর দিদির খোঁজ করতে এসে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। তার চিৎকারে ঠাকুমা এবং প্রতিবেশীরা সেখানে আসেন। তড়িঘড়ি নাবালিকাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনাটির পর থেকে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবারও গ্রামে থমথমে পরিবেশ ছিল। বাবার পাশে বসে মৃতের ভাইয়ের আক্ষেপ, 'দিদি অনেকবার মোবাইল ফোন চেয়েছিল। আমি দিইনি। তাতেই এত বড় কাজ করে ফেলল?' কী থেকে যে কী হয়ে গেল, বুঝতে পারছেন না পেশায় টোটোচালক বাবাও।

সোমবার রাতে বাড়ি ফেরার পর থেকে কোনও কথা বলেননি মৃতের মা। এদিন তাঁকে দেখা গেল ঘরে অচৈতন্য অবস্থায়

শুয়ে থাকতে। স্যালাইন চলছে তাঁর। খবর পেয়ে এদিন বিকেলে মৃত কিশোরীর বাড়িতে যান ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়। তিনি বলেন, 'দুই ভাইবোনের মধ্যে মোবাইল ফোন নিয়ে বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি।' ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে।

সন্ধ্যা নাগাদ কিশোরীর দেহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। গোটা গ্রামের মানুষ ভিড় জমান সেখানে। বাড়ির পাশে শ্মশানে মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

এবিটিএ'র প্রতিবাদ সভা

বাগডোগরা, ৮ এপ্রিল : রাজ্যের প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবার মাটিগাড়ায় পথসভা করল এবিটিএ। তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির দায় যোগ্য ও বৈধ শিক্ষকদের বহন করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ সিপিএমের এই শিক্ষক সংগঠনের। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মাটিগাড়া আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন শ্যামলচন্দ্র রায়।

বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। উপস্থিত ছিলেন শুক্লা দাস, দীনেশ মণ্ডল, কাজল দাস, অরুণ পাল, বিজন সাহা প্রমুখ নেতা। এছাড়াও ছিলেন ছাত্র-যুব প্রতিনিধি তন্ময় অধিকারী, সাগর শর্মা প্রমুখ। সভায় অমৃতেন্দু বলেন, 'রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক এমনিতেই কম ছিল। এখন ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক কর্মচ্যুত হওয়ায় আরও অন্ধকার ঘনীভূত হল। এর দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

স্বামীকে খুনে যাবজ্জীবন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : শ্বাসরোধ করে স্বামীকে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল স্ত্রীকে। মঙ্গলবার এই ঘটনার সাজা শোনাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। দেড় বছর আগে স্বামী সুবোধ মণ্ডলকে খুনের দায়ে স্ত্রী মঞ্জু মণ্ডলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক বিচারক মৈনাক দাশগুপ্ত।

ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত বিধাননগর ফাঁড়ি এলাকার পাইকপাড়ার বাসিন্দা মঞ্জু বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার স্বামী সুবোধ সেটা মেনে নিতে পারেননি। 'পথের কাঁটা' স্বামীকে সরাতে ছক কষে মহিলা। ২০২৩ সালের ১৮ অগাস্ট রাত দুটো নাগাদ সুবোধের গলায় গামছা পেঁচিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। প্রথমে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হলেও পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর মঞ্জু ও তার 'প্রেমিক' মহম্মদ নফরুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারপরেই এদিন মঞ্জুর সাজা ঘোষণা হয়। বিষয়টি নিয়ে সরকারি আইনজীবী গৌতম সাহা জানান, খুনের ঘটনায় নফরুলের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় তাকে বিচারক নির্দোষ বলেছেন। শুধুমাত্র মঞ্জুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সংশোধনী

৮ এপ্রিল চারের পাতায় প্রকাশিত ''খুন 'প্রেমিকা'র স্বামীকে, রায় আজ'' শীর্ষক খবরে শিলিগুড়ি আদালতের সরকারি আইনজীবী গৌতম সাহা জানিয়েছিলেন, আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে মহম্মদ নফরুলকে। যদিও আসলে দোষী সাব্যস্ত করা হয় সুবোধ মণ্ডলের স্ত্রী মঞ্জু মণ্ডলকে। নফরুল নির্দোষ। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

তৃণমূলের মিছিল

বুধবার এসএসসি প্যানেল বাতিলে বিজেপি-সিপিএমের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করবে তৃণমূল ছাত্র-যুব সংগঠন।

তদন্ত চায় হাইকোর্ট

ঝাড়গ্রামে হাতির মৃত্যুর ঘটনায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা যথাযথ তদন্ত ও নেপথ্য কারণ উদ্ঘাটন চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। অসমের ডাইনোসর বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসকের নাম প্রস্তাব করা হয়।

উদ্ধার লক্ষাধিক

কলকাতা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে মালিকানাহীন ব্যাগে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা। ব্যাগের মালিকের সন্ধান চালাচ্ছে আরপিএফ।

রাজ্যের প্রশ্ন

আরজি করের ঘটনায় নির্যাতিতার নাম প্রকাশের অভিযোগে তৎকালীন নগরপাল বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল রাজ্য।

চাকরিহারাদের জন্য বরাদ্দ করলে আদালত অবমাননার ভয়

বেতন নিয়ে আশঙ্কা নবান্নে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর ভরসায় কাজে যোগ দিলেও তাঁদের বেতন-ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ এখন নবান্নের অর্থ দপ্তরে।

এর মধ্যে অবশ্য অধিকাংশ চাকরিহারা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, স্বেচ্ছাশ্রম তাঁরা দেবেন না। কাজ যেমন করবেন সেইমতো নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নেবেন। যা এতদিন তাঁরা পেয়ে এসেছেন। আর এতেই ভ্রূ কুঁচকেছে নবান্নের অর্থ দপ্তরের। বাতিল চাকরির ওপর বেতনের অর্থবরাদ্দ তাঁরা করবেন কীভাবে? সরকারি অর্থের ব্যবহার তো এইভাবে সম্ভবই নয়। তার চেয়ে বড় কথা, এটা করলে তো আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল বা সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলির বরাদ্দ অর্থ থেকে এত শিক্ষকের বেতনের বিশাল পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা সম্ভব নয়।

মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের তাঁর ওপর ভরসা রাখতে বলেছেন ঠিকই, তবে তাঁদের মাসিক বেতনের ব্যবস্থা কীভাবে সরকারি পর্যায়ে হবে, আমরা তার কোনও দিশা পাচ্ছি না। তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখন সুপ্রিম কোর্টের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনে যদি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বুধবার সাড়া দেন, আমরা সেইদিকেই তাকিয়ে। এতে অবশ্য স্থায়ীভাবে দুশ্চিন্তার অবসান

হবে না। সাময়িক স্বস্তি মিলতে পারে রাজ্য সরকারের।

রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশমতো নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা চলতি শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি থাক। পর্ষদের এই আর্জির কথা বুধবার প্রধান বিচারপতি শুনবেন বলে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন, পর্ষদের আবেদনে শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সাড়া দিলে তাতে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে কী হবে? এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের ওই শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, আবেদন মঞ্জুর হলে হয়তো আগামী কয়েকমাস চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের মাসিক বেতন দিতে সমস্যা হবে না। কিন্তু চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে তারপর কী হবে? তাঁদের মাসিক বেতন দেওয়া সম্ভব হবে কি?

নবান্নে এদিন প্রশাসনিক মহলের খবর, এই গুরুতর সমস্যার সমাধান চট করে সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ। আপাতত সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীর ভরসার ঝুলে রইলেও ভবিষ্যৎটা জটিলই। এই ভাবনাচিন্তা নিয়ে যদিও তুমুল তৎপরতা শুরু হয়েছে অর্থ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই।

যোগ্যদের তালিকার খোঁজে অভিজিৎ

এসএসসিতে গিয়েও ফিরতে হল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : যোগ্য, অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে চাকরিহারাদের একাংশ। মঙ্গলবার চাকরিহারাদের একাংশ প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে। অভিজিৎবাবু তাদের জানিয়ে দেন, সিবিআইয়ের কাছে থাকা হার্ড ডিস্কে যে তথ্য আছে, সেখান থেকে যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের তালিকা বের করা সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে স্কুল সার্ভিস কমিশন তা প্রকাশ করছে না। চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর অভিজিৎবাবু ওই তালিকার দাবিতে সল্টলেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে যান। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার সেই সময় দপ্তরে ছিলেন না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় চেয়ারম্যান এখন দেখা করতে পারবেন না। অভিজিৎবাবু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সেখান থেকে ফিরে যান।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে দাঁড়িয়ে অভিজিৎবাবু বলেন, 'রাজ্য সরকারের অপদার্থতায় এই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তালিকা বের করব। তার জন্য আমাদের আন্দোলন যত তীব্র করতে হয় আমরা করব।' যদিও অভিজিৎবাবুর এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য

> রাজ্য সরকারের অপদার্থতায় এই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তালিকা বের করব।
>
> **অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়** *সাংসদ*

বসু। এদিন তিনি বলেন, 'বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎবাবু রাজনৈতিক নেতাদের মতো কথা বলতেন, এখন উনি রাজনৈতিক নেতা, কিন্তু এখন বিচারপতির মতো কথা বলছেন। উনি যা খুশি ভাবতে পারেন। সরকার আইন মেনেই সমস্ত পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই অভিজিৎবাবুর পরামর্শ আমাদের প্রয়োজন নেই। মনে রাখতে হবে, অভিজিৎবাবুর জন্যই এই ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে।'

এদিনও চাকরিহারাদের একাংশ অভিজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও অপর অংশ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা তাঁর সহযোগিতা নিতে চাইছে না। ওই অংশের বক্তব্য, 'অভিজিৎবাবু এখন রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য এইসব কথা বলছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওঁর জন্যই আজকে আমাদের জীবন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।'

এদিনও কলকাতার শহিদ মিনারের পাদদেশে চাকরিহারারা অবস্থানে ছিলেন। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অবস্থান চালিয়ে যাব। কোনওভাবেই আমরা ভলান্টারি চাকরি করব না। আমরা স্থায়ী চাকরি করতাম, সেই চাকরি ফিরে পেতে চাই।'

এদিন নবান্ন থেকেও চাকরিহারাদের নিয়ে নতুন করে কোনও সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়নি। তবে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রীসভার বৈঠকে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তুলেছিলেন। তিনি জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে বেশকিছু বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইবে।

নতুন ৫৩ পদে নিয়োগের অনুমোদন

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : রাজ্য সরকারের চারটি দপ্তরে নতুন করে পদ তৈরি এবং পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সরাসরি পুলিশে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নগরোন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প দপ্তর ও বস্ত্র দপ্তরে ৫৩টি শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছে। এই পদগুলির বেশিরভাগেই আপাতত চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। খুব শীঘ্রই এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। এছাড়াও এদিনের মন্ত্রীসভার বৈঠকে একটি নিয়োগবিধিরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে এই রাজ্যের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা সরাসরি পুলিশের সাব ইনস্পেকটর (আর্মস), ইনস্পেকটর (আর্মস) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেকটর পদে নিয়োগের সুযোগ পাবেন।

চাকরিহারা শিক্ষকরা খাতা দেখতে পারবেন

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : চাকরিহারা শিক্ষকরা চাইলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখা চালিয়ে যেতে পারবেন। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ তা স্পষ্ট করে দিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকরা উচ্চমাধ্যমিকের খাতা দেখতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, কোন কোন স্কুলে কত শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে, তা জেলাগুলির থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। এদিন সংসদ জানিয়ে দিল, কোন শিক্ষক কোন খাতা দেখবেন, আগেই তার বরাত দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই এখন শিক্ষকরা চাইলে খাতা দেখতেও পারেন, আবার তাঁরা চাইলে খাতা ফেরত দিয়ে দিতেও পারেন। পুরোটাই নির্ভর করছে শিক্ষকদের ওপর। সংসদ জানিয়েছে, এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম হওয়ার কারণে খাতা দেখতে খুব একটা সমস্যা হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ফলপ্রকাশ করা হবে।

সিদ্দিকুল্লার বিরোধিতা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : মৌলালির রামলীলা ময়দানে বৃহস্পতিবার ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ডাক দিলেন জমিয়তে-উলেমায়ে-হিন্দ-এর রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। শান্তিপূর্ণভাবে কেন্দ্রের ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে রাজ্যের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। জমিয়তে-উলেমায়ে-হিন্দ-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'এই সংগঠন ছাড়া ভারতে স্বাধীনতা আসতই না।'

ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে কলকাতায় দফায় দফায় বিক্ষোভ চলছে। রাজাবাজার ক্রসিংয়ে মঙ্গলবার 'সিটিজেনস ফোরাম ফর সোশ্যাল জাস্টিস'-এর তরফে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে সারাদিনব্যাপী ধর্না প্রদর্শন করা হয়। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলার আম্বেদকর মূর্তি পর্যন্ত ওয়াকফ বাঁচাও মহামিছিল পরিচালিত হয়।

স্বস্তির খোঁজে হুগলি নদীতে। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

'মন্ত্রীগোষ্ঠী' গড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : চাকরি বাতিল মামলায় এবার রাজ্য মন্ত্রীসভার সতীর্থদের সক্রিয় সহযোগিতা চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি মামলায় তাঁদের ঐকান্তিক উদ্যোগও যে বিশেষ দরকার, তা মঙ্গলবার নবান্নে মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টির গুরুত্ব যে কতটা তা বুঝিয়ে বলেন তিনি। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনায় স্বভাবতই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬-এ ভোটের আগে এধরনের ঘটনা সরকারের ভাবমূর্তিতে আঘাত করেছে সেটাই উদ্বেগের বিষয়। এই পরিস্থিতি থেকে সরকারকে বেরিয়ে আসতেই হবে। এজন্য শুধু সরকার নয়, দায়িত্বশীল মন্ত্রীদেরও এগিয়ে আসতে হবে বলে মন্ত্রীসভায় সতীর্থদের উদ্দেশে বলেন তিনি।

নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী এদিন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীকে নিয়ে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী গড়ে দেন। সমন্বয়ের দায়িত্বে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে রেখেছেন তিনি। মন্ত্রীগোষ্ঠীতে রয়েছেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা। সরকারের বিরুদ্ধে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্নীতি মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টে চলছে। এগুলি এখন সরকারের কাছে রীতিমতো ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশিষ্ট আইনজীবীরা যেমন মামলাগুলির দায়িত্বে রয়েছেন, তেমন মাঝেমধ্যেই মামলাগুলির বিষয়ে আইনজ্ঞদের পরামর্শও নিতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। এই ব্যাপারে মন্ত্রীদের পরামর্শ ও সহযোগিতা একান্ত দরকার বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্যদের এদিন নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চাকরি বাতিল সহ রাজ্যের বিভিন্ন মামলা

অনুপস্থিত বিধায়কদের শুধু সতর্কতা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে চরম বিব্রত রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে দলে নতুন করে কোনও বিতর্ক এখনই চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে অনুপস্থিত বিধায়কদের নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। শুধুমাত্র তাঁদের 'কড়া' সতর্ক করেই ছেড়ে দেওয়া হল। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি মঙ্গলবার বিধানসভায় বৈঠক করে। ওই বৈঠকে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অনুপস্থিত বিধায়কদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করা হবে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আপাতত তাঁদের ফোনেই সতর্ক করে দেওয়া হবে। আগামী দিনে তাঁরা যাতে নিয়মিত বিধানসভার অধিবেশনে আসেন, তা তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ১৯ ও ২০ মার্চ সব বিধায়ককে হাজির থাকার জন্য হুইপ জারি করেছিলেন মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। ১৯ মার্চ প্রায় ১০ জন ও ২০ মার্চ প্রায় ৪০ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। গোটা অধিবেশনেই অনুপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। তখনই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, অনুপস্থিত বিধায়কদের অবিলম্বে কড়াভাবে সতর্ক করতে। তারপরই রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ডাকেন। এদিন বিধানসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁদের মৌখিকভাবে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আইসিডিএস সুপারভাইজার পদে চাকরিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জয়েনিংয়ের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভের শেষ দিন। মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারে।

মোথাবাড়ি যেতে শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে মালদার মোথাবাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ১১ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে মোথাবাড়ি থানা এলাকার অধীন চারটি প্রস্তাবিত জায়গায় পরিদর্শন সারতে হবে শুভেন্দুকে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিধায়ক অশোক দিন্দা ও নিরাপত্তারক্ষীরা। শুভেন্দুর সঙ্গে কত জন যাবেন তা প্রশাসনকে জানিয়ে দিতে হবে।

মালদার পুলিশ সুপারকে বিচারপতি নির্দেশ দেন, তাঁর নজরদারিতে এলাকা পরিদর্শন করবেন শুভেন্দু। তিনি প্রশিক্ষিত পুলিশ অফিসারদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখবেন। বিরোধী দলনেতা জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা পান। তাই তাঁর সঙ্গে তিনটি কনভয় থাকতে পারে। তবে আদালত শর্ত দিয়েছে যে, তিনি কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য বা জনসাধারণের উদ্দেশে কোনও মন্তব্য বা মিছিল করতে পারবেন না। আদালতের নির্দেশ কার্যকর হয়েছে কি না তা ১৭ এপ্রিল রাজ্যকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে। জানা গিয়েছে, গঙ্গাপ্রসাদ অঞ্চল, উত্তর লক্ষ্মীপুর অঞ্চল, হামিদপুর অঞ্চল, মোথাবাড়ি অঞ্চলে যেতে পারবেন শুভেন্দু।

মোথাবাড়ি অঞ্চলে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই ওই এলাকা পরিদর্শন করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। আদালত জানতে চায়, বিরোধী দলনেতা কোথায় কোথায় যেতে চান তা জানাতে হবে। সেই অনুযায়ী আদালতে চারটি জায়গা জানানো হয়। এদিন বিচারপতি তাই নির্দেশ দেন, বিরোধী দলনেতা যে জায়গাগুলি পরিদর্শন করবেন, সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পুলিশ হেপাজতে মৃত্যুর সিআইডি তদন্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : মালদার মোথাবাড়িতে পুলিশি হেপাজতে অত্যাচারের ফলে মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মোথাবাড়ি থানা এলাকায় স্বামীর মৃত্যুতে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী।

এই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ঘটনার তদন্ত করবে সিআইডির হোমিসাইড শাখা। এডিজি সিআইডির তত্ত্বাবধানে তদন্ত চলবে। এডিজি সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেহেতু পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সিআইডির হোমিসাইড শাখার একজন আধিকারিককে তদন্তের দায়িত্বে নিযুক্ত করবেন। ১৫ দিন অন্তর ওই আধিকারিকের থেকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট নেওয়া হবে। কোনও অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার বা জেল অফিসার তদন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। আবেদনকারীর নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে এডিজি সিআইডিকে। তদন্তে অসন্তোষ থাকলে আবেদনকারী তিন মাস পরে আদালতের কাছে আবেদন জানাতে পারবেন।

এদিন আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আদালতে অভিযোগ করেন, ২০২১ সালে পুলিশ আবেদনকারীর স্বামীকে বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে যায়। তাঁকে প্রথমে আউটপোস্টে ও পরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আউটপোস্টে বসে থাকার ছবিতে মৃতকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গিয়েছে। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর অত্যাচার করা হয়েছে। স্ত্রী থানায় গিয়ে স্বামীকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেন। তখনই পুলিশের কাছে সহায়তা চাওয়া হলেও তা করা হয়নি। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের থেকে তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। আবেদনকারী মালদা মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দেখতে পান, তাঁর স্বামীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে বিষয়টি রফা করে নিতে বলা হয়।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ফারাক রয়েছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানা না জেল কর্তৃপক্ষ দায়ী তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাও প্রকাশ্যে এসেছে। বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই ঘটনার তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হল।' এদিন নদিয়ার মুরুটিয়া থানা এলাকাতেও পুলিশের হেপাজতে তরুণের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

সংগঠনে নতুনদের আমন্ত্রণ শশীর

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : আরজি কর আবহে গড়ে উঠেছিল তৃণমূলী চিকিৎসকদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। সেই সংগঠনের মুখ্য নেতৃত্ব পদ নিলেন রাজ্যের বাণিজ্য মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

'প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন' আরজি কর ঘটনার আগে থেকেই তৃণমূলী চিকিৎসকদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত ছিল। তার অধীনেই আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত ও স্বীকৃত হল ডব্লিউবিজেডিএ।

নতুন চিকিৎসক নেতাদের সংগঠনে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শশী। মৌখিক বিবৃতি দিয়ে সংগঠনের সভানেত্রী শশী জানিয়েছেন, ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় বর্ষের জুনিয়ার চিকিৎসক, জুনিয়ার রেসিডেন্ট চিকিৎসক ও সিনিয়ার রেসিডেন্ট চিকিৎসকরা যেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করান।

মূল সংগঠনে এই চার ধরনের চিকিৎসকই সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন, এমনটাই জানিয়েছেন শশী।

তিনি জানিয়েছেন, আগামী দিনে রাজ্য, জেলা তথা মেডিকেল কলেজ ভিত্তিক পদাধিকারী নিয়োগ করতে হবে জুনিয়ার চিকিৎসকদের মধ্যে থেকেই। ফলে জুনিয়ার চিকিৎসকরা সংগঠনে নথিভুক্ত থাকলে ভবিষ্যতে দায়িত্ব বণ্টনে সুবিধা হবে।

প্রচার নেই, সাড়া ফেলল না জিআই ট্যাগ মিষ্টি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : বাঙালির কাছে জিভে জল মানেই মিষ্টি-প্রেম। দরজায় কড়া নাড়ছে পয়লা বৈশাখ। মিষ্টি ছাড়া বাঙালির এই উৎসব স্বাদহীন। তবে সম্প্রতি জিআই তকমা পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের চার মিষ্টি নববর্ষের বাজারে খুব একটা জায়গা করে নিতে পারেনি। কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু, বাংলার নলেনগুড়ের সন্দেশ জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন স্বীকৃতি পাওয়ায় বিশ্বের দরবারে বাংলাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। তবে বিদেশি পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠলেও বাংলার বাজারে কেন সেভাবে আলাদা করে সাড়া ফেলতে পারছে না এই অনন্য মিষ্টিগুলি? মিষ্টি ব্যবসায়ীদের উত্তর, 'প্রচারের অভাব। মার্কেটিং বিশেষ স্টাইলে করতে পারলে হয়তো বাঙালিরাও এই মিষ্টিগুলিকে বেশি করে আপন করে নিতে পারবে।'

২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'মিষ্টি উদ্যোগ'-এর তরফে মুর্শিদাবাদের ছানাবড়াকে জিআই ট্যাগ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। শুধু নববর্ষের বাজারেই নয়, সারা বছরই রমরমিয়ে বিক্রি হয় এই মিষ্টি। তবে এআই-এর যুগে অনলাইন প্রচারের বাজার খুব একটা ধরতে না পারায় বিশেষ করে বাজারে সাড়া ফেলতে পারছে না এই জিআই ট্যাগ পাওয়া মিষ্টি। মুর্শিদাবাদের গোরাবাজারের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বৈশালী বিজয় সাহা বলেন, 'বাইরের লোকজন এসে ছানার বড়াকে কালোজাম বলেন। জিআই তালিকাভুক্ত হওয়াটা ছানার বড়ার কাছে বড় জয় হলেও এর জন্য

আলাদা করে বিক্রি তেমন বাড়েনি। জিআই ট্যাগ সম্পর্কে এখন কতজনই বা জানেন?' কামারপুকুরের এক মিষ্টি ব্যবসায়ীর কথায়, 'প্রায় ২০০ বছর ধরে সাদা বোঁদে আমাদের বেস্ট সেলার। জিআই তকমার জন্য আমরা অনেক আগেই আবেদন করেছি। পর্যটকরা সারা বছরই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নামে এই মিষ্টি কেনেন। তবে

জিআই তকমা পাওয়ার জন্য আলাদা করে ব্যবসা বাড়েনি।' কলকাতায় নলেনগুড়ের সন্দেশ নামটার সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে বাঙালির। 'শীতকালে নলেনগুড়ের সন্দেশের বিক্রি অনেক বেশি। জিআই তকমা পেলেও এখন নলেনগুড় অমিল। তাই এখন এই সন্দেশের বাজার নেই', জানালেন কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টি ব্যবসায়ী

সুদীপ মল্লিক। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মতিচুরের লাড্ডুরও হালও একই।

জিআই তকমা পাওয়া মিষ্টি তুলনামূলক বেশি লাভ দিতে পারত, যদি রাজ্য সরকার এই গৌরব নিয়ে সরব হত, এমনটাই মত ব্যবসায়ীদের। ক্রেতাদের বক্তব্য, এমনিতেই ডায়াবিটিসের যুগ। বাড়ছে ডায়েটিংয়ের প্রবণতা। ফলে মিষ্টির বিক্রি কমছে। সরকার কর বাড়াচ্ছে মিষ্টিতে। তাঁদের প্রশ্ন, এআই-ডিজিটাল মার্কেটিং-ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংয়ের বাজারে রাজ্যের মোট ৩২টি জিআই ট্যাগ পাওয়া পণ্যের প্রচার কি খুব কঠিন? কেন্দ্রের শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন বিভাগ পণ্য বা প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যই জিআই ট্যাগ দেন। সেই বিশেষত্ব নববর্ষে বা অক্ষয় তৃতীয়ায় মানুষের মনে আদতে প্রভাব ফেলতে পারছে না বলেই ধারণা মিষ্টি ব্যবসায়ীদের।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩১৯ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ চৈত্র ১৪৩১

উত্তর নেই বহু প্রশ্নের

বলেলেই কি আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করা যায়? নিদেনপক্ষে ফাঁকফোকর খুঁজে সেই নির্দেশ অমান্য করা যায়? চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসবাক্য সেই প্রশ্নগুলিকে সামনে আনছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, যোগ্য একজনেরও চাকরি খেতে দেব না। কোন আইনে চাকরি রেখে দেবেন তিনি? এতে কি আদালত অবমাননা হবে না?

চাকরিহারাদের ডেকে সভায় তিনি যা যা বলেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন অনেক। প্রথম প্রশ্ন, কথাগুলি ন্যায্য ও যুক্তিসংগত? যেমন তিনি বললেও কীসের ভিত্তিতে এরপরেও স্কুলে কাজ করে যাবেন আদালতের নির্দেশে নিয়োগ বাতিল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। আদালতের নির্দেশ তো স্পষ্ট। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা যায়নি বলে ২০১৬ সালের প্যানেলে নিযুক্ত কারও চাকরি আর নেই। সেই নির্দেশের পরে স্কুলগুলি কী করে ওই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের কাজ করতে দেবে?

মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন, সরকার তো কাউকে বরখাস্তের নোটিশ দেয়নি। তাহলে স্কুলে গিয়ে কাজ করতে আপত্তি কোথায়! এর চেয়ে ভাবের ঘরে চুরি আর হয় না। নোটিশ না দেওয়াটা সরকারের কৌশল হতে পারে, কিন্তু তাতে আদালতের নির্দেশ নড়চড় হয় না। দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এবং সরকারের বরখাস্তের নির্দেশনামা না থাকায় স্কুলগুলি ওই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের কাজ করতে দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান?

যাঁরা স্কুলে শিক্ষকতা করবেন বা শিক্ষাকর্মীর দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁরা মাস গেলে মাইনে পাবেন তো? আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি নেই, তাঁদের সরকার বেতন দেবে কোন আইনে? যদি বা দেয়ও, ভবিষ্যতে আদালতের রক্তচক্ষুতে সেই বেতন ফেরাতে হবে না, এমন নিশ্চয়তা কি সরকার দিতে পারে? মুখ্যমন্ত্রীর কথার মধ্যে ফাঁক ও ধোঁয়াশাও কম নয়। যেমন তিনি কয়েকবার ভলান্টারি সার্ভিসের কথা বলেছেন।

ভলান্টারি সার্ভিস দিলে বেতনের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এতদিন চাকরি করার পর তাঁরা ভলান্টারি সার্ভিস দিতে যাবেনই বা কেন? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সংগতি সবার থাকে না। চাকরিহারাদের সবার ভলান্টারি সার্ভিস দিয়ে সংসার চালিয়ে যাওয়ার মতো অন্য কোনও আর্থিক সংস্থান নেই। তাছাড়া ভলান্টারি সার্ভিস কখনও বাধ্যতামূলক হয় না। ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে কেউ ভলান্টারি সার্ভিস দেবেন কি না।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় প্রশ্ন আরও অনেক। একদিকে বলা হচ্ছে স্কুলে ভলান্টারি সার্ভিস দিতে। অন্যদিকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, কারও সার্ভিসে ছেদ পড়বে না। আগে যাঁরা শিক্ষা দপ্তরের বেতনভুক ছিলেন, তাঁরা স্বেচ্ছাশ্রম দিলে সার্ভিসে ছেদ আটকানো হবে কোন নিয়মে? উত্তর নেই। ধোঁয়াশা আরও তৈরি হচ্ছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের রিভিউ পিটিশন দাখিল করায়। যে পিটিশনে ভিন্ন আর্জি আছে। পর্ষদ চেয়েছে, পিটিশনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের চাকরি করে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

সুপ্রিম কোর্ট এই পিটিশনে সাড়া দিলে ভালো কথা। কিন্তু যদি পিটিশন খারিজ করে দেয়, তখন এই হাজার হাজার চাকরিহারার ভবিতব্য কী হবে? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বটে, তিনি বেঁচে থাকতে একজনেরও চাকরি খেতে দেবেন না, কিন্তু কোন আইনে তখন চাকরি বাতিল ঠেকাবেন? এসব স্পষ্ট না করে মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুধুই ধোঁয়াশার জন্ম দিচ্ছে।

স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে জানিয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া কি শুধু চাকরিহারাদের জন্য? স্পষ্ট নয়! তেমনই স্পষ্ট নয়, পরীক্ষা দিলে চাকরিহারাদের সবার (অন্তত যোগ্যদের) আবার নিযুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা আছে কি? পরীক্ষাই যদি দিতে হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসবাণীর মূল্য কী! রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের আশ্বাস তাই নিশ্চিন্ত করতে পারছে না চাকরিহারাদের।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

চাল থেকে কাঁকর বাছতে অনিচ্ছুক রাজ্য

বিষয়টা যোগ্য বনাম অযোগ্যের নয়। বিষয়টা সরকারি মদতে হওয়া দুর্নীতি বনাম চাকরি হারানো শিক্ষকদের ভবিষ্যতের।

সুকন্যা রায়

দুর্নীতি হয়েছে! পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

এই দুর্নীতির দায়, যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির দায়, শিক্ষকদের চাকরি যাওয়ার ফলে অসংখ্য স্কুলের ছাত্রদের ভবিষ্যতের দায় কে নেবে?

সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে যে স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বীকার করেছে, মেধাতালিকার বহু নীচে থাকা প্রার্থীর চাকরি হয়েছে। মেধাতালিকার ওপরে থাকা প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন। প্যানেলে নামই নেই, এমন বহু প্রার্থীর চাকরি হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন নামই দেয়নি, এমন বহু প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ওএমআর শিটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। আদালতে পেশ করা ওএমআর শিটের স্ক্যানড কপি সিবিআই পর্ষদের দপ্তরের কোনও কম্পিউটারে খুঁজে পায়নি। স্ক্যানড কপি না রেখে ওএমআর শিট পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

এরই জেরে ২০২২ সালে এই নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মাথা হিসেবে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাবশালী তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য এবং বেশ কিছু সরকারি আধিকারিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁরা এখনও বিচারাধীন বন্দি। এর দায় যে স্কুল সার্ভিস কমিশন, শিক্ষা পর্ষদ এবং রাজ্য সরকার কেউই কোনও মতেই এড়াতে পারে না তা গত প্রায় দেড় বছর ধরে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের শুনানি যাঁরা নিয়মিত শুনেছেন তাঁদের কাছে পরিষ্কার।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রশিদির বেঞ্চের কাছে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের আদেশ অনুসারে স্কুল সার্ভিস কমিশন কিছু প্রার্থীর চাকরি বাতিল করে, কিছু প্রার্থীর জন্য সুপারিশও প্রত্যাহার করে। যদিও পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে তারা বলে চাপে পড়ে কমিশন এই কাজ করেছে।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে আদালতে সিবিআই ওএমআর শিটের স্ক্যানড কপি জমা দেয় যা এনওয়াইএসএ-র প্রাক্তন কর্মী পঙ্কজ বনসলের গাজিয়াবাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল। এরপর সিবিআই আদালতে আরও জানায় বনসলের থেকে পাওয়া নথি, ডাটসনটেক সলিউশনের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের মূল কার্যালয় আচার্য ভবন থেকে পাওয়া তথ্যের মধ্যে মিল আছে। এর ভিত্তিতে হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেয় এই বিষয়ে তাদের মতামত জানতে। এক মাস পরে ৮ মার্চ ২০২৪-এ তারা আদালতে জানায়, সিবিআইয়ের পেশ করা রিপোর্টটি কমিশন দেখারই সময় পায়নি। এই সব টালবাহানার মধ্যে ২২ এপ্রিল ২০২৪-এ ২০১৬ সালে স্কুল শিক্ষা কমিশন পরিচালিত নিয়োগে চূড়ান্ত অনিয়ম পর্যবেক্ষণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ওঠার পর এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছিলেন, বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। বিতর্কিত যারা তাদের একটি তালিকা যেমন আদালতের স্পেশাল বেঞ্চের কাছে জমা দিয়েছিল রাজ্য সরকার, তেমনই যারা যোগ্য, যাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, সেই তালিকাও আদালতে জমা দেবে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই অসন্তোষ প্রকাশ।

ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে জাস্টিস ডিওয়াই চন্দ্রচূড়-এর বেঞ্চ, ৭ মে ২০২৪-এ হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে পুরো রায় খতিয়ে দেখবে বলে জানায় এবং রাজ্যকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেয়। সেই বেঞ্চ কোনওভাবেই কলকাতা হাইকোর্টের রায় খারিজ করেনি।

আমরা আমজনতা আশ্বাস পাই স্কুল শিক্ষা কমিশনের পক্ষে যোগ্য-অযোগ্য পৃথক তালিকা জমা দেওয়া সম্ভব এবং কমিশনের তরফে তা সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হবে।

অথচ গত এক বছর ধরে আমরা দেখলাম হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে, বারেবারে সুযোগ পেলেও সেই অযোগ্য আর যোগ্যদের তালিকা আলাদা করে দিতে পারল না রাজ্য সরকার, কমিশন কিংবা পর্ষদ। এরপর এক বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি চলে। সর্বোচ্চ আদালত বারবার জানতে চাইলেও পরবর্তী অন্তত কুড়িটি শুনানিতে সেই তালিকা জমা পড়েনি। অযোগ্য প্রার্থী সংখ্যা ৬,২৯৭ জানিয়েছে কমিশন। কিন্তু এছাড়া বাকিরা যে যোগ্য আর তা প্রশ্নাতীত, খোদ স্কুল সার্ভিস কমিশনই সেই নিশ্চয়তা দিতে পারেনি, দিতে পারেনি এই নিয়ে কোনও হলফনামা। আসলে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে জমা দিলেই সরকারি মদতেই যে গোটা দুর্নীতি হয়েছিল সেই ছবি সামনে চলে আসত।

এই প্যানেল যতই দুর্নীতিগ্রস্ত হোক না কেন এতে সৎ চাকরিজীবীরাও ছিলেন। সততার হিসেবও যে পর্ষদের কাছে ছিল তা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছিলেন। তবুও শেষপর্যন্ত উচ্চ আদালতে পর্ষদ বলে এল, দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু কতদূর হয়েছে বা কোন স্তর থেকে হয়েছে আমরা ঠিক করতে পারছি না।

এই মামলার রায় দেওয়ার আগে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে, অতীতে সুপ্রিম কোর্টেরই দেওয়া মোট ১১টি মামলার রায় উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট বলছে, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে সুচিন্তিত, সুসংহত দুর্নীতি প্রমাণিত হয়, যদি বোঝা যায়, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ারই কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, তাহলে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা ছাড়া আদালতের সামনে আর কোনও উপায় থাকে না। আমরা জানি, যোগ্য এবং সৎ প্রার্থীদের এতে চূড়ান্ত হয়রানি হবে, কিন্তু যখন এটা প্রমাণিত যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গভীর দুর্নীতি করেছে, তখন সেই দুর্নীতির হাত থেকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাঁচাতে হলে, পুরো নিয়োগ বাতিল করতেই হবে।

নেতাজি ইন্ডোরে তথাকথিত যোগ্য প্রার্থীদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি যাতে না যায় তা তিনি দেখবেন। যেখানে কমিশনের কাছে নাকি এই বিভাজনের কোনও সঠিক তথ্যই নেই, সেখানে কোন জাদু প্রক্রিয়ায় এই বিভাজন সম্ভব? আসলে বোধহয় রাজ্য সরকার নিজেই চায়নি চালের থেকে কাঁকর বাছতে।

অন্যদিকে, গতকাল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব সুব্রত ঘোষের সই করা হলফনামা জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে ছবিটি একেবারেই ভিন্ন। পর্ষদ জানিয়েছে যে, তারা অক্ষরে অক্ষরে সর্বোচ্চ আদালতের রায় পালন করবে। এর সঙ্গে আবেদন করে জানিয়েছে, ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি এই শিক্ষকরা অবিলম্বে কর্মচ্যুত হন। অতএব সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পর্ষদের আবেদন, মহামান্য আদালত আপাতত যদি পর্ষদের আবেদন মঞ্জুর করে, দাগি নয় এমন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের আপাতত কাজ চালানোর অনুমতি দেয়। পর্ষদ হলফনামা দিয়ে জানাচ্ছে, সেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই আপাত কর্মসংস্থান ছাড়া আর অন্য কোনও অধিকার জন্মাবে না। মানে, তাঁরা স্থায়ী চাকরির দাবি করতে পারবেন না, "Without claiming any equity in their favour". অর্থাৎ তাঁরা শিক্ষকতা করবেন ততক্ষণ যতক্ষণ না পুনরায় নতুন করে নিয়োগ হয়। পর্ষদ এ-ও জানিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে তারা নিয়োগের কাজ শুরু করবে।

পর্ষদ আরও জানাচ্ছে, রাজ্যে পর্ষদের অধীনে মোট ৯,৪৮৭টি স্কুল আছে। এই সাড়ে ৯ হাজার স্কুলে মোট ৭৮.৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ে। এই প্রায় ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে পড়ানোর জন্য প্রধান শিক্ষক বাদ দিয়ে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৬৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। এর মধ্যে অদাগি ১৭,২০৬ জন এই অবস্থায় বাদ গেলে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। অতএব যোগ্য শিক্ষকরা সেবাদান করার মানসিকতায় সরকারের অপদার্থতার মাশুল দিয়ে পড়ানোর কাজ চালিয়ে যাবেন।

শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বিষয়টা যোগ্য বনাম অযোগ্যর নয়।

বিষয়টা আদালতের রায় বনাম বাতিল হওয়া প্যানেলের শিক্ষাকর্মীদের নয়।

বিষয়টা প্রত্যক্ষ সরকারি মদতে হওয়া দুর্নীতি বনাম চাকরি খারিজ হওয়া শিক্ষকদের ভবিষ্যতের।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন চলচ্চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্ত।

১৯৪৮

অভিনেত্রী জয়া বচ্চন জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

সৌগত রায়ের কোনও ক্যারেক্টার আছে নাকি? নারদের টাকা নিয়েছিল, মনে নেই? নারদের চোর আর এর-তার থেকে গিফট নেওয়া দুনম্বরিগুলো এক জায়গায় হয়েছে। ইংরেজিতে ফটোর ফটোর করলেই কোনও পুরুষকে অসম্মান করা যায় না। দুনম্বরিদের এক জায়গায় হতে সময় লাগে না।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ট্রাভিস হেড আইপিএলে সানরাইজার্সের হয়ে খেলছেন। সম্প্রতি হায়দরাবাদের সুপার মার্কেটে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন তিনি। ভক্তরা তাঁকে দেখে ভিডিও করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলতে চান। হেড বারবার মানা করেন। ভাইরাল সেই ভিডিও।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের আমরোহার ব্যস্ত রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ি, বাইক লক্ষ করে ইট ছুড়ছেন এক মহিলা। ইটের ঘায়ে একাধিক গাড়ির উইন্ড শিল্ড ভেঙে যায়। অল্পের জন্য একটি গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছে।

জনমন

জনমত

যোগ্যদের যন্ত্রণায় সান্ত্বনা নেই

চারদিকে যোগ্য চাকরিহারাদের কান্না শুনতে পাচ্ছি। যোগ্য ছিলেন যাঁরা, যাঁরা সত্যি সত্যি নিজের যোগ্যতার জোরে চাকরিটা পেয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি হারানোর বেদনার কোনও সান্ত্বনাবাক্য নেই। যাঁরা অযোগ্য তাঁরা যেমন চাকরি করার যোগ্য নন, যাঁরা যোগ্য তাঁদের চাকরি যাওয়াও তো কোনওমতেই কাম্য নয়। অযোগ্যরা শাস্তি পাবেন সেটা ন্যায্য, কিন্তু একজন যোগ্য, একজন নিরপরাধও যাতে শাস্তি না পান, সেটাই তো হওয়া উচিত ছিল।

নিজের যোগ্যতার জোরে যে কোনও চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান এই চাকরির জেরেই নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারেন, সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখেন।

শুধু মেধা থাকলেই হয় না, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে তিলে তিলে প্রস্তুত করতে হয় পরীক্ষার দিনটির জন্য। তারপরেও অনেক ফ্যাক্টর থাকে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেমন, কাট অফ কত যাচ্ছে, ইন্টারভিউ কেমন হল ইত্যাদি। এতগুলো ধাপ পেরিয়ে যাঁরা শুধু নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি হারানোর দায় কে নেবে? এই দায় কার তাই নিয়েও এখন বিভিন্ন পক্ষের পরস্পর দোষরোপের খেলা চলছে। অথচ সমাধানের পথ অনিশ্চয়তায় ভরা।

একটা চাকরি যাওয়া মানে একজনের চাকরি যাওয়া নয়, অনেক ক্ষেত্রে পুরো পরিবারের ওপরই এর ভার এসে পড়ে। যেসব যোগ্য চাকরি হারিয়েছেন, অনেক পরিবারেই আর্নিং মেম্বার ছিলেন একজন। কেউ কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, চিকিৎসার জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা প্রয়োজন। সঙ্গে লোন, সন্তানের স্কুলের ফি, ইএমআইয়ের বোঝা। সেইসব পরিবারের কী হবে, তারা এখন কী করবে? এইসব কঠিন প্রশ্নের মুখে আরেকটা জিনিসও চোখে পড়ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগ্যদের চাকরি যাওয়ার পোস্টেও সমাজের এক অংশের মানুষের হাসির রিঅ্যাক্ট, উল্লাসের ছবি। অন্যের ক্ষতি হলে, সর্বনাশ হলে আনন্দ পাওয়া, উল্লসিত হওয়ার এই প্রবণতা আসলে নিজের দৈন্য, নিজের প্রতিহিংসার নগ্নতাই প্রকাশ করে।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

গোড়ায় গলদ

এসএসসি নিয়োগের বাতিলের মামলায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যাওয়ার মধ্যে দুটো জিনিস স্পষ্ট। এক, এখনও আমরা সত্য ও ন্যায়ের সুবিচার অবশ্যই পেতে পারি আর অন্যদিকে অসততা অবলম্বন করে চিরকাল ভালো কিছু পেতে পারি না।

আমাদের সুশিক্ষা ও সৎ আচরণশীল হতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের মতো জায়গায় যেখানে সমাজের কারিগর শিক্ষক সেখানে সে-ই যদি কালিমালিপ্ত হয় তাহলে বলতেই হয় গোড়ায় গলদ। এরপরেও কি আমরা নিজেদের শোধরাব না? আমরা কি আদৌ মানবতার মূল্য সন্ধানে ব্রতী হব না? অর্থ যে কত অনর্থক হতে পারে এসএসসি নিয়োগে দুর্নীতি তার সাক্ষী।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বেবি কর্নেই বিশ্বজীবনে খুশির ছন্দ

স্বাদ-সুগন্ধে পাঁচতারা হোটেলে বেবি কর্নের পদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অপরিণত ভুট্টার মোচা সুপারহিট।

ময়ূখ ভট্টাচার্য

খাদ্যজগতে এক নতুন জনপ্রিয় নাম বেবি কর্ন। এটি শুধু স্বাদের জন্য নয়, পুষ্টিগুণ ও বহুমুখী ব্যবহারের কারণেও এক অনন্য ফসল। বর্তমানে হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিয়ের আসর, পার্টি এবং পাঁচতারা হোটেলের ডাইনিং মেনুতে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্রিস্পি চিলি বেবি কর্ন, বেবি কর্ন বাটার সাজ, বেবি কর্ন মানচুরিয়ান, গ্রিলড বেবি কর্ন স্যালাড এবং বেবি কর্ন সুপের মতো খাবার এখন খাদ্যরসিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এই ফসল তার স্বাদ, পুষ্টিগুণ এবং হালকা গঠনের কারণে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

বেবি কর্ন মূলত অপরিণত ভুট্টার মোচা, যা উচ্চমূল্যে বাজারজাত করা যায়। এটি ৮৯.১% জলীয় উপাদান, ১.৯ গ্রাম প্রোটিন, ৮.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৮ মিঃ গ্রাঃ ক্যালসিয়াম, ৮৬ মিঃ গ্রাঃ ফসফরাস এবং ১১ মিঃ গ্রাঃ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। উচ্চ আঁশযুক্ত ও নিম্ন চর্বিযুক্ত হওয়ায় এটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়। ভারতবর্ষে বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে ২% বেবি কর্ন উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে সাম্প্রতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সংখ্যাটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের মাটি ও জলবায়ু বেবি কর্ন চাষের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এই ফসল লাভজনক হতে পারে। বর্তমানে ধান ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ফসলের তুলনায় বেবি কর্ন অনেক বেশি লাভজনক। এক হেক্টর জমিতে বেবি কর্ন চাষ করে কৃষকরা গড়ে ৬.০১ টন ফলন পেতে পারেন, যা ধানের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বেশি আয় দিতে সক্ষম।

বাজারদর ও চাহিদার দিক থেকে বেবি কর্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এর মূল্য প্রতি কেজি ৮০-১২০ টাকা, যা অন্যান্য ফসলের তুলনায় অনেক বেশি। শুধু দেশীয় বাজারেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশেষত থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চিন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এটি রপ্তানিযোগ্য একটি উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আইটিসি, বিগ বাস্কেট, মাদার ডেয়ারির মতো সংস্থাগুলো বেবি কর্ন সংগ্রহ করে প্যাকেজিং এবং রপ্তানি করছে।

বর্তমান কৃষিক্ষেত্রে টেকসই কৃষির ধারণা দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বেবি কর্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এর চাষের জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত কার্যকর। রাসায়নিক সার, সবুজ সার ও জৈব সারের সঠিক সংমিশ্রণে এটি উৎপাদন করা গেলে মাটির উর্বরতা বজায় থাকে, কৃষি পরিবেশবান্ধব হয় এবং কৃষকরা দীর্ঘমেয়াদে লাভবান হন। গবেষণায় দেখা গেছে, রাসায়নিক সার ও জৈব সার একত্রে ব্যবহার করলে বেবি কর্নের উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

তবে, এই চাষের প্রসারে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তাই উচ্চমানের বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সংগঠিত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সরকারি সহায়তা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। কৃষকদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সরকারি নীতির সহায়তায় বেবি কর্ন চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। সমবায় চাষ ও চুক্তিভিত্তিক কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক ঝুঁকি কমানো সম্ভব। পাশাপাশি, কৃষিঋণ, ভরতুকি ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা প্রদান করা গেলে কৃষকরা আরও বেশি উৎসাহিত হবেন।

বেবি কর্ন চাষ কেবল কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে না, বরং এটি উত্তরবঙ্গের কৃষিকে একটি নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে। পরিকল্পিত উৎপাদন, সঠিক বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এই সম্ভাবনাময় ফসল বাংলার কৃষি ও অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

(লেখক কৃষি গবেষক, জলপাইগুড়ি)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১০

পাশাপাশি : ২। সেকেন্ডের ১৫০ ভাগের একভাগ ৫। বাড়ির ছাদের কাঠ ৬। যার চক্ষুলজ্জা নেই ৮। সাধারণত দেবতারা দিয়ে থাকেন ৯। পুরো ৩৬৫ দিন ১১। যা চিন্তা করা যায় না ১৩। পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত দিয়ে ঘেরা মালভূমি ১৪। যে ক্রমাগত ছুটে বেড়াচ্ছে।

উপর-নীচ : ১। আচার-ব্যবহার ২। কোনও কাজের নয়, বোকাসোকা ৩। স্পর্শ বা ছুঁয়ে দেওয়া ৪। গহ্বর, ছিদ্র ৬। যে গোপনে খবর জোগাড় করে ৭। লাঠি মাথায় জ্বলন্ত আগুন ৮। একসঙ্গে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ৯। রাজি হওয়া বা অনুমতি ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। যার এখনও খাওয়া হয়নি ১২। একদম চুপ ১৩। গিলে অথবা চিবিয়ে দুভাবেই খাওয়া যায়।

সমাধান ■ ৪১০৯

পাশাপাশি : ১। চাঁদবিবি ৩। বিক্রম ৫। দরবিগলিত ৬। লহর ৭। কোফতা ৯। দণ্ডাধিকরণ ১২। কড়ার ১৩। ইন্দিবর।

উপর-নীচ : ১। চাঁদিয়াল ২। বিচার ৩। বিরাগ ৪। মন্দ্রিত ৫। দর ৭। কোণ ৮। তালেবর ৯। দত্তক ১০। ধিক্কার ১১। রসুই।

বিন্দুবিসর্গ

‘বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখা বেআইনি’

রাজ্যপাল রবিকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : শীর্ষ আদালতে মুখ পুড়ল তামিলনাড়ুর বিতর্কিত রাজ্যপাল আরএন রবির। বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখা যে পুরোপুরি বেআইনি কাজ, তা সোজাসাপটা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার বলেছে, রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া যে ১০টি বিল রাজ্যপাল রবি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেই পদক্ষেপ সংবিধান মতে ‘অবৈধ ও ভুল সিদ্ধান্ত’।

মঙ্গলবার এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ওই বিলগুলি নিয়ে রাজ্যপালের নেওয়া সব সিদ্ধান্ত বাতিল করা হচ্ছে। দুই বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে, ‘যে ১০টি বিল আবারও রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়েছিল, সেগুলি সেদিন থেকেই গৃহীত বলে ধরে নেওয়া হবে। রাজ্যপাল কেবল তখনই সম্মতি দিতে অস্বীকার করতে পারেন, যদি বিলের বিষয়বস্তু বদলে যায়।’

এখানেই না থেমে আদালত বলেছে, রাজ্যপালের ওই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপও আইনত অবৈধ। সংবিধানের ২০০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যপালকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করতে হবে। সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল কাজ করবেন মন্ত্রীসভার সুপারিশ ও পরামর্শ মেনে এবং পাশ হওয়া বিল নিয়ে কোনও স্বেচ্ছাধীন কাজ তিনি করতে পারেন না। সেই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করে বলেছে, রাজ্যের মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনেই রাজ্যপালের কাজ করা উচিত।

রায়ে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যপাল চাইলেই বিল আটকে রাখতে পারেন না বা ‘পকেট ভেটো’ ব্যবহার করতে পারেন না। বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। নাহলে সেটা আইন নয়, কেবল কাগজে লেখা কিছু ইচ্ছার প্রকাশমাত্র।

রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়সীমা নিয়েও তাদের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে বেঞ্চ। তারা বলেছে, প্রথমত, বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি মন্ত্রীসভার পরামর্শ ছাড়া সম্মতি আটকে রাখা হয়, তবে তিন মাসের মধ্যে বিল বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে। তৃতীয়ত, পুনর্বিবেচনার পর বিধানসভা ফের বিল পাঠালে এক মাসের মধ্যে রাজ্যপালকে সম্মতি দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতির ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে এদিন শীর্ষ আদালতে। রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামণি বলেন, বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিলে আর বিধানসভায় ফেরানোর বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘এই ধরনের স্থবিরতা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করা জরুরি।’

সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়কে ‘ঐতিহাসিক’ বলে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় তিনি বলেন, রাজ্যপাল আরএন রবি যেসব বিল পাশের পরও অনুমোদন দেননি, সেগুলিকে সুপ্রিম কোর্ট বৈধ বলে মেনে নিয়েছে এবং রাজ্যপালের ভূমিকাকে ‘অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারী’ বলে মন্তব্য করেছে। তাঁর কথায়, ‘আমরা যে ১০টি বিল পাশ করেছিলাম, যার মধ্যে দুইটি আগের এআইএডিএমকে সরকারের আমলের, সেগুলির অনুমোদন সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে দিয়েছে। রাজ্যপাল সেগুলি অনুমোদন না দিয়ে অন্যায় করেছিলেন। এটা শুধু আমাদের নয়, দেশের সমস্ত রাজ্যের জয়।’

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ভবিষ্যতে রাজ্য ও রাজ্যপালের মধ্যে সম্পর্ক এবং সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

আইনে ক্ষমতার সীমা

- সংবিধান বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যপালের উচিত বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপালের উচিত জনতার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া এবং মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা।
- বিধানসভায় আলোচনার পর দ্বিতীয়বার পাশ হয়ে যাওয়া কোনও বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য আটকে রাখার চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই।
- সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল কাজ করবেন মন্ত্রীসভার সুপারিশ ও পরামর্শ মেনে এবং পাশ হওয়া বিল নিয়ে কোনও স্বেচ্ছাধীন কাজ তিনি করতে পারেন না।
- রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া ১০টি বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য রাজ্যপালের আটকে রাখা সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

বঙ্গে চাকরি ফেরাতে মুর্মুকে চিঠি রাহুলের

হারানো জমি উদ্ধারে অস্ত্র ভাবছে কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : বেকার এবং চাকরিচ্যুত তরুণ-তরুণীদের চোখের জলই এখন কংগ্রেসের সবথেকে বড় অস্ত্র। এই ইস্যুতে বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে নিজেদের পালে হাওয়া আনতে ইতিমধ্যে ‘পলায়ন রোকো, নোকরি দো’ পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করছে কংগ্রেস। এবার পশ্চিমবঙ্গের চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মন দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার চাকরিহারাদের জন্য ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে তিনি একটি চিঠি লিখেছেন। তাঁর দাবি, যাঁরা প্রকৃত অর্থে যোগ্য, অথচ প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে চাকরি হারাতে বাধ্য হয়েছেন- তাঁদের সুবিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

রাহুলের যুক্তি, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের শাস্তি হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই যাঁরা মেধার জোরে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি খোয়ানো একপ্রকার অন্যায়। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেও যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই রায়ের আলোয় দ্রুত বিচার এবং মানবিক পদক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। দ্রৌপদী মুর্মু একদা স্কুলশিক্ষিকা ছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়ে রাহুলের আর্জি, ‘আপনি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন। সরকারকে অনুরোধ করুন বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে, যাতে যোগ্যরা চাকরি না খোয়ান।’

সম্প্রতি চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করেছিল। তখনই তাদের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন রাহুল। ঘটনাচক্রে আহমেদাবাদে কংগ্রেসের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি অবিচারের বিষয় নিয়ে সরব হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং দীপা দাশমুন্সিও বিষয়টি নিয়ে সরব হন। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে রাহুলের চিঠি লেখার ঘটনায় স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করতে চাকরিহারাদের বিষয়টিকেই হাতিয়ার করতে চায় কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যে সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচনি ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস।

রাহুলের নেতৃত্বে সংগঠনকে মজবুত করে তৃণমূল-বিজেপি বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে চায় হাত শিবির। আদালতের রায় উল্লেখ করে রাহুল এদিন রাষ্ট্রপতিকে লিখেছেন, ‘হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট, দুই আদালতই জানিয়েছে, চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের একাংশ অনিয়ম করে চাকরি পেয়েছে, আর একদল যোগ্য। যারা অনিয়ম করেছে তাদের অবশ্যই সাজা হওয়া দরকার। কিন্তু যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি চলে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না।’ তাঁর সাফ কথা, ‘একসঙ্গে এত শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া এই অবস্থার শিকার। শিক্ষক সংকটের কারণে ক্লাসে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে।’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধি শুধু ন্যায়বিচারের আওয়াজ তুলছেন না, বরং রাজ্যে কংগ্রেসকে আবারও জনসংযোগের মূল স্রোতে ফেরানোর চেষ্টা করছেন। নিয়োগ দুর্নীতির মতো সংবেদনশীল ইস্যুতে সরব হয়ে রাজ্যের বঞ্চিত যুবসমাজের পাশে দাঁড়ানো কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিশা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

> আপনি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন। সরকারকে অনুরোধ করুন বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে, যাতে যোগ্যরা চাকরি না খোয়ান।
>
> **রাহুল গান্ধি**

মে-তে রামের রাজ্যাভিষেক

লখনউ, ৮ এপ্রিল : চলতি বছরের মে মাসে অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে রামের অভিষেক। রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে রাম রাজা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এই উপলক্ষ্যে মন্দিরের দোতলায় রাজদরবার প্রতিষ্ঠিত হবে। তারও উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানের তারিখ জানা যায়নি।

অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় যোগ দিয়েছিলেন আট হাজারেরও বেশি মানুষ। শুধু দেশবাসী নন, টেলিভিশনের পর্দায় তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের মন্দির নির্মাণ কমিটির প্রধান নৃপেন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ২০২৪-এর ২২-র জানুয়ারির অনুষ্ঠান জমকালো হয়েছিল। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবারের অনুষ্ঠান হবে সাদামাঠা। মে মাসের ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই রামমন্দির নির্মাণের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। তিনি এও জানিয়েছেন, মন্দির চত্বরের নির্মাণের কাজ চলতি মাসের শেষদিকে শেষ হয়ে যাবে। প্রাচীর নির্মাণের কাজ শেষ হবে এবছরের শেষদিকে।

কৃষক নেতা সহ তিনজন খুন

লখনউ, ৮ এপ্রিল : ট্র্যাক্টরকে পথ ছাড়েনি মোটরবাইক। এই অপরাধে ফতেপুরের এক কৃষকনেতা সহ তাঁর পরিবারের তিনজনকে গুলি করে খুন করল ট্র্যাক্টর সওয়ারি দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সকালে ফতেপুর জেলার আখরি গ্রামে ভয়াবহ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় কৃষকনেতা পাপ্পু সিং (৫০), তাঁর ছেলে অভয় সিং (২২) ও ভাই রিঙ্কু সিং (৪০)।

পুলিশ জানিয়েছে, তাহিরপুর ক্রসিংয়ের কাছে মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় একদল দুষ্কৃতী ট্র্যাক্টর থেকে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। এরপরই বিক্ষোভ দেখাতে পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে হাথগাঁও, হুসেনগঞ্জ ও সুলতানপুর ঘোষ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। পুলিশ সুপার ধবল জয়সওয়াল ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিজয়শংকর মিশ্র সহ বাহিনী পাঠানো হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে। গোটা এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু করে ফরেন্সিক দল।

নিহত পাপ্পু সিংয়ের মা স্থানীয় গ্রামপ্রধান রামদুলারি সিং, প্রাক্তন গ্রামপ্রধান মিন্নু সিং ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথমে পুলিশকে দেহ উদ্ধার করতে বাধা দেন।

হাথগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিকেত ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, তদন্ত জোরকদমে চলছে। পুলিশ সুপার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলাও দায়ের হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। আইন মোতাবেক তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল চলছে।

মঙ্গলবার শুরু হল এআইসিসির অধিবেশন। হাজির খাড়গে, রাহুল ও সোনিয়া। আহমেদাবাদে।

গেরুয়া মোকাবিলায় সংগঠনে চোখ হাতের

আহমেদাবাদ, ৮ এপ্রিল : শুধু নির্বাচনি সাফল্য ছোঁয়াই নয়, সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও এবার নজর দিচ্ছে কংগ্রেস। দীর্ঘ ১১ বছরের মোদি জমানায় বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে আরএসএসের সাংগঠনিক প্রতিপত্তিও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। উলটোদিকে গত ১১ বছরে একের পর এক রাজ্যে কংগ্রেস সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসকে ঘুরে দাঁড় করাতে মহাত্মা গান্ধি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতিবিজড়িত গুজরাটে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল বর্ধিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক এবং এআইসিসির অধিবেশন।

সবরমতীর তীরে আয়োজিত ওই বৈঠকে এদিন যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রমুখ শীর্ষ নেতৃত্ব। ছিলেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও। তবে ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা অনুপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের ১৪০ বছরের ইতিহাসে গুজরাটের মাটিতে এই নিয়ে ষষ্ঠবার এআইসিসি অধিবেশন বসল। ন্যায়পথ শীর্ষক অধিবেশনে মূলত কংগ্রেসের সাংগঠনিক খোলনলচে বদলানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কীভাবে বিজেপি-আরএসএসের মোকাবিলা করা হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সর্দার প্যাটেলকে উদ্ধৃত করে খাড়গে বলেন, ‘সাংগঠনিক ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনকে বাদ দিয়ে সংখ্যার পিছনে দৌড়োনো নিরর্থক।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত প্রায় তিন দশক। গুজরাটে ২০২৭ সালে বিধানসভা ভোট। তার আগে দেশের অন্যত্র তো বটেই, মোদির রাজ্যেও কংগ্রেসের সর্বস্তরে খোলনলচে বদলানোর যে বার্তা এদিন দেওয়া হয়েছে তাতে পরিষ্কার, গেরুয়া শিবিরকে খোলা মাঠ ছাড়তে রাজি নয় হাত শিবির। আর সেটা মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরেই করতে চাইছে কংগ্রেস। এদিন খাড়গে অভিযোগ করেন, বিজেপি ও আরএসএস জাতীয় মনীষীদের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করছে। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘একদিকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে মূল ইস্যুগুলির ওপর থেকে নজর ঘোরানো হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের সম্পদ দখল করে অলিগার্কিক মোনোপলি (মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের একচেটিয়া শাসন) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে।’ তিনি বলেন, গত ১৪০ বছর ধরে দেশসেবা এবং লড়াই করার উজ্জ্বল ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কাজটি তাঁরাই করছেন যাঁদের নিজেদের সাফল্য বলতে কিছুই নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের কোনও অবদানই নেই। গেরুয়া শিবির জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সর্দার প্যাটেলের বিরোধের মনগড়া কাহিনী তুলে ধরছে বলেও অভিযোগ করেন খাড়গে। তাঁর কথায়, ‘স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই মহান নায়ক সর্দার প্যাটেল এবং পণ্ডিত নেহরু একে অন্যের বিরোধী ছিলেন বলে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ সত্যিটা হল, তাঁরা দুজনেই একই মুদ্রার অভিন্ন দিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক ছিল সেই সূত্রে একাধিক নথি ও ঘটনার ইতিহাস আছে।’ প্রথম দিনের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী, পিসিসি সদস্য সহ ১৫৮ জন সদস্য ছিলেন।

গান্ধি-প্যাটেলের গুজরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন

উজবেকিস্তান সফরে সমরখন্দ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় পড়ুয়াদের সঙ্গে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

প্রচারে জোর সংঘের মুসলিম শাখার

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ ও প্রচার ভেস্তে দিতে এবার ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে পালটা প্রচারের রাস্তায় নামছে সংঘ পরিবার। সদ্য পাশ হওয়া ওই আইন নিয়ে সংঘের মুসলিম সংগঠন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ দেশজুড়ে শতাধিক সাংবাদিক বৈঠক এবং ৫০০ সেমিনারের আয়োজন করবে। মঞ্চের মেন্টর ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, ‘নতুন ওয়াকফ আইন নিয়ে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং গুজব রয়েছে সেগুলি দূর করতে আমরা বদ্ধপরিকর। ওই আইনের সুবিধা যাতে সবার কাছে পৌঁছোয়, সেই কথা প্রচার করবে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ। এই আইন মুসলিমদের আত্মসম্মান, ন্যায় এবং সমানাধিকারকে আরও মজবুত করবে।’ ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহার রুখতে নতুন আইনটি সাহায্য করবে বলেও দাবি করেছে সংঘের মুসলিম সংগঠনটি।

নতুন ওয়াকফ আইন

ইতিমধ্যেই ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এখনও পর্যন্ত ১৫টি মামলা দায়ের হয়েছে। কংগ্রেস, এআইমিম, আরজেডি, ডিএমকে প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডও রয়েছে। ওই মামলাগুলির যাতে একতরফা শুনানি না হয়, সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে একটি ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে। ১৬ এপ্রিল ওই মামলাগুলির একত্রে শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। গত সপ্তাহে সংসদের উভয় কক্ষে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনার পর বিলটি পাশ হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যে ওই বিলে সম্মতি দেওয়ায় সেটি আইনে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

এদিন ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, ‘নতুন আইনটি মোটেই মুসলিমদের বিরোধী নয়, বরং মুসলিমদের স্বার্থেই এটি তৈরি করা হয়েছে।’ ওয়াকফ বিল নিয়ে গঠিত জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালও জানিয়েছেন, নতুন আইনে ওয়াকফ সম্পত্তি শুধু সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করা যাবে। আরএসএস নেতা রামলালের মতে, নতুন আইনটি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের মন্ত্রকে কার্যকর করবে।

ফাঁসির সাজা

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিল : বারো বছর আগে হায়দরাবাদের দিলসুখনগরে জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এনআইএ-এর বিশেষ আদালত। সেই রায়ই বজায় রাখল তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট। তারা প্রত্যেকে নিষিদ্ধ জঙ্গিসংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সদস্য। ২০১৩-র জোড়া বিস্ফোরণে ১৮ জন মারা গিয়েছিলেন। আহতের সংখ্যা ছিল ১৩১। নাশকতার চক্রী পলাতক রিয়াজ বটকলকে পুলিশ এখনও পাকড়াও করতে পারেনি। গোয়েন্দাদের অনুমান সে পাকিস্তানে। যে পাঁচজনের ফাঁসির সাজা উচ্চ আদালতেও বহাল থাকল, তারা একাধিক অপরাধে অপরাধী। পাঁচজনই কারাগারে।

ট্রাম্পের ভিসা নীতি কোপে ৩ লক্ষের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল : ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির জেরে বিশ্বজুড়ে এখন বাণিজ্যযুদ্ধের আবহ। তার মধ্যেই মার্কিন মুলুকে পাঠরত বিদেশি, বিশেষত ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নতুন অভিবাসন নীতির মাধ্যমে আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বিদেশি পড়ুয়ারা। তাঁদের নাকি সামান্য কারণে এমনকি কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বিনা নোটিশে ‘স্টুডেন্ট ভিসা’ বাতিল করে দিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। হার্ভার্ড, টাফ্টস থেকে স্ট্যানফোর্ড, সর্বত্রই ছবিটা এক। ইতিমধ্যে এ নিয়ে আদালতে মামলা ঠুকেছেন দুই পড়ুয়া। তাঁদের দাবি, ছোটখাটো আইন লঙ্ঘন (যেমন গাড়ি চালানোর নিয়ম ভাঙা)-এর জন্য তাঁদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, যা অন্যায্য।

অন্যদিকে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো আরেক বিপদের খাঁড়া নেমে এসেছে বিদেশি পড়ুয়াদের মাথার ওপর। সম্প্রতি আমেরিকায় এক নতুন বিল পেশ হওয়ায় ঘোর দুশ্চিন্তায় ভারতীয় সহ ভিনদেশি পড়ুয়ারা, বিশেষ করে যাঁরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (এসটিইএম) বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। ওই বিলে আমেরিকার অপশনাল প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি) প্রোগ্রাম বন্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমে পড়ুয়ারা গ্র্যাজুয়েশনের পর তিন বছর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থেকে কাজ করার সুযোগ পান। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে হাজার হাজার ভারতীয় পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কারণ, মার্কিন মুলুকে পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জন ও দীর্ঘমেয়াদি কাজের ভিসায় রূপান্তরের জন্য ওপিটি-র ওপর নির্ভর করেন তাঁরা।

ওপেন ডোরস ২০২৪ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-’২৪ শিক্ষাবর্ষে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ভিনদেশি পড়ুয়াদের মধ্যে ভারতীয়রাই ছিল সর্বাধিক, সংখ্যাটি ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০২। আগের বছরের তুলনায় যা ২৩ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৯৭,৫৫৬ জন ছাত্রছাত্রী ওপিটি-তে অংশ নিয়েছেন, যা আগের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি।

এখন প্রশ্ন হল, বিল পাশ হলে কী হবে? ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ পূরবী চোথানি বললেন, বর্তমানে এসটিইএম গ্র্যাজুয়েটেরা ওপিটি-র মাধ্যমে এক বছর কাজের সুযোগ পান, যা আরও দুই বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। কিন্তু নতুন বিল পাশ হলে এই সুযোগ হঠাৎই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেটা হলে পড়ুয়াদের পত্রপাঠ আমেরিকা থেকে সরে পড়তে হবে। তাঁর মতে, এখন যারা ওপিটি-তে আছেন, তাঁদের যত দ্রুত সম্ভব এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া, অন্যান্য দেশে কাজের সুযোগ খোঁজার কথাও ভাবতে হবে।

ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : ব্ল্যাক মনডের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার সেনসেক্স ১০৮৯.১৮ পয়েন্ট উঠে ৭৪২২৭.০৮ পয়েন্ট এবং নিফটি ৩৭৪.২৫ পয়েন্ট উঠে ২২৫৩৫.৮৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার রাতে জানান, ভিয়েতনাম সহ একাধিক দেশ শুল্ক নিয়ে সমঝোতা করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য সামনে আসতেই আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, চলতি বৈঠকে মানিটরি পলিসি কমিটি (এমপিসি) আরও একদফা সুদের হার কমাতে পারে। এই আশায় ভর করে শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দেখিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। এর পাশাপাশি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারের ফল ভালো হওয়ার আশাও শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় মদত দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্যান্য যে বিষয়গুলি শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম কমা ইত্যাদি। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও আগামী কয়েকদিন অস্থির থাকতে পারে শেয়ার বাজার, তাই লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিন যেসব সংস্থার শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল জিও ফিন্যান্সিয়াল (১১.২৯ শতাংশ), শ্রীরাম ফিন্যান্স (৪.৪৭ শতাংশ), সিপলা (৩.৪৬ শতাংশ), ভারত ইলেক্ট্রনিক্স (৩.৪৪ শতাংশ), টাইটান কোম্পানি (৩.৩১ শতাংশ), আদানি এন্টারপ্রাইজ (৩.৩ শতাংশ), আইসার মোটরস (৩.২৮ শতাংশ), গ্রাসিম (৩.২৩ শতাংশ) ইত্যাদি।

কাপলিং ভেঙে দু’ভাগ ফলকনুমা এক্সপ্রেস

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিল : বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া ফলকনুমা এক্সপ্রেস। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার সুম্মাদেবীর কাছে চলন্ত অবস্থায় ট্রেনটির কাপলিং ভেঙে দুটি বগি আলাদা হয়ে যায়। এই ঘটনায় আরও একবার প্রশ্নের মুখে ভারতীয় রেলের যাত্রীসুরক্ষা। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনে শতাধিক যাত্রী ছিল বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ট্রেনটি হায়দরাবাদ থেকে হাওড়া যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার জেরে কিছু কামরা ইঞ্জিনের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। শেষের দিকে থাকা কামরাগুলি লাইনের পিছনে সরে যায়। চালক বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি ট্রেন থামিয়ে দেন। ট্রেনের ভিতরে যাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন রেলের ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মেরামতির পর ট্রেনটি আবার রওনা দেয়। এই ঘটনায় ওই লাইনে বেশ কয়েকঘণ্টা ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এর আগে বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছিল।

বর্ষাকালীন জনপ্রিয় সবজি

কাঁকরোল

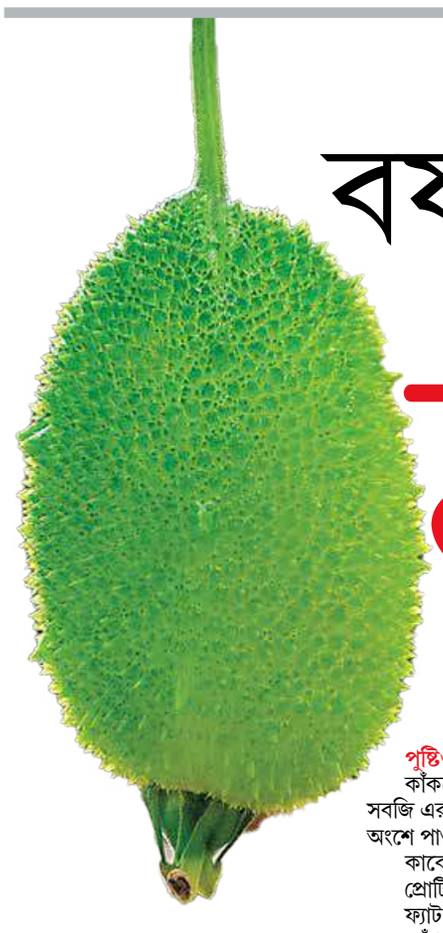

বেশ কয়েকটি অপ্রচলিত সবজি এখন বাজারে প্রচণ্ড চাহিদা সৃষ্টি করায় এর চাষ রীতিমতো লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এমন একটি জনপ্রিয় সবজি হল কাঁকরোল। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম মমরডিকা কোচিন চাইনেনসিস। এটি দেখতে লম্বাটে গড়নের অর্থাৎ ডিমের মতো। গায়ে মোটা দাঁতের মতো কাঁটা আছে অর্থাৎ গা হল খসখসে। একে সুসট গোডও বলা হয়। বাজারে গোলাকার ও তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট মাপের কাঁটালো গা-যুক্ত সবজি বিক্রি হতে দেখা যায়। একে বলা হয় কারটোলি এটি কিন্তু কাঁকরোল নয়।

পুষ্টিগুণ

কাঁকরোল হল অত্যন্ত পুষ্টিগুণযুক্ত সবজি এর প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে-

কার্বোহাইড্রেট-৬.৪ গ্রাম
প্রোটিন ০.৬ গ্রাম
ফ্যাট বা চর্বি-০.১ গ্রাম
আঁশ-১.৬ গ্রাম
ক্যালসিয়াম-২৭ মিগ্রা.
ফসফরাস-৩৮ মিগ্রা
ক্যারোটিন-নাই
রাইবোফ্ল্যারিন-নাই
থায়াথিন-নাই

ভেষজ গুণ

কাঁচা ফল সবজি হিসেবে খেলে আলসার, অর্শ এবং যকৃতের মতো সমস্যায় বেশ কাজ দেয়। এর বীজ বুকে জমে থাকা সর্দি ও কাশি সারাতে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও কাঁকরোল খিদে বাড়াতে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

কাঁকরোল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াতে ভালোভাবে চাষ করা যায়। ২৫-৩০ সেঃ তাপমাত্রা এবং বার্ষিক ১৫০-২৫০ মিমি. গড় বৃষ্টিপাত হল এর চাষের পক্ষে উপযুক্ত। গাছ শীতকালে সুপ্তাবস্থায় থাকে। শীত এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির পরে সূর্যের আলো পেলে সেটি ফুলের পরাগযোগে সাহায্য করে। এর ফলে ফলন বাড়ে। কাঁকরোল নানান ধরনের মাটিতে চাষ হতে পারে। কিন্তু বেলে দোঁয়াশ মাটি হল এর চাষের পক্ষে আদর্শ। জমির মাটির ক্ষারাম্লমান হতে হবে ৬.০-৭.০ এর মধ্যে। মাটির জলনিকাশি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে।

জাত

কাঁকরোলের অন্যান্য সবজির মতো উন্নত জাত নেই। তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই। সারা রাজ্যের এর কয়েকটি লোকাল প্রকার চাষ হতে দেখা যায়। এর মধ্যে সি-৮' ও সি-২০' হল উচ্চ ফলনশীল প্রকার।

জমি তৈরি

কাঁকরোল চাষের ২-৩টি গভীর এবং ২টি অগভীর চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। সমতল করে ঢাল রাখতে হবে, যাতে জমি থেকে অতিরিক্ত জল বের হয়ে যেতে পারে। নিকাশিনালা তৈরি করতে হবে।

বংশবিস্তার

কাঁকরোল বীজ, কাণ্ডের টুকরো এবং কন্দজ মূলের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বীজের সপ্তাহবস্তা হল দীর্ঘকালীন এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হল ৫০%। বীজ থেকে তৈরি গাছে ফল আসতে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় (২-৩ বছর) লাগে। কন্দজ মূল থেকে উৎপন্ন গাছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ে ফল আসে।

চারা তৈরি

কন্দজ মূলের টুকরো থেকে আগাম চারা তৈরি করে নেওয়ার পর মূল জমিতে বসাতে হবে। এছাড়াও কাণ্ডের টুকরো থেকে আগাম চারা তৈরি করা যায়। প্রথম ৬x৪ মাপের পলিথিন প্যাকেট সংগ্রহ করতে হবে এবং এই প্যাকেটের একেবারে নীচে একটি এবং সারা গায়ে ৬-৭টি ছিদ্র করে নিতে হবে। এই ছিদ্রগুলি বাতাস চলাচল ও অতিরিক্ত জলনিকাশে সাহায্য করবে। মাটি, বালি এবং পচানো গোবর বা আবর্জনা সার ১ : ১: ১ অনুপাতে অর্থাৎ সম পরিমাণে মিশিয়ে যে মিশ্রণটি তৈরি করা হবে, সেই মিশ্রণ দিয়ে ওই প্যাকেট ভর্তি করতে হবে। এরপর প্রত্যেকটি মাটি মিশ্রণ পূর্ণ প্যাকেটের ঠিক মাঝে গর্ত করে একটি করে কন্দজ মূলের টুকরো বসিয়ে জল দিতে হবে। হালকা করে নিয়মিত ব্যবধানে মূল বসানো প্যাকেটে সেচ বা জল দিতে হবে। ৪৫ দিন বয়সের তৈরি চারা মূল জমিতে বসানোর উপযুক্ত হবে। মাটির দলা সমেত চারা জমিতে বসাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটি ভেঙে শিকড় বেরিয়ে না পড়ে।

আবার দুটি গাঁটযুক্ত কাণ্ডের টুকরো বা কাটিং থেকেও চারা তৈরি করা যাবে। এর জন্য সুস্থ এবং রোগ-পোকার আক্রমণ নেই এমন মা গাছ থেকেই কাটিং সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার ও শোধন করে নেওয়া বালির মাধ্যম ছত্রাকনাশক ওষুধের জলীয় দ্রবণে শোধন করা কাণ্ডের টুকরোগুলি বসিয়ে দিতে হবে। বালির মাধ্যমে আগেই জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সেরাডেক্স বা রুটেক্স হর্মোন পাউডারে কাটিংগুলি ডুবিয়ে বালির বেডে বসালে কাটিং থেকে প্রচুর শিকড় গজাবে। কাটিং বসানোর উপযুক্ত সময় হল অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ যে সময় বাতাস আর্দ্র বা ভেজা থাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় বালির বেডে বা কেয়ারিতে জল দিতে হবে। বসানোর ১৫-২০ দিন পর কাটিংগুলি চারা হিসেবে জমিতে বসানোর পক্ষে উপযুক্ত হবে।

সার প্রয়োগ

মূল জমিতে ৪৫x৪৫ সেমি মাপের বেসিন বা গামলা আকৃতির মাদা বা গর্ত খুঁড়ে তাতেই চারা বসাতে হবে। এজন্য বেসিনে ৫ কেজি গোবর বা আবর্জনা সার, ১৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৫০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ, ১০০ গ্রাম নিমখোল ও ৫ গ্রাম ফুরাডন-৩জি দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। চারা বসানোর আগেই বেসিন জল বা সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে ভিজিয়ে নিতে হবে।

কাঁকরোল চাষের জন্য বিঘা প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫ কেজি ফসফরাস এবং ৫ কেজি পটাশ লাগবে। এটি পেতে হলে দরকার হবে ২২ কেজি ইউরিয়া, ৩১ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং প্রায় ৮ কেজি মিউরেট অব পটাশ। মূল সার হিসেবে অর্ধেক ইউরিয়া (১১ কেজি) সম্পূর্ণ পরিমাণ সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরেট অফ পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক অর্থাৎ ১১ কেজি ইউরিয়া চাপান হিসেবে চারা বসানোর ৩০ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে।

পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের সংখ্যার অনুপাত

কাঁকরোল হল পটলের মতো। অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। কুমড়োর মতো একই গাছে নয়। কাঁকরোলের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হলে চাষের জমিতে সঠিক সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল উৎপাদনকারী গাছ (১:১০) রাখতে হবে। এর ফলে পরাগ মিলন সফল হবে।

অন্তবর্তী পরিচর্যা

১) সেচ প্রয়োগ- চারা বা শিকড় বসানোর পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে। এরপর থেকে ৫-৭ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। বর্ষা এসে গেলে কোনও সেচের দরকার হবে না।

২) আগাছা দমন- জমি থেকে নিড়ানির সাহয্যে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। চারা বসানোর পর ৩০ দিন অন্তর তিনবার আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

৩) মাটি আলগা করণ- ২-৩ বার গাছের গোড়া সংলগ্ন মাটি খসিয়ে আলগা করে দিলে বাতাস ও জলের চলাচল সহজ হবে।

৪) গোড়ায় মাটি ধরানো- আগাছা দমনের পরেই গাছের গোড়ায় মাটিকে ধরিয়ে দিতে হবে।

লতা জড়ানো

কাঁকরোল হল লতানো স্বভাবের সবজি। এর লতানো ডালপালা মূলত মাটির উপরিভাগে লতিয়ে চলে। এর ফলে বর্ষাকালে মাটিতে বাড়ন্ত ডালপালা এমনকি ফলও ভেজা মাটির সংস্পর্শে থাকায় সহজে পচে যায়। বাড়ন্ত গাছের লতাকে তারজালি, বাঁশের খুঁটি বেড়া এমনকি সিমেন্টের পোলের বাড়তে দিলে কল পচে না। এমনকি গাছ অধিক পরিমাণে বোদ-বাতাল পায় বলে বেশি সংখ্যায় ডালপালা উৎপন্ন হয় এবং ফলের উৎপাদনও বেড়ে যায়।

ফসল তোলা

বর্ষাকালীন ফসলের বেলায় কাঁকরোলের গাছে ফুল ফোটা শুরু হয় জুলাই মাসে এবং চলে অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। আবার অন্য এলাকাতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল ফোটার পর থেকে ফল তোলার মতো অবস্থায় আসতে সময় লাগে ১৫-১৭ দিন। কচি ও নরম থাকা অবস্থায় কাঁকরোলের ফল তুলতে হবে।

ফলন

বিঘা প্রতি বছরে ৫-৬ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

রোগপোকার সমস্যা

কাঁকরোল হল তুলনামূলকভাবে কষ্টসহিষ্ণু সবজি। এর চাষে তেমন রোগপোকার সমস্যা দেখা যায় না। রোগপোকার সমস্যা উচ্ছের মতো।

ছাদে লাউ ফলিয়ে চমক বিলাসের

খোকন সাহা

কথায় আছে যতন করলে সোনা ফলে। তবে যতন করে সোনা না ফলালেও লাউ ফলিয়েছেন বিলাস দেবনাথ। যতন করলে যে সাফল্য মেলে তার জলন্ত উদাহরণ বিলাস দেবনাথের ছাদে লাউ গাছ। বাগডোগরার ভুজিয়াপানি ছাটের নিজের বাড়ির ছাদে বাঁশের ফালি দিয়ে মাচা বানিয়ে সেই মাচায় লাউয়ের ডগাপাতা মেলে দিয়ে লাউয়ের ফলন দেখে বিলাস নিজেও অবাক হয়েছেন। সেই সঙ্গে খুশিও হয়েছেন।

সামরিক বিভাগের সিক্কিটিন এফএডির দমকল বিভাগের কর্মী বিলাসের বিলাস সবজি ও ফল ফুলের চাষ করা। কিন্তু জায়গা কোথায়। এক চিলতে জমিতে পুরোটাই ছাদ দিয়ে ঘর তৈরি করছেন। তাই অগত্যা ছাদই ভরসা। বিলাসের কথায় দীর্ঘ দিন থেকে এসবের প্রতি নেশা।

কিন্তু জায়গা নেই তাই ছাদই ভরসা। এর আগে ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরি লাগিয়েছিলেন। প্রচুর ফলন হয়। নিজেই চারা তৈরি করেন। এখনও ছাদে ড্রাগন ফ্রুট এবং স্ট্রবেরি গাছ রয়েছে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছে লাউ গাছ। মাচায় লাউ গাছের সঙ্গে স্কোয়াশের গাছ মাচায় তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিলাসের বাড়িতে গিয়ে দেখা একই সঙ্গে লাউ এবং স্কোয়াশ ধরে ঝুলে রয়েছে। মাস দেড়েক আগে লাগানো গাছে এখন পর্যন্ত ৩২টি লাউ ধরেছে। প্রচুর স্কোয়াশ ধরেছে। লাউগুলোকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ফেরোমন ফাঁদ লাগানো হয়েছে। বিলাসের স্ত্রী পিংকি বলেন, গাছে গোবর সার, নানা ধরনের সবজি পচানো সার, সুটকি মাছের গুড়ো সার হিসাবে দিয়েছি। এতেই গাছের বৃদ্ধি হয়েছে ফলনও ভালো হচ্ছে।

মালচিং পদ্ধতিতে চাষ আমিরুলের

গৌতম দাস

'গাছের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করলে সঠিক ফলন পাওয়া যায় না। গাছকে ভালোবাসতে হবে নিজের সন্তানের মত।' এই আপ্তবাক্যটি সব সময় মেনে চলেন গাজোলের প্রত্যন্ত এলাকা আলিনগর গ্রামের প্রগতিশীল কৃষক আমিরুল ইসলাম। একমাত্র ছেলে মেহাফুজ ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ফলাচ্ছেন বিভিন্ন রকমের ফসল। যার মধ্যে রয়েছে সাদা, বেগুনি এবং হলুদ ফুলকপি, ব্রোকোলি, ক্যাপসিকাম, নবাবগঞ্জের বেগুন, পেঁয়াজ, রসুন, বিনস এই ধরনের বিভিন্ন রকম সবজি। সঙ্গে ধান, আলু সহ অন্যান্য ফসলের চাষও করেন। চাষের কাজে পেয়েছেন সরকারি সাহায্যও।

বৈরগাছি -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগর গ্রামের বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম। তাঁর জমিতে গিয়ে দেখা গেল চারিদিক সবুজ। তার মধ্যে উঁকি মারছে রংবেরঙের ফুলকপি। সঙ্গে রয়েছে ক্যাপসিকামের বিশাল খেত। আমিরুল বললেন - প্রায় দুই বিঘা জমিতে মালচিং পদ্ধতিতে ড্রিপ ইরিগেশন এবং স্প্রিংকলার ইরিগেশনের মাধ্যমে চাষ করছেন বিভিন্ন ধরনের সবজির। যার মধ্যে বেশিরভাগটাই রয়েছে রংবেরঙের ফুলকপি এবং ক্যাপসিকাম। তবে এবারে ক্যাপসিকাম এবং ফুলকপির যা দাম পেয়েছেন তাতে শুধুমাত্র খরচটুকু উঠে এসেছে। আশা করছেন আগামী বছর চাহিদা আরও বাড়বে। তাই আগামী মরশুমে আরও বেশি জমিতে চাষ করবেন এই সমস্ত সবজি। রঙিন ফুলকপির চারা তিনি নিজেই তৈরি করেন। তবে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে চারা তৈরি করতে হয়। চারা গজানোর পর একটি বিশেষ ট্রেতে প্রায় মাস দেড়েক চারা রাখতে হয়। এরপর মালচিং পদ্ধতিতে জমিতে রোপণ করতে হয়। ড্রিপ ইরিগেশনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি চারার সঙ্গে যুক্ত করা হয় জল সেচের ব্যবস্থা। মূলত কার্তিক মাসে এই সমস্ত চাষ শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত ফসল পাওয়া যাচ্ছে। তবে এবছর ভালো দাম পাওয়া যায়নি। ক্যাপসিকামের সর্বোচ্চ দাম পেয়েছিলাম ৩০ টাকা কেজি। এখন চলছে পনেরো থেকে কুড়ি টাকা কেজি। প্রায় দেড় কেজি ওজনের রঙিন ফুলকপি বিক্রি করেছি ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা দামে। যার ফলে লাভ তেমন হয়নি। যদি আরেকটু বেশি দাম পাওয়া যেত তাহলে লাভের মুখ দেখতে পেতাম। আমিরুলসাহেব বললেন - আগে বিদ্যুতের সাহায্যে গভীর নলকূপ চালিয়ে সেচ দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে জমিতে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। এটি বসাতে সরকার ৬০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়েছে। ড্রিপ ইরিগেশন এবং স্প্রিংকলার ইরিগেশনের ক্ষেত্রেও সরকারি ভর্তুকি পেয়েছি। অন্যান্য কৃষকদের উদ্দেশ্যে আমিরুলের বার্তা - শুধুমাত্র ধান, গম, আলু, সর্ষে চাষ না করে কেউ যদি এই ধরনের সবজি চাষ করেন তাহলে লাভ অবশ্যই কিছু বেশি হয়।

> প্রগতিশীল কৃষকদের এই ধরনের চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। যার ফলে কৃষকদের মধ্যে বিকল্প চাষের উৎসাহ বাড়ছে। আগামী দিনে এই ধরনের চাষ আরও অনেকটা বাড়বে বলে আশা করছি আমরা।
>
> **- মাসেদুল রাকিব**
> *ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা, গাজোল*

গাজোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মাসেদুল রাকিবের বক্তব্য - প্রগতিশীল কৃষকদের এই ধরনের চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। যার ফলে কৃষকদের মধ্যে বিকল্প চাষের উৎসাহ বাড়ছে। ওই এলাকায় আমিরুলসাহেব সহ আরও বেশ কয়েকজন এই ধরনের সবজি চাষ করছেন। আগামী দিনে এই ধরনের চাষ আরও অনেকটা বাড়বে বলে আশা করছি আমরা।

ছবি-পঙ্কজ ঘোষ

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

যাদুকর আগাছা

একবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী পরজীবী আগাছা। তণ্ডুলশস্যের শিকড়ের পরজীবী হিসাবে বেঁচে থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর আশ্রিত ফসলের নবীন শিকড়ের মধ্যে আগাছা শিকড় ঢুকিয়ে দেয় এবং খাদ্য সংগ্রহ করে। মাটির ওপর বার হওয়ার পর আগাছাটি কেবলমাত্র জলের জন্য আশ্রয়দাতার ওপর নির্ভর করে এবং বাকি কাজ নিজে করে। আগাছাটি ১০-৩০ সেমি লম্বা, চারকোনা সরু কাণ্ড ও পাতার ওফর অংশ কর্কশ। ফুল সাদা/হলুদ। অগাস্ট-অক্টোবর মাসে ফুল ধরে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। আখ, যব, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ফসল খেতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. পরজীবী হিসাবে খাপ খায় না এমন ফসল শস্যপর্যায়ে ঢোকানো উচিত।

২. চিনাবাদান, সয়াবিন, থোকাশিম, সূর্যমুখী, তুলো প্রভৃতি ফসল ফাঁদ ফসল হিসাবে চাষ করা যায়।

৩. জোয়ার, ভুট্টা, মিলেট প্রভৃতি গোখাদ্য দুটো ফসলের মাঝের সময়ে ক্যাচ ক্রপ হিসাবে চাষ করা হয়। ফসল লাগানোর পর আগাছার বীজ অঙ্কুরিত হলে গোখাদ্য কেটে নেওয়া হয়। আগাছা নষ্ট হয়।

৪. খেতে বেশি রস ধরে রাখলে এবং সুপারিশ মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে আগাছার উপদ্রব কমে যায়।

৫. জৈব আগাছানাশক হিসেবে স্মিক্রোনিক্স (পোকা) এবং ফিউজারিয়াম (ছত্রাক) ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. আগাছা জন্মানোর পরে ২, ৪-ডি/এমসিপি এ প্রয়োগ কার্যকরী।

ভুট্টা চাষে ডিবলিং একটি অভিনব পদ্ধতি

কুণাল নন্দী

বিভিন্ন রকম কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে চাষ হবার মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তণ্ডুলজাতীয় অর্থকরী ফসল ভুট্টা। বিগত কয়েক বছর হল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই চাষের এলাকা বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো।

এই ভুট্টা বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে যেমন শিশুখাদ্য গোখাদ্য এবং অন্য পুষ্টিযুক্ত খাবার ও মুখরোচক খাবার হিসেবে। কাজেই এই ভুট্টার দানা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কর্ম বিনিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সাধারণত উর্বর জৈবপদার্থযুক্ত মাটিতে এর চাষ ভালো হয়, জমি পিএইচ-এর মান ৬.৫-৭.৫-এর মধ্যে থাকা ভালো। এটি আলোক সংবেদনশীল নয় বলেই সারা বছরই এর চাষ করা চলে। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে এবং কৃষি বাস্তুতন্ত্র ঠিক রেখে এই চাষের এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে বলা ডিবলিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চাষের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- ক) মাটিতে কোনও চাষ না করার ফলে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। খ) জলের অপচয় বন্ধ হবে। গ) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা হবে। ঘ) চাষের খরচ কমে লাভ বাড়বে। ঙ) কৃষকদের ছোট ছোট জমিগুলিকে চাষের আওতায় আনতে পারবে।

এবার কীভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মরশুমের যে সমস্ত জমিতে আমন ধান রয়েছে সেই জমি নির্বাচন করতে হবে, সেই জমির ধান কাটার পর তার খড় বা নাড়া যে অবস্থা আছে ঠিক সেইভাবেই রাখতে হবে, এবার ওই জমিতে বীজ বপনের ৬.৭ দিন আগে আগাছানাশক হিসেব গ্লাইফোসেট জাতীয় ওষুধ প্রতি ১৬ লিটার ট্যাংকিতে ১০০ এমএল হিসেবে গুলে প্রতি বিঘার কমপক্ষে ৫ ট্যাংকি ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

তার ঠিক ৭ দিন পর লম্বা হাতলযুক্ত ছোট কোদাল ১ ফুট পরপর ২-২ ১/২ গভীর পরিমাণ একটি করে গর্ত করতে হবে, এবার প্রতি বিঘা জমির জন্য ২৫ কেজি ভালো পচা গোবর সার বা ভালো কম্পোস্ট সার তার সঙ্গে ২৫ কেজি ১০ : ২৬ : ২৬ মিশ্র সার একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ওই গর্তগুলিতে এক মুঠো পরিমাণ করে দিতে হবে। এবার ওই সার দেওয়া গর্তগুলিতে এক একটি করে দানা ফেলতে হবে এবং হালকাভাবে ওই গর্তের মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এরপর ১-২ দিনের মধ্যে অ্যাট্রাজিন ৫০ গ্রাম প্রতি ১৬ লিটার ট্যাংকিতে গুলে ৫ ট্যাংকি করে স্প্রে করতে হবে। এর ৩০-৩৫ দিন পর ২.৪ ডি ওষুধ ৫০ গ্রাম ১৬ লিটার ট্যাংকিতে গুলে স্প্রে করতে হবে।

বীজ বোনার ৩৫ দিন পর রসের অবস্থা বুঝে হালকা সেচ দিয়ে বিঘা প্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে প্রয়োগ করতে হবে। তারপর সলিউবার বোরণ ২০ শতাংশ ১৫ গ্রাম হারে প্রতি ১৬ লিটার ট্যাংকিতে গুলে স্প্রে করতে হবে। ৫০ দিন পর রসের অবস্থা বুঝে সেচ দিয়ে আবার ২০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ৭৫-৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ দিয়ে ৭ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। এই মধ্যকালীন অবস্থায় ৪০ দিনের মাথায় ৮০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ৪০ গ্রাম চুন প্রতি ১৬ লিটার ট্যাংকিতে গুলে অনুখাদ্যের অভাব দূর করতে স্প্রে করতে হবে।

সাধারণ ভুট্টা গাছের ১৩টি পাতার পর পুরুষ ফুল আসে এই পুরুষ ফুল থেকে পরাগরেণু স্ত্রী ফুল অর্থাৎ ভুট্টার মোচার উপর পড়ে। প্রতি বিঘাতে প্রচুর পরিমাণে পুরুষ ফুল দেখা যায়। এগুলি জমির প্রচুর খাবারের ক্ষতি করে, তাই এই ফুলগুলি লালচে আকার হলে প্রতিটি সারির প্রথম গাছ বাদ দিয়ে পরের দুটি করে গাছের ফুল কেটে ফেলতে হবে। এভাবে প্রতি সারিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভুট্টার দানা শক্ত হয়ে গেলে মোচার উপরের পাতাটি রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলা দরকার, এছাড়া প্রতি গাছে মোচা আসবার পর একটি করে মোচা রেখে বাকি মোচা ভেঙে দিলে গড় ফলন অনেক বৃদ্ধি পাবে।

গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে জ্বলছে পকেট

বাজার থেকে রান্নাঘর- সর্বত্র হাতে ছ্যাঁকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির জেরে মধ্য ও নিম্নবিত্তদের হাঁসফাঁস অবস্থা। নতুন করে একধাক্কায় ৫০ টাকা দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের। দুশ্চিন্তায় বাড়ির কর্তা থেকে গিন্নি। সরকারের কাছে কাতর আর্তি, 'দুর্বলদের মারবেন না।' শিলিগুড়ি, ইসলামপুর ও বাগডোগরার ৬ বাসিন্দার কথা শুনল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হিরণবালা রায়
(গেটবাজার, শিলিগুড়ি)

টিভিতে খবরটা শোনার পর থেকে চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। রান্নার গ্যাস তো রোজদিন ব্যবহার করতে হয়। একটা পরিবারের তিনবেলার খাওয়াদাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই বেশি খরচ হবে। একবারে পঞ্চাশ টাকা দাম বাড়িয়ে দিলে সমস্যা তো হবেই। একে আমার বয়স হয়েছে, অন্যের বাড়িতে রান্না করি। মাস গেলে ক'টা টাকা পাই। আবার পুরোপুরি উনুনে রান্না শুরু করব। আজকে সকালে উনুনেই রাঁধলাম। আশা করি, সরকার আমাদের কথা ভেবে দাম কমাবে।

গৌতম বৈদ্য
(দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। পেনশনের টাকায় সংসার চলে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা থেকে ওষুধপত্র, সবকিছুর দায়িত্ব আমার ওপর। হঠাৎ করে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিলে আমাদের মতো হিসেব করে দিন কাটানো মানুষের খুব অসুবিধে হয়। বছরে ছয়শো টাকার মতো বাড়তি খরচ। ভাবতে পারছেন? কেন মধ্যবিত্তের কথা সরকার ভাবে না, জানি না। দাম বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, কে জানে।

সঞ্চিতা ঘোষ
(শ্রী কলোনি, বাগডোগরা)

প্রতিদিন প্রতিটা পরিবারের প্রয়োজন রান্নার গ্যাস। সকালে বাচ্চার স্কুলের টিফিন, তারপর বাকিদের খাওয়া, দুপুরের রান্না, সন্ধ্যার টিফিন এবং শেষে রাতের রান্না সবকিছুই আমাদের করতে হয়। জীবনের অর্ধেকটাই তো রান্নাঘরে কেটে গেল। ভেবেচিন্তে, হিসেব কষে কীভাবে যে রান্না করি, তা একমাত্র আমরা জানি। জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বাড়ছে। মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তদের আয় তো বাড়ছে না তেমন। এমনিতেই গ্যাসের দামের সঙ্গে ডেলিভারি বয় বাড়তি টাকা নেয়। আবারও দাম বৃদ্ধি, সুতরাং সংসারের খরচ বাড়ল। অবশ্যই সাধারণের ঘরে এর প্রভাব পড়বে। সরকারের এ দিকগুলো একটু ভাবা উচিত ছিল।

অলোককুমার ঘোষ
(অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, বাগডোগরা)

৫০ টাকা আমাদের কাছে কতটা যে বেশি, তা হয়তো এসি ঘরে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া লোকগুলো বুঝতে পারবেন না। দিন আনি দিন খাই মানুষরা কী করবেন, ভেবে দেখেছেন তাঁরা? উনুনে রান্না করলে পরিবেশ দূষণ হয়। তাই সেটা করতে বারণ করা হচ্ছে। এবার রান্নার গ্যাস যদি সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়। তাহলে মানুষ যাবেন কোথায়?

বাসনা নাথ
(পুরাতনপল্লি, ইসলামপুর)

আমরা মনে হয় আর বেশিদিন গ্যাসে রান্না করতে পারব না। স্বামী রাজমিস্ত্রি। কাজ করলে মজুরি, নয়তো না। চারটে বাচ্চা। সংসারের বাকি খরচ চালাতে হিমসিম খেতে হয়। গোদের ওপর বিষফোড়া হল এবার। ভোটের পর ভোট যাচ্ছে, জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, আখেড়ে কিছুই হয় না। গরিব মানুষের সমস্যা আরও বাড়ে।

রামু সাহা
(সাহাপাড়া, ইসলামপুর)

লটারি টিকিট বিক্রি করে পরিবার চালাই। আর্থিক সমস্যা সংসারের সঙ্গী। টিভিতে নেতাদের ভাষণ শুনে মনে হয়, অনেক ভাবেন আমাদের নিয়ে। আশা করি, আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের দিন আসবে। সেসব যে বাস্তবায়িত হবে না, বুঝে গিয়েছি এতদিনে। আমাদের বোকা বানিয়ে সরকার শুধু ভোট নেয়। অথচ আমাদের স্বার্থ দেখে না। মাঝেমাঝে মনে হয়, আমাদের মতো গরিব মানুষের পাশে থাকার মতো কেউ নেই।

(তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে, খোকন সাহা ও শুভজিৎ চৌধুরী)

এবার বরোর দুয়ারে মেয়র, ফের নাগরিক সভার ডাক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : অভাব-অভিযোগ শুনে ভরসার পাত্র হওয়ার চেষ্টা? নাকি নাগরিক পরিষেবা নিয়ে জমে থাকা ক্ষোভে সৃষ্ট ক্ষতে মলম লাগানোর? উদ্দেশ্য যাই হোক, শিলিগুড়ির মেয়রের ঘোষিত কর্মসূচি নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে কৌতূহল বাড়ছে। কোথায় কী খামতি রয়েছে, তার লম্বা তালিকা নিয়ে তৈরি হচ্ছেন তাঁরা।

আগামী বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে সক্রিয় গৌতম দেব। নাগরিকদের অভিযোগ শুনতে ফের একবার নাগরিক সভা ডাকলেন মেয়র। শুধু তাই নয়, দ্রুত বরোভিত্তিক নাগরিক সভাও শুরু হচ্ছে। মঙ্গলবার এই কথা জানান মেয়র। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই লক্ষ্য, স্পষ্ট বার্তা তাঁর।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনর কটাক্ষ, 'মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা নাগরিক সভা নয়,

বিধানসভার পিচ তৈরি, কটাক্ষ বিরোধীদের

রাজনৈতিক সভা হবে। গত তিন বছরে এই বোর্ড কোনও প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি। মেয়র আগামী বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী হবেন বলে ধরে নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেন না।'

বিতর্ক এড়িয়ে মেয়রের মন্তব্য, 'বছরে একটা নাগরিক সভা আয়োজনের কথা পুর আইনে রয়েছে। সেইমতো বর্ষপূর্তিতে আমরা নাগরিক সভা করেছি। এই মাসে আরও একটা করব।'

বোর্ড গঠনের পর একাধিক নাগরিক সভা করেছেন মেয়র। দিনকয়েক আগে পুরনিগমের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নাগরিক সভায় মেয়র নিজের সাফল্যের ফিরিস্তি দেন। গত তিন বছরের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান দিয়ে তৈরি রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে দীনবন্ধু মঞ্চে ফের নাগরিক সভা হবে। সেখানে এসে নিজেদের সমস্যা জানাতে পারবেন শহরের মানুষ। ওই সভার প্রচার চালানো হবে ডিজিটাল মাধ্যমে। শহরজুড়ে মাইকে শোনানোরও পরিকল্পনা রয়েছে।

মঙ্গলবার মেয়র বললেন, 'কেন্দ্রীয়ভাবে নাগরিক সভার পাশাপাশি আমরা এবার বরোভিত্তিক নাগরিক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাঁচটি বরোতে দ্রুত সভাগুলো হবে। বরোর নাগরিক সভা নিয়ে নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করা হবে।'

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'মেয়র সভা ডেকে শুধু নিজের ঢাক পেটান। বাস্তবে উন্নয়নে কোনও কাজ হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু প্রকল্প আর পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় চলছে পুরনিগম।' সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলামেরও অভিযোগ, 'নাগরিক সভা করলে সঠিক হিসেব দিতে হয়। কিন্তু সেসব তো আর পাওয়া যায় না। বিরোধী কাউন্সিলার রয়েছেন, এমন ওয়ার্ডগুলোতে উন্নয়নমূলক কাজ দেওয়া হচ্ছে না। যেটুকু কাজ হয়, সেটা শাসকদলের ওয়ার্ডে।' চরম বৈষম্য চলছে বলে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি।

ডাব্বায় খাবার ভরে গড়াচ্ছে সংসার

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : সকালে উঠে পড়াতে যাওয়া, তারপর তৈরি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া রয়েছে। এই সব কিছুর মাঝে রান্না করার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনওটাই থাকে না। তবে এখন আর সমস্যা হয় না। মিনতিপিসি, রজনী সরকারের হাতে তৈরি খাবার খেয়ে কেউ যাচ্ছে কাজে, কেউ কলেজে। এতে কৌশিক দে, অমলেন্দু চক্রবর্তীদের সুবিধেই হয়েছে। তেমনি খাবার রান্না করে তা ডাব্বায় ভরে পৌঁছে দিয়ে কিছু টাকা উপার্জনের সুযোগ পেয়েছেন রজনীরা।

একটা সময় শিবমন্দিরের বাসিন্দা রজনী, অরূপাদের পরিচয় ছিল গৃহবধূ হিসেবে। সময়ের সঙ্গে শিবমন্দির এলাকার পরিবর্তিত রূপ তাঁদেরও স্বাবলম্বী করে তুলেছে। কেউ বাড়ির রান্নাঘর থেকে ডাব্বা প্যাক করে পৌঁছে দিচ্ছেন অনেকের কাছে, আবার কেউ বাড়িভাড়া দিয়েই চালাচ্ছেন সংসার।

শিলিগুড়ি থেকে খানিকটা দূরে শিবমন্দির। সময়ের সঙ্গে বদলেছে এলাকার হালহকিকত। একটা সময় এই এলাকা থেকে অনেক মহিলা শিলিগুড়িতে আসতেন কাজের সন্ধানে। এখন সেই প্রয়োজন আগের থেকে কমেছে। আবার যাঁরা গৃহবধূ, বাড়িতে থেকেই কিছু করতে চান, তাঁদের জন্যও এসেছে অনেক সুযোগ।

রজনীর কথায়, 'স্বামী মারা যাওয়ার পরে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাইরে গিয়ে কোনওদিন কাজ করিনি তাই সেই সাহসও হচ্ছিল না। তারপর ছেলের সঙ্গেই কলেজে পড়ে এমন কয়েকজনের জন্য রান্না শুরু করলাম। এরপর আস্তে আস্তে সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। এখন এই কাজের মধ্য দিয়েই সংসার চলছে।'

> স্বামী মারা যাওয়ার পরে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারপর ছেলের সঙ্গেই কলেজে পড়ে এমন কয়েকজনের জন্য রান্না শুরু করলাম। এরপর আস্তে আস্তে সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। এখন এই কাজ করে সংসার চলছে।
>
> **-রজনী সরকার**
> *শিবমন্দিরের বাসিন্দা*

পেট ভরছে

- শিবমন্দির এলাকায় অনেক পড়ুয়া, চাকরিজীবী থাকেন
- ব্যস্ততার কারণে রান্না করার সময় থাকে না অধিকাংশের
- এই বিষয়ের দিকে নজর রেখে সেখানে ডাব্বাওয়ালিদের রমরমা
- স্থানীয় অনেকে এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন

পরিবারে নেই তেমন কেউ। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে মালতী সাহার। বার্ধক্যের ভারে তেমন কাজও করতে পারেন না। এই বয়সে তাঁর সম্বল বাড়ি ভাড়াই। বলছিলেন, 'আগে তো আমাদের এলাকায় বাড়ি ভাড়ার তেমন চাহিদা ছিল না, তবে এখন বিগত কয়েক বছর ধরে বেশ চাহিদা রয়েছে। আমি একা মানুষ। অত ঘর লাগে না। তাই বাড়ি ভাড়া দিয়েই সংসার চলছে।'

অনেকে রয়েছেন যাঁরা কাজকর্ম, স্কুল-কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রান্নাবান্না করে উঠতে পারেন না।

শিবমন্দিরের বাসিন্দা মিনতি পালের কথায়, 'বর্তমানে এলাকায় অনেক পড়ুয়া, চাকরিজীবীর রান্না করার সময় তেমন থাকে না। সেই বিষয়ের দিকে নজর রেখেই এই ডাব্বাওয়ালির কাজের উদ্যোগ নিয়েছি। আমি ও আমার মেয়ে দুজনেই কাজ করি।' বর্তমানে এই এলাকার অনেকেই যে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

আস্থার নতুন শাখা

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন শালবাড়িতে খুলে গেল আস্থা মেডিকেলের সপ্তম শাখা। আস্থা মেডিকেল মানেই নির্ভেজাল এবং অতিরিক্ত ছাড়ে ওষুধ কেনার একমাত্র ঠিকানা। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িবাসীর আস্থা অর্জন করে নিয়েছে আস্থা মেডিকেল। কর্ণধার জানিয়েছেন, শালবাড়ির পর জয়গাঁ, মালবাজারেও তাঁদের শাখা গড়ে উঠবে।

আস্থা মেডিকেলের কর্ণধার অজিত আগরওয়াল ও সৌমেন নন্দী বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকটি শাখার মতোই শালবাড়ির শাখাতেও ওষুধে ২২ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। ১০০ শতাংশ নির্ভেজাল ওষুধ পাওয়া যায়। গোটা উত্তরবঙ্গে এ বছর মোট ২০টি শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।' এদিন নয়া শাখার উদ্বোধন করেন কানাড়া ব্যাংকের এজিএম ক্রিত নাগর।

কৃতী ১২ পড়ুয়া

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে নিখিলবঙ্গ মেধা অন্বেষণ অভীক্ষার কৃতী ১২ জন পড়ুয়ার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল মঙ্গলবার। এই পড়ুয়ারা শিলিগুড়ি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, নবীন পাঠ মন্দির, ঋষি অরবিন্দ প্রাইমারি স্কুল, জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ ও নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হল। শিলিগুড়ি কেন্দ্রে ২৪৭ জন পড়ুয়া মেধা অন্বেষণ অভীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। দার্জিলিং জেলা থেকে অংশগ্রহণ করে ৬২৬ জন।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নামল সিপিএম। মঙ্গলবার সিপিএমের শিলিগুড়ির ২ নম্বর এরিয়া কমিটি প্রতিবাদ সভা করে বিধান রোডে গোষ্ঠ পাল মূর্তির নীচে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে মালা পরিয়ে ওই প্রতিবাদ চলে। ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার। দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'প্রতিদিনই সারা দেশ এবং রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। চাল, ডাল, শাকসবজি থেকে শুরু করে পেট্রোপণ্য- প্রত্যেকটি জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে ধারাবাহিকভাবে আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলবে।' এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার, কাউন্সিলার জয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রস্তুতি বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বাংলা বর্ষবরণ এবং রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার পুরনিগমে মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের আধিকারিক, মেয়র পারিষদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'বাঘা যতীন পার্কে প্রথমে সমবেত সংগীত পরিবেশন হবে। তারপর এখান থেকে সকাল ৮টায় সূর্য সেন পার্ক পর্যন্ত শোভাযাত্রা হবে। বিকেলে বৈশাখী আড্ডা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে।'

ব্রাইটের অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : ২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল ব্রাইট অ্যাকাডেমি। এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে পরিচালক রতনলাল জৈন এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ ঘোষাল অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। সেইসঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও।

ছাত্রছাত্রীরা নাচ ও গান পরিবেশন করে। মোবাইলের প্রতি আসক্তি ও পরীক্ষার প্রতি ভয় নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। স্কুলের নৃত্য শিক্ষিকাদের নৃত্য পরিবেশনা অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করে।

টিআইসি উজাইর আহমেদের চেম্বারে শিক্ষকদের অবস্থান। মঙ্গলবার ইসলামপুরে।

ইসলামপুর কলেজ

দিনভর বিক্ষোভ, রাতে পদত্যাগ টিআইসি'র

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : শিক্ষকদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের জেরে তীব্র চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন ইসলামপুর কলেজের টিচার ইনচার্জ উজাইর আহমেদ। মঙ্গলবার দিনভর শিক্ষকদের বিক্ষোভের পর গভর্নিং বডির সভাপতি তথা ইসলামপুরের বিধায়কের ছেলে ইমদাদ চৌধুরীর উদ্দেশে পদত্যাগপত্র লিখে রাত ৯টা নাগাদ কলেজের রিসিভিং সেকশনে জমা করেন তিনি। অবশ্য পদত্যাগপত্রে কারণ হিসেবে উজাইর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অভিজিৎ দত্তের দাবি, 'গত সপ্তাহে শিক্ষকদের বড় অংশ টিআইসির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন। এমনকি এই বিষয়টি জানিয়ে একাধিক অনিয়মের কথা টিচার্স কাউন্সিল ইমদাদকেও লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই মর্মে কলেজের অচলাবস্থা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ফলে টিচার্স কাউন্সিল, ইমদাদ ও টিআইসির বাকযুদ্ধও প্রকাশ্যে চলে আসে।

এদিন দফায় দফায় টিআইসিকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। গভর্নিং বডি (জিবি)-র সভাপতি ইমদাদকেও বারবার ফোন করা হয়। তবে তিনিও সাড়া দেননি। যদিও জিবির অন্যতম সদস্য বিশ্ব মণ্ডল এদিন রাতে টিআইসির পদত্যাগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁর যুক্তি, 'টিআইসির পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করা হবে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জিবির বৈঠক ডেকে নেওয়া হবে।'

এদিকে, শিক্ষকদের বড় অংশ টিআইসির পদত্যাগকে তাঁদের অনাস্থা প্রস্তাবের জয় হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। টিআইসির সঙ্গে টিচার্স কাউন্সিলের সংঘাত গত কয়েক মাস ধরেই চলছিল। কলেজ চত্বরে গুঞ্জন, টিআইসি গভর্নিং বডির সভাপতির অত্যন্ত 'স্নেহধন্য' হওয়ায় এতদিন কেউই মুখ খোলেননি। চলতি মাসের ২ তারিখ ১৯ জন শিক্ষক টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠকে রীতিমতো রেজোলিউশন করে টিআইসির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এমনকি ৩ এপ্রিল জিবি-র সভাপতিকে যে চিঠি টিচার্স কাউন্সিল দিয়েছিল, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। সেসময় টিআইসি অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি জিবি-র সভাপতিও প্রচ্ছন্নভাবে টিআইসির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এদিন টিচার্স কাউন্সিলের শিক্ষকরা কলেজ শুরুর পর থেকে রাত পর্যন্ত টিআইসির পদত্যাগের দাবিতে অনড় অবস্থান নেন। শেষ পর্যন্ত রাতে টিআইসি পদত্যাগ করেন।

টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অভিজিৎ বলেন, 'আমরা টিআইসির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলাম। আজ বড় অংশের শিক্ষকরা রাত পর্যন্ত ওঁর পদত্যাগের দাবিতে সরব ছিলেন। ওঁ রাতে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। জিবি নিশ্চয় শিক্ষকদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।' জিবি-র সদস্য বিশ্বর যুক্তি, 'টিআইসি এদিন পদত্যাগ করেছেন জানতে পেরেছি। তবে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত ও মঞ্জুর হবে কি না, তা জিবি-র বৈঠকে চূড়ান্ত হবে।'

১৮ দোকান উচ্ছেদ অভিযানে পুরনিগম

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : ফের দখল উচ্ছেদ অভিযানে নামল শিলিগুড়ি পুরনিগম। মঙ্গলবার ভুটিয়া মার্কেট, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় ১৮টি অস্থায়ী দোকান তুলে দেওয়া হয়। এরপর দলটি পৌঁছায় শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে। সেখানকারও একটি দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে এদিন। সামগ্রী গুটিয়ে এলাকা ছাড়েন ব্যবসায়ীরা।

দীর্ঘদিন ধরে ভুটিয়া মার্কেটের সামনে এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন রাস্তা দখল করে দোকান বসানোর অভিযোগ আসছিল পুরনিগমের কাছে। যানজটে আটকে পড়ছিল গাড়ির চাকা। টক টু মেয়রে গৌতম দেবকে সরাসরি ফোনে অভিযোগ জানান বেশ কয়েকজন শহরবাসী। নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। মহকুমা পরিষদের কার্যালয়ের সামনে থেকে গোষ্ঠ পালের মূর্তি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় ভোগান্তি নিত্যদিনের কাহিনী। অথচ আশপাশে রয়েছে সিএমওএইচ-এর অফিস, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কার্যালয়।

মঙ্গলবার সকালে আর্থমুভার নিয়ে অভিযানে নামেন পুরকর্মীরা। রাস্তা দখল করে বসে থাকা দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। সামগ্রী গুছিয়ে নিতে ২০ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। পান, লটারি, দুধ বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হত সেখানে। ওই ব্যবসায়ীদের দাবি, 'আমাদের আগে সরতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যেই যে ভাঙা হবে, তা জানানো হয়নি। আগে জানলে আমরা আজ আসতাম না। অনেক টাকার লোকসান হয়ে গেল।' তাঁদের একজন সঞ্জয় দাস। বলছিলেন,

তুলে দেওয়া হয়েছে রাস্তা দখল করে বসা দোকানগুলো। মঙ্গলবার।

'দোকান তৈরির জন্য ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে সরিয়ে দিল। এখন কী করব, বুঝতে পারছি না।' ৩৬ বছর ধরে ওই এলাকায় ব্যবসা করছেন গৌরী দাস। মঙ্গলবার দোকান সরিয়ে ফেলতে হয়েছে তাঁকেও।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী অজয় আগরওয়াল এদিন বলছিলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা আটকে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ব্যবসায়ী। সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল বাকি ব্যবসায়ীদের। পুরনিগমে আমরা অভিযোগ জানাই। ওরা তুলে দিয়ে গেল।' উচ্ছেদ হওয়া দোকানের মালিক রতনকুমার সাহার অবশ্য দাবি, 'পুরনিগমের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছি। ছয় মাস আগে পুরনিগম থেকে দোকান সরাতে নোটিশ পাঠানো হয়। আমরা সেই নিয়ে মামলা করেছি। আদালতে মামলা চলছে। এদিন যে দোকান ভাঙা হবে, সেব্যাপারে খবর পাইনি।'

> রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযান লাগাতার চলবে। পুলিশ পদক্ষেপ করছে। পুরনিগম তাদের সাহায্য করছে। আইন লঙ্ঘন করে কেউ মানুষের অসুবিধা করলে, তা কখনও মেনে নেওয়া যাবে না। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, কার্যালয়ের আশপাশ যানজটমুক্ত রাখতে হবে।
>
> **রঞ্জন সরকার** *ডেপুটি মেয়র*

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সাফ বার্তা, রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযান লাগাতার চলবে। পুলিশ পদক্ষেপ করছে। পুরনিগম তাদের সাহায্য করছে। আইন লঙ্ঘন করে কেউ মানুষের অসুবিধা করলে, তা কখনও মেনে নেওয়া যাবে না। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, কার্যালয়ের আশপাশ যানজটমুক্ত রাখতে হবে।

রঞ্জন কড়া বার্তা দিলেও বাস্তব বলে, এর আগে বহুবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে শিলিগুড়িতে। কিন্তু এক-দু'দিন যেতে না যেতেই ফের একই জায়গা দখল হয়েছে। হাসপাতালের সামনেটা যার বড় উদাহরণ। তাই দখল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে হবে গৌতম-রঞ্জনদের।

দিনহাটার মেয়ে এবার ইসরোর বিজ্ঞানী

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৮ এপ্রিল : অজানা নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান করে দিনহাটার নাম অনেক আগেই দেশের কাছে তুলে ধরেছিলেন ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী কনক সাহা। এবার আরও একবার দিনহাটার নাম মহাকাশ গবেষণায় ক্ষেত্রে উঠে এল। যার নেপথ্যে দিনহাটা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ময়ূরাক্ষী চন্দ। তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ইসরোর ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করবেন।

এতেই খুশির হাওয়া চন্দ বাড়ি থেকে ময়ূরাক্ষীর স্কুলে। মঙ্গলবার ময়ূরাক্ষীর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিবেশীদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন তাঁর মা ও বাবা। ময়ূরাক্ষীর বাবা প্রদীপ চন্দ পেশায় একজন শিক্ষক। তাঁর কথায়, 'মেয়ে বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিল। কখনোই পড়াশোনা নিয়ে ওকে কিছু বলতে হয়নি। আমি নিজে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। ওর মা একজন নার্স। দুজনের কেউই ওকে খুব বেশি সময় দিতে পারেনি কখনোই। মেয়ের এই সাফল্য একান্তই ওর নিজের পরিশ্রমের ফসল।'

ময়ূরাক্ষী ২০১৪ সালে দিনহাটা গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও

ময়ূরাক্ষী চন্দ।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেন। এরপরেও শুরু হয় তাঁর স্বপ্নের পথে যাত্রা। নয়াদিল্লি ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে সয়েল সায়েন্স নিয়ে এমএসসি শেষ করে ওই ইনস্টিটিউটেই গবেষণা করছেন।

এর মাঝেই চলতি বছর জানুয়ারি মাসে ইসরোর নতুন বিজ্ঞানী নিয়োগের সুযোগের কথা জানতে পারেন ময়ূরাক্ষী। নির্ধারিত সময়ে আবেদন করে লিখিত পরীক্ষা দেন। তারপর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশের বাছাই করা ২০ জনের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা আয়োজিত হয়। যার ফল জানানো হয় এদিন। ময়ূরাক্ষী এদিন দিল্লি থেকে জানতে পারেন ২০ জনের মধ্যে যে চারজনকে ইসরো নতুন বিজ্ঞানী হিসেবে বেছে নিয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। দিল্লিতেই বন্ধুদের সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়েন ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। ময়ূরাক্ষী বলেন, 'গবেষণা করার মাঝেই এমন সুযোগ সত্যিই অনেক বড় পাওনা। ইসরোর নানা কাজ সামনে থেকে দেখতে পাব ভাবতেই অন্যরকম আনন্দ হচ্ছে। এই সাফল্য আমার পরিবারের।'

ময়ূরাক্ষীর মা বুলবুল দেব জানালেন, মেয়ের জন্য ভীষণই গর্ববোধ হচ্ছে। ইসরোর মতো একটি জায়গায় তাঁর মেয়ে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করবেন, সেই আনন্দে তিনি আত্মহারা।

শৈশব... গরম থেকে বাঁচতে যমুনার ধারে মাটি মেখে এক কিশোর। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে। -এএফপি

আগুন নেভালেন ওপারের ওঁরা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৮ এপ্রিল : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝে দুই দেশের বন্ধুত্বের নজির দেখলে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্ত। মঙ্গলবার দুপুরে সবাই যখন নানা কাজে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে আকবরপাড়ায় এক ভারতীয় বাসিন্দার বাড়ির খড়ের খাদায় আগুন লাগে। সেই আগুন দেখতে পেয়ে তা নেভাতে ছুটে আসেন ওপারের কৃষকরা। সীমানা ভুলে ভারতীয় কৃষকের খড়ের গাদার আগুন নেভাতে সাহায্য করেন ওপারের বাসিন্দা আতিয়ার রহমান, সফিয়ার রহমান, ওয়ারুল ইসলামরা। ভারতীয় মাত্র ১৮টি পরিবার কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরে থাকে। যদিও সেই সময় অধিকাংশ বাসিন্দাই বাড়িতে ছিলেন না। ফলে ওপারের বাসিন্দাদের কেউ বালতিতে, কেউ বা রান্নাঘরের বাসনপত্রে জল নিয়ে ছুটে আসেন আগুন নেভাতে।

ওই আকবরপাড়ায় ঢুকতে বিএসএফের ওপি গেট পেরিয়ে যেতে হয়। সেই গেটে বিএসএফের খাতায় নাম লিখে গ্রামে প্রবেশ করতে হয়। মঙ্গলবার আচমকাই গ্রামের খইরুল হকের বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন

খড়ের গাদায় আগুন নেভাতে এপারের বাসিন্দাদের সঙ্গে বাংলাদেশিরা।

লাগে। পরিবারের লোকজন কেউ ছিলেন না। আশপাশের বাসিন্দারা আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। সেই চিৎকার শুনে আগুন নেভাতে ছুটে আসেন পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানা এলাকার মেম্বারপাড়ার বাসিন্দারা। খইরুল বলেন, 'বাড়ির বাইরে আগুন নিয়ে খেলছিল কয়েকটি বাচ্চা। আচমকা সেখান থেকে খড়ের গাদায় আগুন লাগে। প্রায় ৮ বিঘা জমির খড় পুড়ে গিয়েছে। গ্রামবাসী দুটি সেচের পাম্প চালু করে জল দিয়ে আগুন নিভিয়েছেন।' ওপারের বাসিন্দা সফিয়ার রহমান বলেন, 'কাঁটাতার থেকে খানিকটা দূরে আমাদের একেবারে পাশেই এই কয়েকটি ভারতীয় পরিবার বসবাস করে। চিৎকার শুনে আমরা সকলেই আগুন নেভানোর জন্য ছুটে আসি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, খড়ের গাদায় আগুন লাগে। কিন্তু মুহূর্তে আগুন নিয়ন্ত্রণে না এলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। স্থানীয় তরুণ নুর আলম বলেন, 'আমাদের চিৎকার শুনে বাংলাদেশি গ্রামের মানুষ ছুটে না এলে পরিস্থিতি ভয়ানক হত।'

ভারতে ঢুকে আগুন নেভাতে গিয়ে ওপারের বাসিন্দা আতিয়ার রহমান বলেন, 'কাঁটাতারের ভিতরে বিএসএফ জওয়ানদের অতটা কড়াকড়ি থাকে না। তাছাড়া বিপদের সময় ভারতীয়দের সাহায্য করতে দেখে বিএসএফ এলেও কিছু বলেনি। বরং তারা প্রশংসা করেছে।'

আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন, কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ ও কর্তব্যরত বিএসএফ আধিকারিকরা। যদিও তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ রায়ের কথায়, 'কাঁটাতারের ওপারের গ্রাম। খবর পেয়েই আমি দমকলকেন্দ্রে যোগাযোগ করি। কিন্তু মেখলিগঞ্জ থেকে প্রত্যন্ত এই গ্রামে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই গ্রামবাসী নিজেরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। গ্রামে ঢোকার রাস্তাও সরু। সেই কারণে দমকলের গাড়িও সেখানে পৌঁছাতে পারত না।'

উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৮ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানা এলাকার এক নাবালিকাকে উদ্ধার করা হল কিশনগঞ্জ থেকে। মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে সেই নাবালিকা ও এক তরুণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আরপিএফ সেই তরুণ ও নাবালিকাকে উদ্ধার করে। রাতেই কিশনগঞ্জ আরপিএফ তাদের শিলিগুড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

অন্যদিকে, আহমেদাবাদে পাচারের আগে ছয় নাবালককে উদ্ধার করল আরপিএফ। সোমবার রাতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছয়জনকে ঘুরতে দেখে সন্দেহ হয় কিশনগঞ্জ স্টেশনে কর্মরত আরপিএফ জওয়ানদের। তাঁরা নাবালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, তাদের বাড়ি কাটিহার জেলার তেলতায়। তাদের গুজরাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কাজের কথা বলে।

কাঠগড়ায়

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি বালির অবৈধ কারবার রুখতে চোপড়া থানার পুলিশের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি ইসলামপুর ব্লকের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ সোচ্চার হয়েছিলেন, যা নিয়ে বালি মাফিয়াদের সঙ্গে আমজনতার বচসা ও ধস্তাধস্তি পর্যন্ত হয়।

গত বছরের শুরুর দিকে ইসলামপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক টানা ১০ দিন অভিযান চালিয়ে ১০০টির ওপর বালির ডাম্পার আটক করেছিলেন। ফলে প্রশাসনিক স্তরেই প্রশ্ন উঠছে, বর্তমানে প্রশাসন এই ধরনের কড়া পদক্ষেপ কেন করছে না? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

হামিদুলের মন্তব্য বিষয়টিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'অবৈধ খাদানে শাসকদলের লোক বা অন্য লোক বলে কিছু নেই। আসলে পুলিশের একাংশের যোগসাজশে টাকার বন্দোবস্তে অবৈধ খাদানগুলি চলছে। এমনকি দিনদুপুরে রাজস্ব ছাড়া বালির গাড়ি চলছে। কিন্তু কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

চোপড়ায় চিতলঘাটায় দুটি এবং হাপতিয়াগছে একটি বৈধ ঘাট রয়েছে বলে জানিয়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। তবে এর বাইরে একাধিক অবৈধ খাদান নজরে এসেছে। চোপড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক লালিত থাপা রাখঢাক না করেই বলছেন, 'আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অবৈধ খাদানগুলি সক্রিয় হয় তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে এই বিষয়ে পুলিশ ভালো বলতে পারবে। তারাও বিষয়টি দেখছে।'

পুলিশ সুপার অবশ্য স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের কাজ ঠিকভাবেই করছেন। আগামীতেও করে যাবেন।

পাম্পে ঢুকে কর্মীর মাথায় গুলি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ এপ্রিল : রাতের অন্ধকার চিরে জাতীয় সড়ক দিয়ে হুসহুস গাড়ি যাচ্ছে। সেই জাতীয় সড়কের গা ঘেঁষে একটি পেট্রোল পাম্প। একটি মোটর সাইকেল পাম্পে এসে ঢুকল। তাতে চালকের পেছনে আরও দুজন আরোহী। প্রত্যেকের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। বাইক থেকে নেমে এক তরুণ পেট্রোল পাম্পের কর্মীর সঙ্গে সামান্য কথা বলল। আবার বাইকে গিয়ে উঠল। তারপর সিটে বসেই পিস্তল তাক করে নিমেষে ওই কর্মীর মাথা লক্ষ করে ট্রিগার টিপে দিল। পিস্তল থেকে গুলি সেই কর্মীর ডান কানের ওপরে মাথায় গিয়ে বিঁধল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ওই পাম্পকর্মী।

এত অবধি শুনে মনে হচ্ছে না যেন কোনও ওয়েব সিরিজের দৃশ্য? বাস্তবে সোমবার রাত ১১টা নাগাদ ঠিক এমনটাই ঘটেছে ৩১সি জাতীয় সড়কের ওপর চালতাতলা এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখছে। জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। তবে ওই কর্মীকে কারা গুলি করে পালাল, কেন গুলি করল, সেসব এখনও ধোঁয়াশায় ঢাকা।

গুলিবিদ্ধ ওই পেট্রোল পাম্পকর্মীর নাম অশোক মণ্ডল। ৫৩ বছর বয়সের অশোক গত ১০ বছর ধরে ওই পেট্রোল পাম্পে চাকরি করছেন। মজিদখানা হাইস্কুলের পাশে তাঁর বাড়ি। এক ছেলে এবং স্ত্রী রয়েছেন তাঁর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাতেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার অপারেশন করে ওই গুলি বের করা হয়েছে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার অশোক এবং ষষ্ঠী দাস নামে দুই কর্মীর নাইট ডিউটি ছিল। আটটা পর্যন্ত ওই পেট্রোল পাম্পে ডিউটি করেন সঞ্জীব রায় এবং রুস্তম রহমান নামে দুই কর্মী। প্রতিদিনের মতো ওই পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার সাড়ে সাতটা নাগাদ চলে যান। রাত আটটা নাগাদ কাজে যোগ দিয়েছিলেন অশোক এবং ষষ্ঠী। ঘটনার সময় ষষ্ঠী পেট্রোল পাম্পের অফিসের পেছনের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। একাই ডিউটি করছিলেন অশোক। আলিপুরদুয়ারদের দিক থেকে একটি বাইক পাম্পে ঢোকে। দুই আরোহীর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। একদম শেষের আরোহীই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারপর নিমেষের মধ্যে বাইক নিয়ে জাতীয় সড়কে উঠে পালিয়ে যায় তারা। গুলির আওয়াজ পেয়ে ষষ্ঠী বেরিয়ে দেখেন অশোক পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথা থেকে প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছে। তখন খবর দেওয়া হয় শামুকতলা থানায়। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব এবং পুলিশ ইনস্পেকটর অভিষেক ভট্টাচার্য চলে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলিপুরদুয়ার থেকে জেলা পুলিশের কর্তারাও চলে আসেন।

পুলিশের এক কর্তা জানান, ছিনতাই বা টাকা লুট করার জন্য যে ওই দুষ্কৃতীরা পেট্রোল পাম্পে আসেনি সেটা পরিষ্কার। কারণ ওই কর্মীর ব্যাগে থাকা টাকা তারা নেয়নি। টাকা নেওয়ার চেষ্টাও করেনি। ওই পেট্রোল পাম্পের কর্মী রুস্তম রহমান বললেন, 'রাত আটটা নাগাদ আমি ডিউটি শেষ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। অশোকদা এবং ষষ্ঠী দাস বলে একজন তখন ডিউটিতে আসেন। কী করে এমন ঘটনা ঘটল কিছুই বুঝতে পারছি না। অশোকদার কোনও শত্রু আছে বলে আমাদের জানা নেই। এমন ঘটনায় আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত।'

স্কুলে স্বেচ্ছাশ্রম

প্রথম পাতার পর

গোয়ালপোখরের গোয়াগাঁও হাইস্কুলে ১৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। চাকুলিয়া হাইস্কুলের চাকরিহারাদের মধ্যে পীযূষকান্তি বর্মনের দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথা মানব না। যা পরিস্থিতি তাতে এভাবে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। চাকরি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আইনি লড়াই জারি থাকবে।' এদিকে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন পার্শ্বশিক্ষকরা। তিনদিনের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা। যার জেরে শিক্ষক সংকটে পড়েছে স্কুলগুলি। এর জেরে এলাকার অনেক স্কুলে এদিন পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে। চাকুলিয়া পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চের ব্লক সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'সমযোগ্যতা নিয়ে আমরা স্থায়ী শিক্ষকদের মতো স্কুলে কাজ করছি। দিনের পর দিন আমাদের দায়িত্ব বাড়লেও বেতন বাড়েনি। আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে বুধবার পর্যন্ত টানা তিনদিন কর্মবিরতি চলবে। তাতে কাজ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে।' চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে বলেন, 'আমাদের স্কুলের যেসব শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন তাঁরা সবাই যোগ্য ছিলেন। এইভাবে তাঁদের চাকরি চলে যাওয়ার ফলে স্কুলকে বিপদে পড়তে হচ্ছে। পার্শ্বশিক্ষকদের কর্মবিরতির জেরে স্কুলের জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কীভাবে স্কুল চালাব তা ভেবে কূল পাচ্ছি না।'

শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসে দুর্ঘটনা, জখম ৮

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : শিক্ষামূলক ভ্রমণে পাহাড়ে এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার সকালে পেলিং থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে ওই পড়ুয়াদের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে যাওয়ায় কমবেশি চোট পান গাড়িতে থাকা প্রত্যেকেই। চারজনের চোট গুরুতর হওয়ায় তাঁদের কালিম্পং জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়িটি যখন মল্লি থানার অন্তর্গত লেপচাঝোরায় আসে, সেসময় পাহাড় থেকে একটি বিশালাকার গাছ উপড়ে পড়ছিল। যা দেখে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে না পারায় গাড়িটি খাদে পড়ে যায় বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, ঘটনার পর ঘণ্টাখানেক সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে উপড়ে পড়া গাছটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হলে যান চলাচল শুরু হয়। সিকিম নম্বরের ওই গাড়িটিকেও পরে খাদ থেকে তুলে মল্লি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হুগলির আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি

দুর্ঘটনার পর পড়ে রয়েছে উপড়ে যাওয়া গাছ। -সংবাদচিত্র

দল সিকিমে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিল। সফর শেষ করে এদিন পেলিং থেকে একাধিক গাড়িতে চেপে ওই ছাত্রছাত্রীরা শিলিগুড়িতে নামছিলেন। মল্লি পেরিয়ে আসার পর কালিম্পং থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার আগে লেপচাঝোরা এলাকায় গাড়ির চালক দেখেন, পাহাড় থেকে একটি বিশালাকার গাছ উপড়ে পড়ছে। গাছটি গাড়ির ওপরে আছড়ে পড়বে আশঙ্কায় চালক হঠাৎই ব্রেক কষেন। কিন্তু গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তে রাখতে পারেননি। গাড়িটি খাদে গড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় গাড়ির চালক এবং বাকি আজটন কলেজ পড়ুয়াই জখম হন। দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন। প্রত্যেককে নিয়ে যাওয়া হয় কালিম্পং জেলা হাসপাতালে। চারজনের চোট গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ভর্তি নেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় বাকিদের।

অন্যদিকে, গাছ পড়ে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হওয়ায় মাঝপথে আটকে পড়ে প্রচুর গাড়ি।

ভুয়ো 'হিন্দুরাষ্ট্র' এবং এক জালিয়াতের

প্রথম পাতার পর

তার এক শিষ্যা তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনে। ছিল অপহরণের অভিযোগও।

বেঙ্গালুরুর পর নিত্যানন্দ জাঁকিয়ে বসেছিল আহমেদাবাদে। গুজরাটের উপর অনেকটা নির্ভর করত ভুয়ো বাবাজি। সেখানে তার যোগাযোগ ছিল ভালো। বলতে গেলে তার আশ্রমে ঘটা নানারকম অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল গুজরাট পুলিশই, অভিযোগ এমনটাই। তবে মাঝে একবার ধরা পড়ে তাকে জেলে থাকতে হয়েছিল ৫২ দিন। তারপর জামিন হয় তার। তখন দেশ থেকে পালিয়ে সে গিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়, জনশ্রুতি তেমনটাই। এই কৈলাসের রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি ছিল বিজয়া প্রিয়া। কৈলাসের প্রধানমন্ত্রী ছিল প্রাক্তন চিত্রতারকা রঞ্জিতা। এদেশে আসারাম বাপু, গুরমিত রাম রহিম, রামপালের মতো খ্যাতিমান গুরুদেবদের কোনও অভাব নেই। তবে হিন্দু ধর্ম সম্বল করে জালিয়াতিতে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে নিত্যানন্দ। ঘোল খাইয়েছে একাধিক দেশকে।

একেবারে হালে নিত্যানন্দ সাড়া ফেলেছে তার জালিয়াতির নতুন কায়দায়। বলিভিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছে তার জনা চল্লিশ সাঙ্গোপাঙ্গ। এবার অভিযোগ, সেখানকার আদিবাসীদের জমি হাতানো। নিত্যানন্দের 'হিন্দুরাষ্ট্র' থেকে সেই শাগরেদদের ঘাড় ধরে ফেরত পাঠানো হয়েছে যার যার নিজের দেশে। সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে পরিচয় দিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র কৈলাসের নামে নানা দেশের সঙ্গে চুক্তি সই করত নিত্যানন্দ। ২০২৩ সালে কৈলাসের সঙ্গে চুক্তি করায় পদত্যাগ করতে হয়েছিল প্যারাগুয়ের এক আমলাকেও। নেয়ার্কের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি বাতিল করতে হয়েছে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নিত্যানন্দের ছবি বাগাতে পেরেছিল তার শাগরেদরা।

অতঃপর বাধ্য হয়েই বলিভিয়া সরকারিভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ইউনাইটেড স্টেটস অফ কৈলাসের সঙ্গে তাদের কোনও সংশ্রব নেই। তবে সবথেকে বড় জালিয়াতি ধরা পড়েছে এখন। আমাজনের ধারে আদিবাসীদের হাজার বছরের লিজ চুক্তি দিয়ে জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে নিত্যানন্দের চ্যালাচামুণ্ডারা। যে জমি তারা লিজে নিচ্ছিল তা দিল্লির মোট আয়তনের তিনগুণ। সরল আদিবাসীদের ভুলিয়ে মুখে এক বলে চুক্তিতে আরেক রকম লেখা হয়েছিল। তা ধরা পড়ে যায়। তাতে ছিল সেই জমির প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে নেওয়ার শর্তও।

এই প্রতারকরা এদেশে অনায়াসে সাধু সেজে লোকের ভক্তির সুযোগ নিয়ে নিজেদের কারবার অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। আর এখানকার সরকার আর পুলিশের মদতে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছেমতো জামিন কিংবা প্যারোলে ভোটের আগে জেল থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে।

ধর্ষণে আটক

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালিকার বাবা, মা নেই। সে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকত। সেই বন্ধুর বাবা নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আত্মহত্যা

কিশনগঞ্জ, ৮ এপ্রিল : সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন বিজেপির বিহার রাজ্য সভাপতি দিলীপকুমার জয়সওয়ালের দেহরক্ষী সিআরপিএফ জওয়ান আশুতোষ মিশ্রা। পুলিশ ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

প্রাণ বাঁচাতে

প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানা থেকে বিশালবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ শুরু হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করা হয়।

ফুলবাড়ি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিষেক রায় বলেন, 'জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল। একজন পুলিশকর্মী আমাদের স্কুলে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছেন। এই জায়গাটি দুর্ঘটনার দিক থেকে স্পর্শকাতর। আমাদের স্কুলের দুই হাজার ছাত্রছাত্রী রাস্তা পার হয়ে বিদ্যালয়ে আসে।' ওই শিক্ষকের সংযোজন, 'এর আগেও আমরা এই জায়গায় দুর্ঘটনার বিষয়ে পুলিশের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। এখানে ভোর থেকে রাত অবধি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। স্কুল টাইমে শুধু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করলে হবে না। অন্য সময়েও দুর্ঘটনা ঘটে।'

ফুলবাড়ি মোড় থেকে জটিয়াকালী মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ জমিজটের জেরে বেশ কয়েক বছর বন্ধ হয়ে রয়েছে। এদিকে, জটিয়াকালী মোড়ের কাছে রাস্তাটি মরণফাঁদ হয়ে রয়েছে। এর আগেও ওই জায়গায় একাধিকবার দুর্ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছে। সেই কারণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সেখানে থাকে। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কেন দুর্ঘটনা ঘটবে সেই প্রশ্ন তুলে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান, মহম্মদ সাব্বিরের কথায়, দুর্ঘটনা যখন হয় তখন পুলিশকর্মীরা মোবাইল দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। পুলিশ কাজ করলে এভাবে দুর্ঘটনা ঘটত না। দুর্ঘটনার জেরে এদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ হয়ে ছিল। পরে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

দেশে ফেরার বার্তা

প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইঙ্গিতবাহী তাঁর ইউনূস বিরোধী কথাবার্তাও। ক'দিন আগে ব্যাংককে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনায় ভারতে বসে হাসিনার মন্তব্য নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা। ভারত সরকার মুজিব-কন্যার কথায় লাগাম টানুক- এই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ওই বার্তায় ইতিবাচক কিছু বলেননি। তারপরেই সোমবার রাতে হাসিনার বক্তব্যে স্পষ্ট, তাঁকে কথায় লাগাম দিতে বলেনি ভারত। তিনিও ইউনূসকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন। তাঁর ভাষায়, 'উনি এমন একজন, যিনি কখনও জনগণকে ভালোবাসেননি। চড়া সুদে অল্প ঋণ দিয়েছিলেন। সেই টাকা বিদেশে বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য ব্যবহার করেছেন। আমরা তখন তাঁর দ্বিচারিতা বুঝতে পারিনি। তাই অনেক সাহায্য করেছিলাম।'

বঙ্গবন্ধুর কন্যার অভিযোগ, 'তিনি (ইউনূস) মানুষের জন্য কিছু করেননি। শুধু নিজের ভালো করেছেন। তাঁর ক্ষমতার প্রতি লোভ তৈরি হয়েছে, যা এখন বাংলাদেশকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।' অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশ 'সন্ত্রাসবাদী' রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে দাবি করে আওয়ামি লিগ নেত্রী বলেন, 'আমাদের নেতা-কর্মীদের এমনভাবে হত্যা করা হচ্ছে, যা বর্ণনা করা যায় না। পুলিশ, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী, সবাইকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার খবর যাতে প্রকাশ্যে না আসে, সেজন্য সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে হাসিনার দাবি। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ঝটিকা মিছিল করছে আওয়ামি লিগ। সেইসব মিছিলে লোকসমাগম যথেষ্ট হচ্ছে। এমন সময় হাসিনার দেশে ফেরার ইঙ্গিত কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করবে নিঃসন্দেহে।

হাসিনা যেদিন বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার দাবি করলেন, ঘটনাচক্রে সেদিনই গোটা দেশে লুটপাট, ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এসেছে। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন। সেই বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা বহু দোকান ও শোরুমে ভাঙচুর চালিয়েছে। লুট হয়েছে মালপত্র। হামলাকারীদের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে বাটা, পিৎজা হাট, কেএফসির মতো আন্তজাতিক ব্র্যান্ডের শোরুম।

সংসদীয় দলে 'গৃহযুদ্ধ'

প্রথম পাতার পর

এর তার কাছ থেকে গিফট নেন, ইংরাজিতে 'ফটর ফটর করেন' ইত্যাদি মন্তব্য ওই মহিলা সাংসদ সম্পর্কে শোনা গিয়েছে কল্যাণের মুখে। তৃণমূলের কোনও মহিলা সাংসদ অবশ্য কল্যাণের মন্তব্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি অন্তত প্রকাশ্যে।

সংসদীয় দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ওই মহিলা সাংসদকে 'ভার্সেটাইল ইন্টারন্যাশনাল লেডি' বলে উল্লেখ করে কল্যাণ বলেন, 'আমার মতো লোককে বলছে জেলে ঢোকাও। এরা কারা?' তৃণমূল সাংসদদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট মঙ্গলবারই প্রকাশ্যে আসে। কল্যাণের কিছু ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তিনি কল্যাণের 'ভার্সেটাইল ইন্টারন্যাশনাল লেডি' বক্তব্যকে 'বিশ্বের রহস্য' বলে কটাক্ষ করেন।

তারপর দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কল্যাণ অভিযোগ করেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ ভিডিও ইচ্ছাকৃতভাবে কীর্তি আজাদ ফাঁস করেছেন।' কল্যাণ বলেন, 'ওই মহিলা সাংসদ শুধু মোদি ও আদানির বিরুদ্ধে বলেন। একবারও রাজনাথ সিং, অমিত শা বা পীযূষ গোয়েলের বিরুদ্ধে বলেন না। সন্দেহ তো হবেই। ইংরেজিতে ফটর ফটর করলেই কেউ সম্মানহানির লাইসেন্স পায় না।'

প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ও কল্যাণের আক্রমণ থেকে রেহাই

পাননি। কল্যাণ বলেন, 'নারদায় টাকা নিয়েছে। ওঁর কোনও ব্যালেন্স নেই। এখানে একরকম, ওখানে একরকম কথা বলেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির বিরুদ্ধে কোনও কথা বললে গায়ে লাগে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বললে গায়ে লাগে না। সব দু'নম্বরিরা এক জায়গায় হয়েছে।' সৌগত পালটা বলেন, 'কল্যাণের রুচিবোধ নেই। সভ্যতার অভাব রয়েছে। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান করি। মুখ্যসচেতকের পদ থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।'

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কীর্তি আজাদ কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন কল্যাণকে। কল্যাণ পালটা বলেন, 'দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের একটি মিষ্টির দোকানের স্টল সংসদে বসানোর জন্য দলের সাংসদদের সই সংগ্রহ করছিলেন কীর্তি। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। তৃণমূল কোনও বেসরকারি ব্যবসাকে প্রোমোট করে না। প্রতিহিংসাবশত উনি মহিলা সাংসদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।' কল্যাণের কথায়, '৪০ বছর ধরে রাজনীতি করছি। দিদি যদি বলেন, সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

ঘটনার সূত্রপাত ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে নির্বাচন কমিশনে কয়েকদিন আগে স্মারকলিপি পেশ করাকে ঘিরে। সেদিন প্রতিনিধিদলে নাম না থাকায় ক্ষুব্ধ হন ওই মহিলা সাংসদ। তাতে কল্যাণের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। কল্যাণের অভিযোগ, তাঁকে গ্রেপ্তার করানোর হুমকি দেওয়া হয়। এরপর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে। মঙ্গলবার সেই বিরোধ প্রকাশ্যে এল। কল্যাণ ও সৌগত ছাড়া অন্য কোনও তৃণমূল নেতা এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেননি।

অতিরিক্ত পদে সিবিআই তদন্ত

প্রথম পাতার পর

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখার পাশাপাশি রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করার নির্দেশ দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। ২০২৪-এর ২২ এপ্রিলের ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। ২৯ এপ্রিল মামলাটির প্রথম শুনানিতেই সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২০২৪-এর ৭ মে হাইকোর্টের পুরো নির্দেশটির ওপরই স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ফলে সিবিআই তদন্তের প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি এই মামলায়। শেষপর্যন্ত হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশটিই মঙ্গলবার খারিজ করে দিল এখনকার প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ। তবে এই নির্দেশের জেরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির অন্য অভিযোগগুলিতে সিবিআই তদন্ত প্রভাবিত হবে না বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল।

স্বস্তি পেলেও প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বা শাসকদল তৃণমূল মঙ্গলবারের এই রায় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। বিরোধী দলগুলিও চুপ। যা তৃণমূল সরকারের পক্ষে আরও স্বস্তিদায়ক।

মোহময়ী ইডেন...

ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে বাতিস্তম্ভের আলো। গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে ড্রোন ক্যামেরায় রূপসী ইডেন গার্ডেন্সের ভরা গ্যালারির ছবি। -সংবাদচিত্র

স্ট্র্যাটেজির ভুলে ব্যর্থ লড়াই

২৯ বলে ৪৫ রান। তারপরেও কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জয়ের মুখ দেখাতে পারলেন না ভেঙ্কটেশ আইয়ার। কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

লখনউ সুপার জায়েন্টস-২৩৮/৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স-২৩৪/৭

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : তীরে এসে তরী ডোবা। অনেকটা সেরকমই।

আইপিএল ইতিহাসে নিজেদের সর্বাধিক ২৩৮ রান তাড়া করে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও ম্যাচ হাতছাড়া। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের ব্লকব্লাস্টার শোয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিয়েও ৪ রানে হার কলকাতা নাইট রাইডার্সের। বিশাল স্কোর তাড়া করে পাওয়ার প্লে-তে ৯১। সুনীল নারায়ণ, আজিঙ্কা রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সুবাদে আস্কিং রেট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।

নাটকীয় জয়ের স্ক্রিপ্ট প্রায় প্রস্তুত। 'করব লড়ব জিতব রে' আওয়াজে ফুটছে ইডেন। শেষ ৪৩ বলে ৭৩ রান দরকার। হাতে আট উইকেট। টি২০ ফরম্যাটে সমীকরণ মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি! ভুল ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজিও পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। রাহানে যখন আউট হয় কেকেআর ১৬২/৩। আন্দ্রে রাসেল, রিঙ্কু সিংদের বদলে ফ্রিজে কেন রামনদীপ সিং-উত্তর অজানা।

রামনদীপ (১) আউটের পর দরকার ছিল রাসেলদের মতো অভিজ্ঞদের। কিন্তু ফের ভুল, ব্যাট হাতে অনভিজ্ঞ অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৫)। আর মিডল অর্ডারে জোড়া ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি ঘেঁটে দেয় পরিস্থিতি। প্রতিপক্ষের ওপর চাপ আরও বাড়ানোর বদলে তা আলগা হয়ে যায়। পরে যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি নাইট রাইডার্স। ফলস্বরূপ ঘরের মাঠে দ্বিতীয় হারের হতাশা নিয়ে ফেরা নাইট সমর্থকদের।

মঙ্গলবারের নন্দনকাননে নাইটদের হঠাৎ যে ছন্দপতন উসকে দিচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের স্মৃতি। দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিচ ক্লাসেন-ডেভিড মিলারের ঝড়ের মুখে সেদিন দিশেহারা বোলারদের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফিটনেস (পিঠের ব্যথা) ব্রেক নিয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। ওই কয়েক মিনিটের 'বিরতি' ফাইনালের হাল বদলে দেয়। ট্রফি উঠেছিল রোহিত শর্মার হাতে।

মঞ্চ, গুরুত্ব সম্পূর্ণ আলাদা হলেও আজ রাহানে-আইয়ারের তৈরি চাপের মুখে ফের ঋষভের ফিটনেস ব্রেক! স্ট্র্যাটেজি? বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে ফল সেই এক। সাময়িক বিরতির পর খেলা শুরু হলে ম্যাচের অঙ্ক বদলে যায়। উইকেটে জমে যাওয়া রাহানে (৩৫ বলে ৬১) আপাত নিরিহ ফুলটস বলে আউট। তারপর একে একে ফেরার লাইনে ভেঙ্কটেশ (৪৫), রামনদীপ (১), অঙ্গকৃশ (৫)। ১৬২/২ থেকে ১৭৩/৫। ফ্রিজে বহুযুদ্ধের নায়ক রাসেল, টানা পাঁচ ছক্কা হাঁকিয়ে অবিশ্বাস্য ম্যাচ জেতানো রিঙ্কু।

যদিও রাসেল চলতি লিগে অতীতের ছায়ামাত্র। রিঙ্কুর ১৫ বলে অপরাজিত ৩৮ রানে হারের ব্যবধান কমালেও লাভ হয়নি। শেষ তিনে ৪৫ দরকার। শেষ ওভারে ২৪ পরিস্থিতিতেই উনিশেই ইতি নাইটদের দৌড়। হাতছাড়া শুভ নববর্ষের উপহার সাজানোর সুযোগ হাতছাড়া নাইটদের।

বদলে পরপর দুইদিন কলকাতার দুই মাঠে সাফল্যের ঘোড়া ছোটালেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দুই দল। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাফল্য, আজ ইডেনে নাইট-বধ। মোহনবাগানের যে জয় গতকাল মাঠে বসে উপভোগ করেছিলেন ঋষভ।

এদিনের ইডেনে ঋষভদের সমর্থনে মোহনবাগানের একঝাঁক ফুটবলার।

অথচ, জাহির খানের ছাত্র আকাশ দীপ, শার্দূল ঠাকুর, আবেশ খানরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অনিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে। অতিরিক্ত ২২ রান। ২০টা ওয়াইড! ত্রয়োদশ ওভারে পার্পল ক্যাপের মালিক শার্দূল (১১ উইকেট) প্রথম পাঁচ বলই ওয়াইড! পুরোদস্তুর সুযোগ নিতে পারেনি নাইটরা। শার্দূলদের ব্যর্থতা অনেকটা ঢেকে দেন নবাগত স্পিনারর দিগবেশ রাঠি। নিজের আদর্শ সুনীল নারায়ণকে (১৩ বলে ৩০) ফিরিয়ে এদিনও বিতর্কিত নোটবুক সেলিব্রেশন করলেন। তবে মাটিতে লিখলেন। গত দুই ম্যাচে এরজন্য জরিমানা হয়েছে। এবার কি বড় শাস্তির মুখে পড়তে হবে?

টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে রাহানের যুক্তি, দিনের ম্যাচ। পিচ বদলাবে না। রানতাড়া সমস্যা হবে না। অবশ্য টার্গেটকে যথাসম্ভব নাগালের মধ্যে রাখার চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু তার বদলে ভরদুপুরে কেকেআর শিবিরের উত্তাপ মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান শো। অরেঞ্জ ক্যাপ নিয়ে ইডেনে আজ কার্যত দুজনের গৃহযুদ্ধ। মার্শ (২৬৫)-পুরানের (২৮৮) অন্য স্বাদের টক্করে তাল ঠুকলেন আইডেন মার্করামও (৪৭)।

আর ত্রয়ীর ইডেনে ধামাকায় চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সাধের বোলিং বুমেরাং। বাকি সময়ে মার্শ (৪৮ বলে ৮১)-পুরানের কালবৈশাখী। স্বদেশীয় নারায়ণ, রাসেলকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করলেন পুরান। ৩৬ বলে অপরাজিত ৮৭। আইপিএলে নিজের সবাধিক স্কোরের ইনিংস সাজালেন ৭টি চার, ৮টি ছক্কায়। মার্শ-মার্করামের শুরুর পর বাইশ গজে পুরান-কাহিনীর হাত ধরে শেষপর্যন্ত ইডেন দখল টিম লখনউয়ের।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিলেন নিকোলাস পুরান (বাঁয়ে) ও মিচেল মার্শ।

দর্শকরাই বিচার করুক : সুজন

প্রচারপ্রিয় ইডেনের কিউরেটার : রাহানে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : বল ঘোরেনি। বোলারদের জন্য সাহায্যও ছিল না ইডেন গার্ডেন্সের পিচে।

তিনি যা চেয়েছিলেন, যা আশা করেছিলেন, তার কিছুই বাস্তবে ঘটেনি। ঘরের মাঠে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে ব্যাকফুটে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সঙ্গে ক্ষোভ ও হতাশার সাগরে পুরো দল।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার কিছু পরে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন, দেখে মনে হচ্ছিল মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। প্রবল বিরক্তও। মনের অন্দরে ফুটতে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল সাংবাদিক সম্মেলনের আসরে। যখন নাইট অধিনায়ককে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরের মাঠের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তাঁর মতামত। জবাবে ফুঁসে উঠলেন নাইট অধিনায়ক। সবাইকে চমকে দিয়ে বলে দিলেন, 'পিচ নিয়ে, উইকেট নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমি বেশি কিছু বললে তো বিতর্ক আরও বাড়বে। আমাদের কিউরেটার ইতিমধ্যেই অনেক প্রচার পেয়েছেন। আসলে উনি হয়তো প্রচার উপভোগ করেন। আপনারা যা ইচ্ছা লিখতে পারেন। আমি আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যথাসময়ে কথা বলব।'

রাহানের কথায় স্পষ্ট ইডেনের পিচ একেবারেই পছন্দ হয়নি তাঁর। কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট যেমন পিচ চেয়েছিল, সেটা বাস্তবে পায়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে পিচ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেও পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বাইশ গজ নিয়ে কোনও ক্ষোভ রাহানের গলায় শোনা যায়নি। তবে ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে তাঁর। কিউরেটার সুজন অবশ্য রাহানের অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। রাতের দিকে তাঁর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'আমি কিছু বলতে চাই না। কেমন ম্যাচ হয়েছে, দুনিয়া দেখেছে। দর্শকরাই বিচার করুক না পিচ কেমন ছিল।' রাহানের পিচ নিয়ে অভিযোগ ও ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটারকে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুনে অবাক প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। রাহানের মন্তব্য প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, 'জানি না কেন রাহানে এমন কথা বলেছে। কিন্তু একটা টি২০ ম্যাচে যা কিছু হতে পারে, সবই আজ ছিল ইডেনে। বড় রানের ম্যাচ হয়েছে। আর কিই বা চাই।'

কেকেআর অধিনায়ক ইডেনে ২২ মার্চ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের রাতেই ইডেনের পিচে স্পিন চাই, এমন আবদার তুলেছিলেন। তাঁর মন্তব্যের পরই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে ক্রমশ সেই বিতর্ক ডালপালা মেলে এখন মহীরুহ। রাহানের অবশ্য সেসব নিয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁর কথায়, 'বিরাট, ধোনির মতো ক্রিকেটারদের দেখার জন্য মাঠে ভিড় হবে, সেটাই স্বাভাবিক। ক্রিকেটপ্রেমীদের এমন চাহিদার মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু আমাদের জন্য হোম অ্যাডভান্টেজ থাকাও উচিত।' ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজির ভুলে ম্যাচ হারের পর ইডেনের কিউরেটার ও তাঁর তৈরি করা পিচকে 'ভিলেন' বানিয়ে দিলেও নিজেদের ভুলের বিষয় কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন কেকেআর অধিনায়ক। কেন আন্দ্রে রাসেল, রিঙ্কু সিংয়ের সাত-আট নম্বরে ব্যাটিং করানো হল, তাঁদের ফিনিশার তকমা আদৌ আর রয়েছে কিনা -কৌশলে সবই এড়িয়ে গিয়েছেন রাহানে। বলেছেন, 'ম্যাচে হার-জিত থাকবেই। তার মধ্যেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে।'

দুরন্ত অর্ধশতরানের পরও মাথা নীচু করে ইডেন গার্ডেন্স ছাড়তে হল আজিঙ্কা রাহানেকে। -ডি মণ্ডল

দুইটি ছয় কম মেরেছি, বলছেন হার্দিক

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : ম্যাচটা ছিল ৯৩ দিন পর জসপ্রীত বুমরাহর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ। ম্যাচটা ছিল বুমরাহ বনাম বিরাট কোহলির দ্বৈরথের। যেখানে বুমরাহকে ছক্কা মেরে স্বাগত জানানোর পর ৬৭ রানের ইনিংসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি২০-তে ১৩ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন কোহলি। এতকিছুর মধ্যে সোমবারের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ছিল পান্ডিয়া ব্রাদার্সের লড়াই। যে টক্করে ভাই হার্দিককে টেক্কা দেন দাদা ক্রুণাল। ৪৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ক্রুণাল আরসিবি-র জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু ভাইয়ের জন্য মন খারাপ ক্রুণালের।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১০ বছর পর মুম্বইকে হারানোর স্বস্তির মধ্যেও ক্রুণাল বলেছেন, 'জানতাম, দিনের শেষে একজন পান্ডিয়াই জিততে পারবে। হার্দিকের সঙ্গে বন্ডিং, ওর প্রতি আমার ভালোবাসা

একজন পান্ডিয়াই জিতত : ক্রুণাল

খুবই সহজাত। ও সত্যিই ভালো ব্যাটিং করেছে। আসলে ম্যাচ হার্দিকও জিততে চেয়েছিল। আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তব হল, একটা কাউকে হারতেই হত। হার্দিকের জন্য খারাপ লাগছে।'

জয়ের জন্য শেষ ওভারে মুম্বইয়ের লাগত ১৯ রান। কিন্তু ক্রুণাল সেটা তাদের পেতে দেননি। উলটে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচ আরসিবি-র দিকে ঘুরিয়ে দেন। শেষ ওভারে বোলিং প্রসঙ্গে ক্রুণাল বলেছেন, 'গত ১০ বছরে যে পরিমাণ ম্যাচ খেলেছি, তাতে শেষ ওভারে বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা চলেই এসেছে। পরিকল্পনা করেই বোলিং করেছিলাম।'

১২ রানের জয়ে তিন নম্বরে উঠে আসার পরও আরসিবি শিবিরে খারাপ খবর রয়েছে। স্লো ওভাররেটের জন্য ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে বেঙ্গালুরু অধিনায়ক রজত পাতিদারের। তিনি চতুর্থ অধিনায়ক যার চলতি আইপিএলে জরিমানা হল।

ভাই হার্দিকের সঙ্গে সম্মুখসমরে জিতে ফিরলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া।

এদিকে, হার্দিক মনে করছেন তারা দুটি ছয় কম মেরেছেন। বলেছেন, 'রান-উৎসব হল। ব্যাটিংয়ের জন্য উইকেট দুর্দান্ত ছিল। আমরা দুইটি ছয় কম মারতে পেরেছি। আবারও লক্ষ্যের খুব কাছে এসে ব্যর্থ হলাম। বোলারদের জন্য বিশেষ কিছু ছিল না। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

চোট সারিয়ে ফেরা রোহিত আবারও ওপেনিংয়ে ব্যর্থ হন। যা নিয়ে হার্দিকের মন্তব্য, 'গত ম্যাচে রোহিত ছিল না। তাই নমন ধীরকে আমরা ব্যাটিং অর্ডারে প্রোমোশন দিয়েছিলাম। কিন্তু এদিন রোহিত ফেরায় নমনকে নীচে নামতেই হত। আমাদের হাতে খুব বেশি বিকল্প ছিল না।'

জয়ের হ্যাটট্রিক লক্ষ্য সঞ্জুদের

শীর্ষস্থানে নজর শুভমান ব্রিগেডের

আহমেদাবাদ, ৮ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে সুখি পরিবারের তকমা গুজরাট টাইটান্সকে দেওয়া যেতেই পারে। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হার দিয়ে শুরু করলেও পরের তিন ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে উড়িয়ে টগবগিয়ে ফুটছে শুভমান গিল ব্রিগেড। আগামীকাল ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালস। যাঁদের হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে ওঠাই পাখির চোখ গুজরাট শিবিরের।

সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমান। ব্যাট হাতেও রান পাচ্ছেন তিনি। সঙ্গে উজ্জ্বল বিসাই সুদর্শন ও জস বাটলার। এই ত্রয়ীই বুধবার রাজস্থান বোলিং ব্রিগেডের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছেন। বোলিংয়ে টাইটান্স শিবিরের ভরসার নাম মহম্মদ সিরাজ। মিয়াঁ ম্যাজিকের জবাব গত দুই ম্যাচে আরসিবি ও হায়দরাবাদ ব্যাটাররা দিতে পারেননি। ৯ উইকেট নিয়ে বেগুনি টুপির (সর্বাধিক উইকেটশিকারি) দৌড়ে রয়েছেন সিরাজ। বুধবার সঞ্জু, যশস্বী জয়সওয়ালদের সামনেও দাপট দেখাতে চাইবেন এই হায়দরাবাদি পেসার। রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর ও রশিদ খানের স্পিনও সামলানো সহজ হবে না রাজস্থানের জন্য।

জোড়া হারে শুরুটা খারাপ হয়েছিল রাজস্থানেরও। কিন্তু গত দুই ম্যাচ জিতে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে তারা। আগামীকাল জয়ের হ্যাটট্রিক করতে হলে সঞ্জু, যশস্বী, রিয়ান পরাগদের সঙ্গে বোলারদেরও ভূমিকা নিতে হবে।

গত ম্যাচে 'ঘুম' থেকে উঠে ৩ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন জোফ্রা আর্চার। আগামীকাল শুভমানদের ঘুম ওড়াতে আর্চারই বাজি হতে চলেছেন সঞ্জুর। তবে শুধু আর্চারকে দিয়ে কি গুজরাট ব্যাটিংকে ভাঙা সম্ভব? উত্তরের জন্য বুধবার টিভির পর্দায় চোখ রাখবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স
বনাম
রাজস্থান রয়্যালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

রাসেল-রিঙ্কু এত নীচে কেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : নিশ্চিত জেতা ম্যাচ ছিল। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল! রাতের ইডেন থেকে তখন লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে ম্যাচ হেরে মাঠ থেকে হোটেলের দিকে রওনা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম বাস।

এমন সময় আচমকা দেখা হয়ে গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নিজেই বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, 'এই ম্যাচ কেউ হারে। নিশ্চিত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করল কেকেআর।' ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট কী? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই মহারাজকীয় বিশ্লেষণ,

প্রশ্ন তুললেন সৌরভ

> কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আরও ভাবতে হবে। কুড়ির ক্রিকেটে দলের সেরা দুই ফিনিশারকে কেউ সাত-আট নম্বরে ব্যাট করতে পাঠায় নাকি।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

'আন্দ্রে রাসেল, রিঙ্কু সিংদের মতো ফিনিশার, পাওয়ার হিটারদের কেউ এত নীচে নামায়। কেকেআর-কে ওদের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে অনেক ভাবতে হবে।'

একটু মন্থর হলেও আদতে পাটা উইকেট। আর ইডেন গার্ডেন্সের সেই পিচে রানের বন্যা। পিচ নিয়ে নাইট শিবিরে শেষ কয়েকদিন ধরে নাটকের অভাব ছিল না। আজ লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে উইকেট থেকে বোলাররা তেমন সাহায্য না পেলেও ব্যাটারদের ব্যাটে ছিল রানের হোলি। এমন পিচে লখনউয়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত রান তাড়া শুরুর পর যখন নাইটদের ব্যাটিং চাপে, তখন সাতে রাসেল ও আট নম্বরে রিঙ্কুকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছে কেকেআর। নিট ফল, ম্যাচও হারতে হয়েছে। রাতের ইডেনে সেই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলছেন, 'কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আরও ভাবতে হবে। কুড়ির ক্রিকেটে দলের সেরা দুই ফিনিশারকে কি কেউ সাত-আট নম্বরে ব্যাট করতে পাঠায় নাকি।'

আগামীকাল চেন্নাই রওনা হয়ে যাচ্ছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। সেখানে ১১ এপ্রিল কেকেআর বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ। তার আগে আজ চার রানে হার কতটা ধাক্কা হবে নাইটদের? সৌরভ বলে দিলেন, 'আইপিএলে সব এত দ্রুত হয় যে, কোন হারটা ধাক্কা, আর কোনটা নয়, সহজ বোঝা যায় না। সময়ই এই প্রশ্নের জবাব দেবে।' অষ্টাদশ আইপিএলে ইতিমধ্যেই অনেকগুলো ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। কোন দলকে ফেভারিট বলে মনে হচ্ছে? প্রশ্ন শুনে একটু সময় নিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। বলে দিলেন, 'পাঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটান্স বেশ ভালো দল। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় দল হিসেবে সফল হতে হলে বোলারদের আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। যদি ভালো করে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে দলের বোলিং আক্রমণ যত ভালো, তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশি।'

ঋষভ পন্থদের পালটা। লখনউ সুপার জায়েন্টসের সমর্থনে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেন, গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

সাদা বলের দায়িত্ব ছাড়লেন স্টিড

ওয়েলিংটন, ৮ এপ্রিল : নিউজিল্যান্ডের সাদা বলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন গ্যারি স্টিড। লাল বলের ফরম্যাটেও তিনি ভবিষ্যতে দায়িত্ব সামলাবেন কি না, তা নিয়েও শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবেন।

স্টিডের কোচিংয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপ, ২০২১ টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠেছিল নিউজিল্যান্ড। কিউয়িরা প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের তকমাও পেয়েছে তাঁরই হাত ধরে। ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে খেতাব হাতে তোলেন কেন উইলিয়ামসনরা। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ভিন্ন ফরম্যাটে ভিন্ন কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এর জেরে আগেভাগেই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের কোচের পদ থেকে নিজেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্টিড। আগামী জুনে তাঁর চুক্তির মেয়াদও শেষ হচ্ছে। তাই তিনি জানিয়েছেন, 'আগামী একটা মাস পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব টেস্টের কোচিং পদের জন্য আবার আবেদন করব কি না।'

প্রীতিকে জয় উপহার প্রিয়াংশের

পাঞ্জাব কিংস-২১৯/৬
চেন্নাই সুপার কিংস-২০১/৫

মুল্লানপুর, ৮ এপ্রিল : আইপিএল শুরুর আগে দলের দুই তরুণকে নিয়ে উত্তেজিত ছিলেন পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং। তাঁদের অন্যতম প্রিয়াংশ আর্য। পন্টিং যে ভুল ছিলেন না, মঙ্গলবার বুঝিয়ে দিলেন ২৪ বছরের প্রিয়াংশ। দিল্লির এই তরুণের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে চেন্নাই সুপার কিংসকে ১৮ রানে হারিয়ে দিল পাঞ্জাব।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ টি২০-তে একটি ম্যাচে প্রিয়াংশ ৫০ বলে ১২০ রানের ইনিংসের পথে এক ওভারে ছয়টি ছয় মেরে তাক লাগিয়ে দেন। যা পাঞ্জাব কিংস কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে। ফলে চলতি আইপিএলের আগে নিলামে প্রিয়াংশকে ৩.৮০ কোটি টাকায় কিনে নেয় তারা। মঙ্গলবার ৩৯ বলে বিস্ফোরক শতরানে পাঞ্জাব শিবিরের আস্থার মর্যাদা দিলেন বাঁহাতি ওপেনার প্রিয়াংশ (৪২ বলে ১০৩)। আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের মালিকও হয়ে গেলেন তিনি। গড়লেন একঝাঁক নজির।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ২৩ বলে তাঁর ৪৭ রানের ইনিংস ট্রেলার ছিল। এদিন প্রিয়াংশ শুরুই করেন খলিল আহমেদকে (৪৫/২) ছয় মেরে। আইপিএলে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ইনিংসের প্রথম বলে ছক্কা মারলেন প্রিয়াংশ। কিন্তু পরের বলেই খেল খতম হতে পারত তাঁর। কিন্তু প্রিয়াংশের ক্যাচ ফেলে দেন খলিল। জীবন পাওয়ার পর আর পিছনে তাকাননি বিরাট কোহলির ভক্ত প্রিয়াংশ। ফুটওয়ার্ক মুভমেন্ট খুব একটা নেই। কিন্তু পাওয়ার হিটিংয়ে মাঠের সব প্রান্তে বল ফেলার দুরন্ত ক্ষমতা রয়েছে প্রিয়াংশের। এদিন নয়টি ছয় ও সাতটি চারে যার প্রমাণ দিলেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে ১৯ বলে অর্ধশতরান করলেন প্রিয়াংশ। তরুণ ব্যাটারের প্রতিটি ছক্কায় লাফিয়ে উঠলেন পাঞ্জাবের মালকিন প্রীতি জিন্টা। আর তাঁর শতরানের পর প্রীতির সেলিব্রেশন তো ভাইরাল হয়েছে।

উলটোদিকে প্রভসিমরান সিং (০), শ্রেয়স আইয়ার (৯), মার্কাস স্টোয়িনিসরা (৪) ব্যর্থ হলেও প্রিয়াংশকে টলানো যায়নি। অর্ধশতরানের পর পঞ্চম গিয়ারে গাড়ি ছোটালেন তিনি। ১৩ নম্বর ওভারে ছক্কার হ্যাটট্রিক ও একটি চারে শতরানে পৌঁছে যান প্রিয়াংশ। সিএসকে-র বিরুদ্ধে দ্রুততম শতরানের নজিরও গড়লেন তিনি। তিনি ফেরার পর দলকে টানলেন শশাঙ্ক সিং (৩৬ বলে অপরাজিত ৫২) ও মার্কো জানসেন (১৯ বলে অপরাজিত ৩৪)। প্রিয়াংশের মতো শশাঙ্কের ক্যাচও ফেলে দেয় সিএসকে ফিল্ডাররা। ৩৮ রানে থাকার সময় শশাঙ্কের ক্যাচ মিস করেন রাচিন রবীন্দ্র। সবমিলিয়ে চেন্নাই এদিন তিনটি ক্যাচ ফেলেছে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাঞ্জাব ২১৯/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়।

রানতাড়ায় নেমে গত কয়েকটি ম্যাচের তুলনায় তাগিদ বেশি দেখিয়েছে চেন্নাইয়ের ব্যাটাররা। রাচিনের (২৩ বলে ৩৬) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ডেভন কনওয়ে ৬১ রান তুলে দেন। রান পেলেও কনওয়ে (৪৯ বলে ৬৯) খুব বেশি বড় শট মারতে পারেননি। যার জন্য আস্কিং রেট কখনোই নাগালে আসেনি চেন্নাইয়ের। ফলে ১৮ নম্বর ওভারে তাঁকে রিটায়ার্ড আউটও করিয়ে দেওয়া হয়। শেষবেলায় মহেন্দ্র সিং ধোনি ১২ বলে ২৭ রান করলেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কাজে আসেনি। চেন্নাই থামে ২০১/৫ স্কোরে। এটা তাদের টানা চতুর্থ হার। হতাশার দিনে চেন্নাইয়ের একমাত্র প্রাপ্তি আইপিএলে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ধোনির ১৫০ ক্যাচ।

আইপিএলে প্রথম শতরানের পর প্রিয়াংশ আর্য। ভরা গ্যালারি দেখে উচ্ছ্বসিত পাঞ্জাব কিংসের মালকিন প্রীতি জিন্টা। মুল্লানপুরে মঙ্গলবার।

‘মোহনবাগান স্টাইলে’ জিতে গর্বিত মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : প্রথমার্ধ গোলশূন্য। স্নায়ুর চাপ মাঠ ও মাঠের বাইরে।

৫১ মিনিটে সমতা। ৯৪ মিনিটে জয়ের গোল। বাঁধনহারা পালতোলা নৌকো।

চুম্বকে সোম-রাতের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাবে! তাও আবার জামশেদপুর এফসি-র মতো সাদামাঠা একটা দলের বিপক্ষে হেরে? সম্ভবত ফুটবল দেবতারও ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তবে টানটান ক্লাইম্যাক্সটা তিনি তুলে রেখেছিলেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। আপুইয়ার গোলের পর তাই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মতো ঠান্ডা মাথার লোককেও মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ঝাঁকিয়ে গ্যালারির দিকে দৌড় দিতে দেখা গেল। তিনি ফুটবলের প্রতি সৎ বলেই হয়তো স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করলেন না, কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে তাঁর ছেলেরা। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রতিপক্ষ সম্পর্কে, ‘সত্যি কথা বলতে কী কাজটা সত্যিই কঠিন ছিল। ওরা দুর্দান্ত খেলছিল। তাই ফাইনালে পৌঁছাতে পেরে আরও ভালো লাগছে। বিশেষ করে জামশেদপুর অসাধারণ ডিফেন্স করেছে। যা আমাদের চাপে রাখে। কিন্তু আমার মতে, এই জয়ের আমরা হকদার। অবশ্যই শেষমুহূর্তে আপুইয়ার গোলটা দুর্দান্ত। আমাদের সবার জন্য অসাধারণ মুহূর্ত।’

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এবারের লিগে সবথেকে বেশি গোল (৫০) এবং সুযোগ তৈরি (৭১টি) করা দল। ডুরান্ড ফাইনালে ছাড়া নিজেদের ঘরের মাঠে কোনও হার নেই। সোমবারের ম্যাচে মোট

> ৯০ মিনিট পর্যন্ত আমরা লড়েছি। তাই শেষপর্যন্ত আপুইয়া গোলটা পেল। দলের জন্য আমি খুশি ও গর্বিত। কারণ যেভাবে ছেলেরা শেষপর্যন্ত লড়াই করে হার না মেনে, মাথা ঠান্ডা রাখে, পরিকল্পনামাফিক খেলে যায়, হতাশ হয় না, এর জন্য ওদের প্রশংসা প্রাপ্য।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

৩৫টি শট মোহনবাগান নেয় প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ করে। যা কোনও একটা ম্যাচে সবাধিক ও প্লে-অফে রেকর্ড। এর আগে ২০১৪ সালে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও দিল্লি ডায়নামোসের মধ্যে হওয়া লিগ ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে এতগুলো গোলে শট ছিল। তাই জামশেদপুরের বিপক্ষে যতই সুযোগ নষ্ট হোক না কেন, নিজেদের পরিকল্পনা ও স্ট্র্যাটেজির উপর তাঁর আস্থা ছিলই, পরিষ্কার জানিয়ে দেন মোলিনা, ‘৯০ মিনিট পর্যন্ত আমরা লড়েছি। তাই শেষপর্যন্ত আপুইয়া গোলটা পেল। দলের জন্য আমি খুশি ও গর্বিত। কারণ যেভাবে ছেলেরা শেষপর্যন্ত লড়াই করে হার না মেনে, মাথা ঠান্ডা রাখে, পরিকল্পনামাফিক খেলে যায়, হতাশ হয় না, এর জন্য ওদের প্রশংসা প্রাপ্য।’

একটা সময়ে স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসনের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বহু ম্যাচ শেষমুহূর্তের গোল জিতেছে। যার নাম হয়ে গিয়েছিল, ‘ফার্গুসন স্টাইল।’ এবারের মোহনবাগানও বহু ম্যাচ বার করেছে শেষ মুহূর্তে। তাহলে এটাকে কি ‘মোলিনা স্টাইল’ বলা শুরু হবে? সম্ভবত প্রথমবার লাজুক হাসি লিগ-শিল্ডজয়ী কোচের মুখে, ‘অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এটা মোলিনা স্টাইল নয়, বরং আপনারা একে মোহনবাগান স্টাইল বলতে পারেন। আমরা দলগত খেলায় বিশ্বাস করি। লড়াই করি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। যেটা আজ আপুইয়া করে দেখাল, চেন্নাইয়ান এফসি, এফসি গোয়া, ওডিশা এফসি-র মতো দলের বিপক্ষে অন্যরা করেছে। তাই এটা মোলিনা স্টাইল নয়, এটা হল টিম মোহনবাগান স্টাইল।’ হয়তো তিনিই ঠিক। এই ‘টিম মোহনবাগান’ হয়ে উঠতে পারাই সাফল্যের এক এবং একমাত্র রহস্য।

আইএসএল কাপ জয় থেকে আর এক ধাপ দূরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। উচ্ছ্বসিত আপুইয়া ও আলবার্তো রডরিগেজ।

হতাশা ঝেড়ে মাসের সেরার দৌড়ে শ্রেয়স

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পরও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। আর এবার আইসিসির বিচারে মাসের সেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন শ্রেয়স আইয়ার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রেয়সের অবদান কোনও অংশে কম নয়। টুর্নামেন্টে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবাধিক রান তাঁরই ঝুলিতে। অথচ এই শ্রেয়সই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে হতাশায় ডুবেছিলেন। বাইশ গজ ভিজেছিল তাঁর চোখের জলে।

২০২৪ সালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েন। সেই লড়াই শুরু। এরপর আইপিএল খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন করে প্রমাণ করেছেন নিজেকে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পরও। তবে কাজটা সহজ ছিল না। এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে দুবাইতে গিয়ে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। একদম ব্যাটে-বলে সংযোগ হচ্ছিল না। নিজের ওপর এতটাই রাগ হচ্ছিল যে হতাশায় নেটেই কেঁদে ফেলেছিলাম। অথচ সহজে আমার চোখে জল আসে না। তাই খানিক অবাকও হয়েছিলাম।’

ইংল্যান্ড সিরিজের তিন ম্যাচে শ্রেয়সের রান ছিল যথাক্রমে ৫৯, ৪৪ ও ৭৮। আশা করেছিলেন একই ছন্দে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও শুরুটা করবেন। তবে প্রথম ম্যাচে মাত্র ১৫ রানেই ফেরেন। তাতেই আরও হতাশ হয়ে পড়েন। ফাইনাল সহ পরের চার ম্যাচে ২২৮ রান করেন। সেই সুবাদেই এবার আইসিসি-র বিচারে মার্চের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হওয়ার তালিকায় মনোনয়ন পেলেন শ্রেয়স। এছাড়াও তালিকায় রয়েছে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র ও জ্যাকব ডাফির নাম।

মাসের সেরার মনোনয়ন পাওয়ার দিনে শ্রেয়স ফিরলেন ৯ রানে।

সাবধানি ও বাস্তববাদী বার্সার সামনে বরুসিয়া

বার্সেলোনা ও প্যারিস, ৮ এপ্রিল : ত্রিমুকুট আর বার্সেলোনার মাঝে ব্যবধান এখন ১৩ ম্যাচের।

লা লিগায় বার্সার বাকি ৮ ম্যাচ। তার মধ্যে সাত ম্যাচ জিতলেই খাতায়-কলমে চ্যাম্পিয়ন। এদিকে, কোপা দেল রে-র ফাইনালে অপেক্ষা করছে রিয়াল মাদ্রিদের চ্যালেঞ্জ। আর বুধবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে কাতালান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুই লেগ কোয়ার্টার, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল সহ ত্রিমুকুট ঘরে তুলতে বার্সাকে জিততে হবে মোট ১৩টি ম্যাচ। হ্যান্সি ফ্লিকের দল যে গতিতে ছুটছে তাতে এটা একেবারেই অসম্ভব নয়।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বার্সেলোনা বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম অ্যাস্টন ভিলা

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

হাঁটুর চোট সারিয়ে ফেরার পর ক্রমশ নিজের সেরা ছন্দ ফিরে পাওয়ার দিকে এগোচ্ছেন গাভি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে নামার আগে যা বাড়তি স্বস্তি দিচ্ছে ফ্লিককে। তবে বার্সা শিবির অবশ্য যথেষ্ট সাবধানী। ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে গাভি বলছিলেন, ‘আমাদের মরশুমটা দারুণ কাটছে। তবে মনে রাখতে হবে, আমরা অপরাজেয় নই। ফুটবলে সবসময় জেতা সম্ভব নয়।’ আসলে ফ্লিক নিজেই ফুটবলারদের বাস্তবটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বার্সা কোচ বলেছেন, ‘আমাদের বাস্তববাদী হয়ে এগোতে হবে। ডর্টমুন্ড দলে দারুণ ভারসাম্য রয়েছে। বিশেষ করে আক্রমণভাগটা দুর্দান্ত।’ একইসঙ্গে দলের আত্মবিশ্বাস যে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, তাও মনে করিয়ে দেন তিনি।

অন্যদিকে, ছয় ম্যাচ বাকি থাকতেই লিগ ওয়ান খেতাব নিশ্চিত করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোয়ার্টারে মাঠে নামছে প্যারিস সাঁ জাঁ। প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলা। তবুও নিজেদের ফেভারিট মানতে নারাজ পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। তাঁর মতে, ফুটবলে কাউকে এগিয়ে রাখা যায় না। উদাহরণ দিয়েই বলেছেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে লিভারপুলকেই সবাই এগিয়ে রেখেছিল। তারপর কী হয়েছে সবারই জানা। অ্যাস্টন ভিলা যোগ্য বলেই এই জায়গায় রয়েছে।’

বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

ফাইনালের অপেক্ষায় আলবার্তো

বদলা নিয়েছি, বলছেন শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিল : ‘প্রতিশোধের ম্যাচ’।

জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগের সেমিফাইনালকে এভাবেই দেখছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরা। জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা কথা

ভাইকিং ক্ল্যাপে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর।

দিয়েছিলেন, মাঠেই বদলা নেবেন। কথা রেখেছে মোহনবাগান। বদলার ম্যাচ জিতে সবুজ-মেরুন অধিনায়ক শুভাশিস বসুও তাই খানিকটা তৃপ্ত। সোমবার ম্যাচের পর বলছিলেন, ‘জামশেদপুরে সমর্থকদের সঙ্গে যা হয়েছিল তা দুঃখজনক। আমরা তো সেরকম কিছু করতে পারি না। আমাদের বদলা নেওয়ার জায়গা মাঠ। আর ম্যাচ জিতে আমরা বদলা নিয়েছি। তাই এই জয়টা সমর্থকদেরই।’

তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি। শুভাশিস বলছিলেন, ‘ফাইনালে প্রতিপক্ষ কঠিন হলেও আমাদের ঘরের মাঠে খেলা। সমর্থকরা আমাদের সঙ্গে থাকবেন।’ আসলে টানা দ্বিতীয়বার লিগ-শিল্ড জিতলেও গতবার ‘ডাবল’ খেতাব হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ এখনও ভুলতে পারছেন না বাগান অধিনায়ক। সবুজ-মেরুনের সোনার সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, ‘মোহনবাগানের হয়ে খেলাটাই তো আমার কাছে স্বপ্নের মতো। আর ট্রফি জেতা সব খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন থাকে। এবার আইএসএলে অধরা দ্বিমুকুট জিততে চাই।’ সোমবার আপুইয়ার গোলে ফাইনালের ছাড়পত্র হাতে পায় মোহনবাগান। শুভাশিস বলেছেন, ‘মরশুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোলটা করল আপুইয়া।’ তাই তাঁকে নিয়ে বাগান অধিনায়ক যেমন উচ্ছ্বসিত তেমন গর্বিত গোটা দল নিয়ে।

বাগান রক্ষণের অন্যতম স্তম্ভ আলবার্তো রডরিগেজও ট্রফি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। জামশেদপুরকে হারানোর পর বলছিলেন, ‘বিশ্বাস ছিল আমরাই জিতব, জিতেছি। এবার ফাইনালের অপেক্ষা। তার জন্যই প্রস্তুত হওয়া। ঘরের মাঠে খেলব, সমর্থকদের পাশে পাব। গ্যালারিতে ওদের উপস্থিতি আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়। আশা করছি ফাইনালেও ভালো কিছু হবে।’

দুর্ঘটনার কবলে গিল-আনোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিল : অনুশীলনে আসার পথে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার প্রভসুখান সিং গিল ও আনোয়ার আলি।

এখন ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন হচ্ছে রাজারহাটের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে। সেখানে যেতে গিয়েই হয় এই দুর্ঘটনা। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন গিল। তাঁর সঙ্গেই আসেন আনোয়ার। বাড়ি থেকে আসার সময়ে বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে হঠাৎই অন্য গাড়ি এড়াতে গিয়ে সরাসরি বুলেভার্ডে গিয়ে ধাক্কা মারেন তিনি। গাড়ির ক্ষতি হলেও সৌভাগ্যবশত দুই ফুটবলারেরই কোনও চোট-আঘাত লাগেনি। তবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় খানিকটা হতচকিত হয়ে পড়েন গিল ও আনোয়ার। যদিও শেষপর্যন্ত ক্যাব নিয়ে দুজনেই অনুশীলনে যোগ দেন। বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটায় স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে শিবিরে। এদিকে, ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলার কথা ইস্টবেঙ্গলের।

সুপার কাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চাইছে দুই দলই। ভুবনেশ্বরে যাওয়ার আগে কলকাতায় শিবির করতে আসছে ওয়েন কোয়েলের দল।

ওয়াংখেড়েতে রোহিত স্ট্যান্ড!

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : চলতি আইপিএল ভালো কাটছে না রোহিত শর্মার। তার মধ্যেও সুখবর আসতে পারে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হতে পারে রোহিত শর্মা স্ট্যান্ড। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ১৫ এপ্রিল এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে।

বোপান্নার নজির

মন্টে কার্লো, ৮ এপ্রিল : মন্টে কার্লো মাস্টার্স টেনিসে ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন রোহন বোপান্না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটনকে নিয়ে নিয়ে তিনি ৬-৩, ৭-৫ গেমে হারিয়ে দেন ফ্রান্সেসকো সেরুনডোলো-আলেজান্দ্রো তাবিলোকে। ১ ঘণ্টা ৯ মিনিটে এই জয়ের সুবাদে বোপান্না এটিপি মাস্টার্স ১০০০ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রবীণতম হিসেবে সিঙ্গলস-ডাবলস মিলিয়ে কোনও এক ম্যাচে জয়ের নজির গড়লেন। ৪৫ বছর ১ মাসের বোপান্না পেছনে ফেলে দিলেন ক্রোয়েশিয়ার ইভো কার্লোভিচকে। যিনি ২০১৯ সালে ৪০ বছর বয়সে ভারতের প্রজনেশ্বরণ গুণেশ্বরণকে হারিয়ে এই রেকর্ড গড়েন।

সমস্যা মিটছে না মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিল : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারা মুখে যতই বলুন না কেন, সমস্যা সহজে মিটছে না। উলটে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিনিয়ার দলের ফুটবলারদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ক্লাব। বিদেশিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্লোস ফ্রাঙ্কা। ছিলেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুও। যদিও আলোচনায় সুরাহা কিছুই হল না। কর্তারা এফএসডিএল-কে মুখে যতই বলুন না কেন যে সমস্যা মিটে যাবে, আদতে তা হচ্ছে না। এদিন ফুটবলাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অন্তত পক্ষে এক মাসের বকেয়া বেতন এবং দুই মাসের অ্যালাউন্স বাবদ না দিলে তাঁরা মাঠে নামবেন না। ক্লাব জানায় দুই মাসের অ্যালাউন্স তারাই মিটিয়ে দেবে। তবে বকেয়া বেতনের ব্যাপারে কোনও আশ্বাসই দিতে পারেননি সাদা-কালো কর্তারা। পালটা ফুটবলারদের দাবি অ্যালাউন্স এক মাসের পেলেও চলবে, সঙ্গে এক মাসের বকেয়া বেতনও দিতে হবে।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মালদার পুরুষ দল। ছবি : অরিন্দম বাগ

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন মালদা

মালদা, ৮ এপ্রিল : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসের পুরুষদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল মালদা। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৫০-২১ পয়েন্টে বালি যুবক সমিতিকে হারিয়েছে। মহিলাদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল হুগলি। ফাইনালে তারা ৩১-১২ পয়েন্টে মুর্শিদাবাদের বিরুদ্ধে জয় পায়। পুরুষদের হকিতে চ্যাম্পিয়ন আলিপুরদুয়ার। ফাইনালে তারা ৬-০ গোলে মালদাকে হারিয়েছে। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে আলিপুরদুয়ারের বিরুদ্ধে জয় পায়।

বোলপুরে রানার্স শ্রেয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার অধীনে বোলপুরে আয়োজিত বীরভূম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার কবিগুরু মেমোরিয়াল প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৯ ও ১৭ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে শ্রেয়া ধর। তিস্তা তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি ও বিবেকানন্দ ক্লাবের এই শিক্ষার্থী অনূর্ধ্ব-১৯ ফাইনালে দিৎসা রায়ের কাছে ২-৪ গেমে হেরে যায়। অনূর্ধ্ব-১৭ ফাইনালে শ্রেয়া ১-৩ গেমে হেরেছে সঞ্চারীর কাছে। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের বিভাগে শ্রেয়াকে একই ব্যবধানে হারিয়েছে রঞ্জিনী।

ট্রফি নিচ্ছে শ্রেয়া ধর।

আলিপুরদুয়ার দল রওনা

আলিপুরদুয়ার, ৮ এপ্রিল : মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা বক্সিং দল রওনা হয়েছে। পুরুষ দলে রয়েছেন সাগর রায়, সৌগত কুণ্ডু, নির্মল বর্মন, নারায়ণ দাস, বিকাশ মেচ ও সত্যজিৎ রায়। মহিলা দলটি এই রকম- পূজা মুন্ডা, প্রিয়াঙ্কা রায় ও মৌমিতা খাতুন। বুধ ও বৃহস্পতিবার বক্সিং হবে।

মে-তে নবোদয়ের ক্যারম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : নবোদয় সংঘের ডাবলস ক্যারম ১০ ও ১১ মে অনুষ্ঠিত হবে। নবোদয়ের তরফে মনোজ দে জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলে দীপঙ্কর চক্রবর্তী (বুলান) ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রানার্সদের জন্য থাকছে কল্যাণ দত্ত ট্রফি ও ১৪ হাজার টাকা। তৃতীয় স্থানাধিকারী পাবে মাধবীলতা দে ট্রফি ৬ হাজার টাকা। চতুর্থ স্থানের জন্য প্রামেরিকা লাইফ ইন্সুরেন্স (শিলিগুড়ি শাখা) ট্রফি ও ৪ হাজার টাকা থাকছে। এছাড়া হিট করেই ফিনিশের জন্য ১৪ পয়েন্ট ও ১০০ টাকা দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো যাবে ৪ মে পর্যন্ত।

৪ উইকেট ময়নুলের

বড়দিঘি, ৮ এপ্রিল : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুমলাই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার এসআরকে রাইডার্স ৩ উইকেটে এমআর ইলেভেনকে হারিয়েছে। টসে হেরে এমআর ১২ ওভারে ৮৩ রানে অল আউট হয়। সাবির হোসেন ২৫ রানে হ্যাটট্রিক সহ ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে রাইডার্স ৯.১ ওভারে ৭ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সাহিল ২৫ রান করেন। ময়নুল হাসান ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

অন্য ম্যাচে বিটি ইলেভেন ১০ রানে ডিয়ার ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে বিটি ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। অভিজিৎ সাহা ৪০ ও বিশাল রাই ৩৯ রান করেন। সরিফুল ইসলাম ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ডিয়ার ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৫ রানে আটকে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
কালিম্পং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কালিম্পং - এর একজন বাসিন্দা ডিকি শেরপা - কে 21.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 38080 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্মের সাথে তার পুরস্কার বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ পুরস্কার জিতেছি। আমি পুরস্কার হিসেবে যে টাকা জিতেছি তা দিয়ে আমার প্রথম ইচ্ছে হলো আমার পরিবারের ভালো যত্ন নেওয়া এবং অর্থের চিন্তা না করে তাদের স্বপ্ন পূরণ করা। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার জীবন চিরতরে বদলে দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।